রাণী ভবশঙ্করী

রাণী ভবশঙ্করী

[ঐতিহাসিক নাটক]

শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ
গোবর্দ্ধন অপেরায় অভিনীত

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১।এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৬৬ সাল

প্রথম সংস্করণ]

উৎসর্গ

হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত কেশবপুর গ্রাম নিবাসী
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মণ্ডলের করকমলে—

বন্ধু !

শান্তি আমারে নাহি বাসে ভালো,
সুখ করে অনাদর।
দুখের আঁধারে পূর্ণ যে মোর
জীবনের খেলা ঘর ॥
বন্ধু সাথীরা তাই গেল চলি
হেরিয়া দুখের কালো।
সাথীহারা এই দীন অভাগারে
তুমি যে বাসিলে ভালো ॥
প্রীতির হাসিটি অভিনয় নয়
বুঝিলাম দুর্দ্দিনে।
ব্যথার অশ্রু মুছালে বন্ধু,
আমারে বাঁধিলে ঋণে ॥
খেলা শেষ হলে রবো না তো কাছে,
সেই কথা আজি স্মরি।
রাখিতে স্মরণে দিনু করে মোর
"রাণী ভবশঙ্করী ॥

গৌরচন্দ্র

ভূমিকা

"বাংলা বাঁশীর দেশ নয়, অসির দেশ।" তাই বাঙ্গালীর মেয়ে ভবশঙ্করী অসিযুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান-সেনাপতি ওসমানকে পরাজিত করে রক্ষা করেছিল বাঙ্গালীর সম্মান ও স্বাধীনতা।

বঙ্গবীরাঙ্গনা ভবশঙ্করীর বীরত্বের আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ছাউনাপুরের সেই রায়বাঘিনীর গড়া।

ফেলে আসা দিনের ভুলে যাওয়া বীরত্বের ইতিহাসকে বাঙ্গালীর স্মৃতিপটে জাগিয়ে রাখবে আমার এই রাণী ভবশঙ্করী।

বঙ্গ বীরাঙ্গনা গ্রন্থ অবলম্বনে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিত বরণ বিশ্বাস ও ভাণ্ডারহাটী সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের সাহায্যে আমি নাটক রচনা করেছি। কলিকাতা স্বর্ণলতা লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মাননীয় শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন শীল মহাশয় আমার রাণী ভবশঙ্করীকে সুধীসমাজে প্রকাশ করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—

গ্রন্থকার

চরিত্র

পুরুষ

রুদ্রনারায়ণ রায়	...	ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজা
চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তী	...	ঐ সেনাপতি
চন্দন	...	ঐ সহকারী সেনাপতি
হরিপদ ভট্টাচার্য্য	...	ঐ গুরু
দীননাথ চৌধুরী	...	পেঁড়োর দুর্গাধ্যক্ষ
শিবশঙ্কর	...	ঐ পুত্র
ঝঙ্কার	...	কবি
কালু চাঁড়াল	...	ব্যাধ
মুরলী	...	চতুর্ভুজের পুত্র
চৈতন্য	...	ভণ্ড বৈষ্ণব
নগণ্য	...	ঐ শিষ্য
ওসমান	...	উড়িষ্যার পাঠান-সেনাপতি
নজরুল	...	ঐ ভ্রাতা
দুর্গম খাঁ	...	ঐ অনুচর
ভবঘুরে	...	?

স্ত্রী

ভবশঙ্করী	...	দীননাথের কন্যা
মালা	...	বিষাণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা
মহিমা	...	চতুর্ভুজের পত্নী

বাঈজীগণ ও নর্ত্তকীগণ

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

যুগান্তর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব কাব্যবিনোদ প্রণীত। শূন্যে নহবৎ রব—চণ্ডী-মণ্ডপে বিশ্বজননী দুর্গাপ্রতিমা—সংসারে আনন্দের হিল্লোল——সেই শান্তির শুভ মুহূর্ত্তে মূক প্রাণীর বুকফাটা আর্ত্ত চীৎকার। কাঞ্চনের মোহে পতিপ্রাণার সতীত্বের গণ্ডী অতিক্রম! সাধুর নির্য্যাতন, মায়ের লাঞ্ছনা—আপাদ মস্তক শৃঙ্খলিতা মায়ের বুকের উপর প্রত্যক্ষ অগ্নিলীলা। ধর্ম্মের চরম অবমাননা! আকাশে দ্বাদশ সূর্য্যের আবির্ভাব! দুর্ভিক্ষ মহামারীর মিলিত অট্টহাসি! ভূমিকম্পে বিশ্ব বিপর্য্যস্ত! মূর্ত্তিমান কলির তাণ্ডব নর্ত্তন! সেই দুঃসহ মুহূর্ত্তে ভারতে কল্কি অবতার অবতীর্ণ! দুর্নীতির বিনাশ—প্রকৃতির স্থির, পাপের পূর্ণধ্বংস! বিশ্বে অশ্রান্ত জলধারা! কলির অবসান। পৃথিবীর কোলে সত্যযুগ! জগতে যুগান্তর! মূল্য ২·৭৫ টাকা। প্রেমের পূজা—২·৭৫ টাকা।

গাঁয়ের বৌ শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত সামাজিক নাটক। ভারতীয় রূপনাট্যম অপেরায় অভিনয় হইতেছে। লজ্জাশীলা গাঁয়ের বৌ মঙ্গলাকে ফেলে অরুণ ছুটে গেল বারাঙ্গনা আলেয়ার পিছনে। সতীর্থ প্রতাপ নাগ তাকে টেনে আনলো ধ্বংসের পথে। আরম্ভ হ'ল মঙ্গলার সতীত্বের সাধনা। বাল্যবন্ধু অজয়ের সাথে প্রতাপ নাগের বাধলো তুমুল সংগ্রাম। আলেয়া কর্ত্তৃক মঙ্গলা হ'ল অপমানিতা লাঞ্ছিতা। অশ্রুর বন্যা বয়ে গেল। রক্তে লাল হয়ে গেল দরবার-কক্ষ। সতীর আর্ত্তনাদে আকাশ হ'ল বিদীর্ণ! জয়ী হ'ল কে? বারাঙ্গনা আলেয়া—না সতীসাধ্বী গাঁয়ের বৌ? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

দস্যুকন্যা "রঘুডাকাত"-খ্যাত সুতীক্ষ্ণ সংলাপী নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন নাটক। মণিপুর—স্বাধীন মণিপুর।... সিংহাসনের অধিকারী দুটি রাজভ্রাতা—কল্যাণবর্ম্মা আর অনঙ্গবর্ম্মা—যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল—অভিন্ন হৃদয়। বিদেশী শাসক ও লুণ্ঠকের শ্যেনদৃষ্টি স্বাধীন মণিপুরের ওপর! দুটি ভাইয়ের শৌর্যবীর্যে বার বার ব্যর্থ হয়ে যায় মগরাজ মংবার আক্রমণ। তবু মণিপুরের সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে ঘনালো অকাল দুর্য্যোগের কালো মেঘ। আসন্ন হয়ে উঠলো রাষ্ট্রবিপ্লব। শত্রু হয়ে উঠতে চাইল সেই অভিন্ন-মন দুটি রাজভ্রাতা।—কিন্তু কেন? এ কার চক্রান্তের ফল? দস্যুরাজ মংবা? বিক্ষুব্ধ তান্ত্রিক রুদ্রাচার্য্য? ভিন্‌দেশী অর্থপিশাচ বেণিয়া শেঠ ধরমদাস? চীনা রেশম-ব্যবসায়ী ওয়াং-হো? বহুরূপী উড়িয়া গুণধর? নিপীড়িত ব্রাহ্মণ-কবি বিনায়ক? প্রতিহিংসাপরায়ণা কবিজায়া করুণা? অথবা—মগরাজকন্যা মেয়ে বোম্বেটে বিচিত্র-স্বভাব আ-পিন? বিপ্লবী নাটক। মূল্য ২·৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

রাণী ভবশঙ্করী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জয়দুর্গার মন্দির-প্রাঙ্গণ

দীননাথ আসিল

দীননাথ। শঙ্করী! শঙ্করী! তাইতো, মন্দির-প্রাঙ্গণে তো নেই; প্রতিজ্ঞা করে আজ তিন দিন তিন রাত্রি উপবাসে মায়ের মন্দিরে ধন্না দিয়েছে। মায়ের কৃপা না হলে মন্দির ছেড়ে যাবে না—অন্ন-জলও গ্রহণ করবে না। মা জয়দুর্গা, আমার শঙ্করী কোথা গেল মা? তাকে যে আমি খুঁজে পাচ্ছি না! শঙ্করী—শঙ্করী—

ভবশঙ্করী। (নেপথ্যে) বাবা!

দীননাথ। ওই যে আমার শঙ্করী সাড়া দিয়েছে। শঙ্করী—মা!

অসিহস্তে ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। বাবা—বাবা! মায়ের কৃপা পেয়েছি।

দীননাথ। কৃপা পেয়েছিস মা? মা বর দিয়েছে?

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ বাবা। স্বপ্নে মা জয়দুর্গা আমাকে বললেন—"ভবশঙ্করী, আমার পুকুরের ঘাটের দক্ষিণে নেমে জলে হাত দিলেই

একখানা তরবারি পাবি। যতদিন এই তরবারি তোর কাছে থাকবে, ততদিন কেউ তোকে পরাস্ত করতে পারবে না"। এই সেই তরবারি।

দীননাথ। ধন্য মা তোর সাধনা।

ভবশঙ্করী। মায়ের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি বাবা, এবার তুমি আশীর্ব্বাদ কর। (প্রণাম করিল)

দীননাথ। আশীর্ব্বাদ করেছি মা—প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করেছি। আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতো, তার কতই না আনন্দ হতো। পাঁচ জনকে বলতো আমার শঙ্করী মায়ের বর পেয়েছে। মা জয়দুর্গা! আমার শঙ্করীকে কৃপা করেছিস, এবার তার বর মিলিয়ে দে মা।

ভবশঙ্করী। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না বাবা।

দীননাথ। তুই যে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস মা! চিরদিন যে তোকে ঘরে রাখতে পারবো না! বাপের ঘর আঁধার করে একদিন যে তোকে পরের ঘরে যেতেই হবে।

ভবশঙ্করী। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বাবা—

দীননাথ। কি প্রতিজ্ঞা মা?

ভবশঙ্করী। অসিযুদ্ধে যে আমাকে পরাজিত করতে পারবে, সেই বীর্য্যবান পুরুষসিংহকে আমি পতিত্বে বরণ করবো।

দীননাথ। বড় ভীষণ প্রতিজ্ঞা মা। দেবীদত্ত অসি তোর হাতে। কেউ তো তোকে পরাজিত করতে পারবে না। যাক্—মা যখন অভয় দিয়েছেন, তখন বরও মিলিয়ে দেবেন। বাড়ী আয় মা, আজ তিন দিন উপবাসী তুই—কিছু খাবি আয়।

ভবশঙ্করী। মায়ের প্রসাদ নিয়ে আমি যাচ্ছি বাবা, তুমি চল।

দীননাথ। দেরী করিসনি মা। রাত অনেক হয়েছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

ছুটিতে ছুটিতে মালা আসিল

মালা। মা জয়দুর্গা, আমার নারীধর্ম্ম রক্ষা কর মা।

দীননাথ। একি ! মালা ?

মালা। জেঠামশাই, রক্ষা করুন।

ভবশঙ্করী। কি হয়েছে মালা ?

মালা। পাঠানরা আমাকে ধরতে আসছে দিদি।

দীননাথ। কোথায়—কতদূরে তারা ?

মালা। আমাদের বাড়ীতে।

ভবশঙ্করী। তোদের বাড়ীতে ?

মালা। হ্যাঁ, পাঠানরা আক্রমণ করতেই আমি এক সৈনিকের সাহায্যে বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে এসেছি। পথে আসতে আসতে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। মনে হয়, তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। তাইতো, কি হবে ?

ভবশঙ্করী। ভয় নেই মালা, আমরা তো রয়েছি।

মালা। এখানেও যদি পাঠানরা আমাকে খুঁজতে আসে দিদি ?

দীননাথ। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই আমি তাদের বন্দী করবো শঙ্করী, মালাকে নিয়ে মন্দিরের পেছন পথে তুই বাড়ী যা। আমি দুর্গে যাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

বলিতে বলিতে দুর্গম খাঁ আসিল

দুর্গম। সৈন্যগণ, মন্দির অবরোধ কর। সুন্দরী—এই যে, প্রাণের ভয়ে সুন্দরী পুতুলের কাছে এসেছ ?

(দুর্গম খাঁর আগমনে ভবশঙ্করী অসি পেছনে রাখিল)

দীননাথ। সাবধান পাঠান! হিন্দুর সামনে ইষ্টদেবকে পুতুল বলে অবজ্ঞা করো না।

দুর্গম। অবজ্ঞা করেছি, এবার পদাঘাতে পুতুলকে চূর্ণ করবো।

দীননাথ। আর এক পা অগ্রসর হলে আমি তোমাকে—

দুর্গম। হত্যা করবে? হা-হা-হা।

দীননাথ। স্তব্ধ হ' পাঠান।

দুর্গম। হুঁ, দুর্গাধ্যক্ষ মশায়ের চক্র না থাক্, ফোঁস বেশ আছে দেখছি!

ভবশঙ্করী। দংশনের শক্তি আছে কি না এবারে বুঝিয়ে দোব।

দুর্গম। পাঠানকে দংশন করবে ভেতো বাঙ্গালীর অবলা মেয়ে? হা-হা-হা—

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ, দংশনেই বুঝতে পারবে—বাঙ্গালী ভেতো হলেও ভীতু নয়।

দুর্গম। তোমার মত কত বাঙ্গালীর মেয়ে পাঠানের রংমহলে সরাব যোগায়।

দীননাথ। শঙ্করী, পাঠানের মুখে স্বজাতির মা-বোনের বিদ্রূপ অসহ্য মা।

দুর্গম। উপায় নেই দুর্গাধ্যক্ষ মশাই, তুমি নিরস্ত্র।

ভবশঙ্করী। বাবা নিরস্ত্র হলেও আমি সশস্ত্র। আমিই দোব তোমাকে অন্যায়ের শাস্তি। (আক্রমণ)

দুর্গম। আয় দর্পিতা।

(উভয়ের যুদ্ধ)

দীননাথ। শঙ্করী, আজ তিনদিন তুই উপবাসী মা, পাঠানকে পরাজিত করতে পারবি না।

ভবশঙ্করী। পারবো বাবা ; এই লম্পটকে হত্যা করে সুরু করবো আমি পাঠানের বলি। (ভীষণ যুদ্ধ)

দুর্গম। (যুদ্ধ করিতে করিতে) নারীর বাহুতে অসীম শক্তি। আমার হস্ত শিথিল হয়ে আসছে। পালাই—পালাই— [দ্রুত প্রস্থান

ভবশঙ্করী। পালিয়ে পরিত্রাণ নেই পাঠান। (পশ্চাদ্ধাবনোদ্যত)

দীননাথ। শঙ্করী, পাঠান পালিয়েছে মা। যাসনি, ফিরে আয়।

ভবশঙ্করী। অশ্ব থাকলে আমি ওকে পেঁড়োর মাটিতেই ঘুম পাড়িয়ে দিতুম বাবা।

দীননাথ। তোর হাতে ওর মৃত্যু নেই মা। জয়দুর্গা মায়ের আশীর্ব্বাদ সত্য হয়েছে। সার্থক হয়েছে আমার শিক্ষাদান। সফল হয়েছে তোর শক্তিসাধনা। তিনদিন উপবাসী তুই—তবু দুর্দ্ধর্ষ পাঠানকে পরাজিত করেছিস। কল্য প্রাতে বাংলার বুকে ছড়িয়ে পড়বে মা তোর বীরত্ব-কাহিনী। চারণের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে তোর জয়গান—নাম হবে তোর বঙ্গবীরাঙ্গনা ভবশঙ্করী।

ভবশঙ্করী। চল বাবা, মালাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমরা বাড়ী যাই। আয় মালা।

মালা। দিদি!

ভবশঙ্করী। শত্রু পালিয়েছে। এখনও কাঁদছিস কেন বোন?

মালা। তুমি না থাকলে পাঠানরা আমাকে ধরে নিয়ে যেতো। চল দিদি, অনেকক্ষণ এসেছি, জানি না বাবা, মা, খোকন—

গীতকণ্ঠে ঝঙ্কার আসিল

ঝঙ্কার।— গান

কেঃ নাই—কিছু নাই।

পাঠান-অসিতে মরেছে সবাই, গৃহ হলো পুড়ে ছাই।

মালা। মা, বাবা, খোকন নেই!

ঝঙ্কার।— **পুনঃ গাহিল**

রক্তের মাঝে পড়ে আছে তারা,
কত যে ডেকেছি, দেয়নিকো সাড়া,
মৃতদেহ 'পরে ফেলি আঁখিধারা কেঁদে কেঁদে চলে যাই।

মালা। কেউ নেই—আমি তবে কার কাছে থাকবো কবি?

ভবশঙ্করী। আমার কাছে থাকবি বোন।

মালা। দিদি!

দীননাথ। কেঁদো না মা, আমি তোমার সব ভার নিলুম। আজ হতে তুমি আমার মেয়ে।

ঝঙ্কার। আমি চললুম দুর্গাধ্যক্ষ মশাই।

দীননাথ। কোথা যাবে ঝঙ্কার?

ঝঙ্কার। রাজা রুদ্রনারায়ণের কাছে। তার সংসার-বৈরাগ্য এসেছে। তাকে বৈরাগ্য হতে টেনে তুলতে না পারলে পাঠানের অত্যাচারে সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে যাবে।

ভবশঙ্করী। তিনি যদি না জাগেন কবি, তাহলে আমি আছি; আমি ছুটিয়ে দোব পেঁড়োর রাজার সুরার নেশা। ফুৎকার দিয়ে আমিই জ্বালিয়ে তুলবো বাঙ্গালীর অন্তরের চাপা আগুনকে।

ঝঙ্কার।— **গান**

তবে আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা।
পাঠান-বংশ করিতে ধ্বংস গর্জ্জে ওঠ বঙ্গবীরবালা।
খুলে দাও অবগুণ্ঠন লজ্জা,
ছারখার কর বিলাসের সজ্জা,
তুলে দাও অসি শত্রুবিনাশী, পর গলে মাগো জয়মালা।

[প্রস্থান

দীননাথ। পাঠানদের দমন করতে না পারলে বিষাণ চক্রবর্ত্তীর মত অনেকেই অকালে প্রাণ হারাবে। শঙ্করী, আমি রাজার কাছে চললুম এই দুঃসংবাদ দিতে। কল্য প্রাতে আমি অন্বেষণ করবো—সীমান্তে সশস্ত্র প্রহরী থাকা সত্ত্বেও পাঠানরা প্রবেশ করলো কি করে? দেশের সর্ব্বনাশ করতে কে তাদের ডেকে আনলে? কে সেই বেইমান?

ভবঘুরে আসিল

(তাহার জামার পকেটে মদের বোতল)

ভবঘুরে। আমি জানি।

দীননাথ। তুমি জান ভবঘুরে, কে সেই বেইমান।

ভবঘুরে। হ্যাঁ, আজ খুব বেশী মদ খেলেও আমার চোখ কিন্তু তাকে চিনে রেখেছে।

ভবশঙ্করী। কে সেই দেশদ্রোহী?

ভবঘুরে। প্রদীপের তলাতেই বেশী অন্ধকার। সে হলো আপনার দাদা।

দীননাথ। (সবিস্ময়ে) শিবশঙ্কর?

ভবঘুরে। হ্যাঁ।

মালা। শিবুদা অপমানের প্রতিশোধ নিতে পাঠানদের ডেকে এনে আমার বাবা-মাকে হত্যা করলে!

ভবশঙ্করী। দাদাকে কে অপমান করেছিল মালা?

মালা। আমার বাবা। আমি একদিন পুকুর হতে জল আনছিলুম, এমন সময় শিবুদা এসে আমার হাত ধরলো। ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। বাবা ছুটে এসে শিবুদাকে খুব অপমান করলো। রাগে ফুলতে ফুলতে শিবুদা চলে গেল।

দীননাথ। শিবশঙ্কর যে এতবড় শয়তান, আমি কোনদিন জানতুম না।

ভবঘুরে। জানা উচিত ছিল চৌধুরী মশাই। ভবঘুরে মদ খায় বলে তাকে আপনি উচ্ছৃঙ্খল মাতাল বখেটে—যা তা বলে গাল দেন, কিন্তু আপনার ছেলে—

দীননাথ। শিবশঙ্করের অধঃপতনের সংবাদ আমি জানতুম না ভবঘুরে।

ভবঘুরে। আপনার না জানার ফলে একটা সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে? কে রক্ষা করবে এই :মালাকে?

ভবশঙ্করী। আমি রক্ষা করবো ভবঘুরে।

ভবঘুরে। হ্যাঁ, আপনি পারবেন। আপনি যুদ্ধবিদ্যা জানেন। অন্য মেয়েদের মত আপনি মুখে ঘোমটা দিয়ে থাকেন না। যাক্, মালার পবিত্রতা রক্ষার জন্য আর কোন চিন্তা নেই। চৌধুরী মশাই, মাতাল ভবঘুরের কথা যদি বিশ্বাস করতে না পারেন, তাহলে বারাঙ্গনা গোপালীর ঘরে যান। সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন—আপনার বংশে সৃষ্টি হয়েছে কেমন বিষবৃক্ষ।

[প্রস্থান

দীননাথ। আজ আমি বিষবৃক্ষের মূল উৎপাটন করবো। কুলাঙ্গারকে হত্যা করে আমি করবো আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

[প্রস্থান

ভবশঙ্করী। পারবে না বাবা। অপত্যস্নেহে তোমার হাত কেঁপে উঠবে। পিতা হয়ে পুত্রকে হত্যা করতে পারবে না। আমি হত্যা করবো পিশাচকে।

মালা। দাদাকে হত্যা করবে দিদি ?

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ মালা। পিতৃবংশের কলঙ্ক মুছে দিতে—দেশের মা-বোনেদের ধর্ম্মরক্ষায় দেশের শত্রুনিধনে আজ ভবশঙ্করীর হাতে দেবী-দত্ত অসি গর্জ্জন করে উঠবে। জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হত্যা করে আমি তার মৃতদেহ ঘৃত-চন্দনে দাহ করবো। তবু চাই আমি হত্যার প্রতিশোধে হত্যা— রক্তের বদলে রক্ত—জীবনের বিনিময়ে জীবন।

[মালার হাত ধরিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদমধ্যস্থ কক্ষ

রুদ্রনারায়ণ বলিতেছিলেন

রুদ্রনারায়ণ। জীবনে শান্তি দাও ভগবান। ভ্রাতৃশোকের জ্বালা শীতল কর। মোহের অন্ধকার হতে আমাকে জ্ঞানের আলোকে নিয়ে চল প্রভু। ছিন্ন কর মায়ার বন্ধন। ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাস—আমি কিছুই চাই না—চাই শুধু তোমার চরণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে।

কাঁদিতে কাঁদিতে মুরলী আসিল

রুদ্রনারায়ণ। একি, মুরলী! কাঁদছো কেন ? কি হয়েছে ?

মুরলী। মা মেরেছে।

রুদ্রনারায়ণ। দুষ্টুমী করেছিলে বুঝি ?

মুরলী। না, হরিনাম গাইছিলুম বলে।

রুদ্রনারায়ণ। হরিনাম গাইছিলে বলে মা মারলে ?

মুরলী। মা বললে—হরিনাম ভিখিরীরা গায়।

রুদ্রনারায়ণ। ও—তাই নাকি। দেখ মুরলী, মা হরিনাম না শোনে, —আমি শুনবো।

মুরলী। আপনি হরিনাম শুনবেন মহারাজ ? গাইবো ?

রুদ্রনারায়ণ। গাও, শুনি।

মুরলী।— গান

ভজ রাধাকৃষ্ণ নাম।
মন-পাপিয়া, সব ভুলিয়া গাও রে অবিরাম।
প্রেমের ঠাকুর দয়াল হরি
দেবেন দেখা কৃপা করি,
ভক্তি-ফুলে সাজাও তোমার হৃদি-ব্রজধাম॥

চৈতন্য ও নগণ্য আসিল

(চৈতন্যের নেড়ামাথা ও শিখা— পরিধানে বহির্বাস—নাকে তিলক —গলায় কণ্ঠিমালা। নগণ্যের পরনে গৈরিক বসন—মাথায় কোঁকড়ানো চুল, হাতে ছিল একখানি গৈরিক বস্ত্র)

চৈতন্য। মধুর—মধুর—

নগণ্য স্থধা—স্থধা।

রুদ্রনারায়ণ। আস্থন বাবাজী মশাই। মুরলীর কণ্ঠে হরিনাম সত্যই মধুর। দেখ মুরলী, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে হরিনাম শুনিয়ে যাবে, কেমন ?

মুরলী। আচ্ছা মহারাজ।

[প্রস্থান

চৈতন্য। মহারাজ, ভৃত্য সংবাদ দিলে, আপনি নাকি বৈরাগ্য নেবেন ?

রুদ্রনারায়ণ। হ্যাঁ বাবাজী, তাই আপনাকে ডেকেছি।

চৈতন্য। গৌরসুন্দরের কৃপায় আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হোক মহারাজ।

নগণ্য। দয়াল নিতাই, দয়া কর।

চৈতন্য। গৌর—গৌর। হ্যাঁ মহারাজ, শুনলুম এক সন্ন্যাসী আপনাকে অপমান করেছে ?

রুদ্রনারায়ণ। অপমান নয়; আমি অপুত্রক বলে তিনি ভিক্ষা না নিয়ে চলে গেছেন।

নগণ্য। তাকে শাস্তি দিয়েছেন তো মহারাজ ?

রুদ্রনারায়ণ। না, প্রণাম দিয়েছি

চৈতন্য। আপনি মহান।

রুদ্রনারায়ণ। আমাকে দীক্ষা দিন বাবাজী।

চৈতন্য। দোব মহারাজ! আপনাকে দীক্ষা দিয়ে আমি ধন্য হবো।

নগণ্য। আর ভুরিশ্রেষ্ঠপুরে বহাবো গৌরপ্রেমের বন্যা।

চৈতন্য। নগণ্য!

নগণ্য। প্রভু, প্রেমের বন্যায় নদে ডুবেছিল আর ভুরিশ্রেষ্ঠপুর ডুববে না ?

চৈতন্য। ডুববে ভক্ত। মহারাজের দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে মনের গণ্ডগোল, বাজবে শ্রীখোল, উঠবে ধ্বনি হরিবোল, নামসুধা পান করে মহারাজের চিত্ত হবে ভাবে বিভোল।

নগণ্য। দয়াল নিতাই!···প্রভু, তাড়াতাড়ি কর্ম্ম সাঙ্গ করুন।

চৈতন্য। এই যে ভক্ত। মহারাজ, গ্রহণ করুন আপনার বৈরাগ্যের বেশ। (নগণ্যের হাত হইতে গৈরিক বসন লইয়া দিতে গেল)

রুদ্রনারায়ণ। দিন বাবাজী। (বস্ত্র গ্রহণে উদ্যত)

চন্দন আসিল

চন্দন। মহারাজ!

রুদ্রনারায়ণ। কে, চন্দন? শুভকর্ম্মে বাধা দিলে?

চন্দন। আমাকে মার্জ্জনা করুন মহারাজ। একটা ভীষণ সংবাদ শুনে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো, তাই ছুটে এলুম আপনাকে সেই সংবাদ জানাতে।

চৈতন্য। গৌরসুন্দর, বিঘ্ন দূর কর প্রভু।

নগণ্য। সংবাদটা তাড়াতাড়ি দিয়ে প্রস্থান করুন মশাই।

চন্দন। মহারাজ, গত পরশু রাত্রে পাঠানেরা পেঁড়োর বিষাণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে হানা দিয়ে স্ত্রী-পুত্র সহ তাকে হত্যা করেছে।

রুদ্রনারায়ণ। তার জন্য আমি কি করতে পারি চন্দন—পেঁড়োর রাজা যখন বর্ত্তমান।

চৈতন্য। নিশ্চয়ই। তাঁর প্রজাকে তিনিই রক্ষা করবেন।

চন্দন। পেঁড়োর রাজা সুরাপানে দিবানিশি বিভোর হয়ে থাকেন। তাই তাঁর প্রজারা তাদের জীবন ও মান নির্ভর করে আপনার উপর। আপনি একদিন যেমন পাঠান দমন করে বাংলার শান্তিরক্ষা করেছিলেন, আজও তাই করুন মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। না চন্দন। আমি আর অস্ত্রধারণ করবো না। হিংসা ছেড়ে আজ আমি অহিংসার মন্ত্র নিয়ে বৈরাগী হবো।

চন্দন। আপনি বৈরাগ্য নেবেন মহারাজ!

চৈতন্য। নেবেন মানে? তুমি ধাঁ করে এসে না পড়লে এতক্ষণ তো বৈরাগী হয়ে যেতেন।

নগণ্য। আপনি গেলেই হয়ে যাবেন।

চন্দন। আপনার পায়ে ধরি মহারাজ! আপনি বৈরাগ্য নেবেন না। বীর আপনি—রাজা আপনি, আপনি বাঙ্গালীর মান-সম্মানের রক্ষক। আপনি যদি উদাসীন হন—তাহলে—না না, এ সংকল্প পরিত্যাগ করুন মহারাজ। আপনি জ্ঞানী, বুঝে দেখুন—নিষ্ক্রিয় হরি-সাধনার চেয়ে মানুষের রক্ষার ব্রতপালন শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

রুদ্রনারায়ণ। আমাকে বিরক্ত করো না চন্দন—যাও।

চন্দন। মহারাজ!

রুদ্রনারায়ণ। আমি আর অস্ত্রধারণ করবো না।

চন্দন। কিন্তু মহারাজ—পাঠান যদি ভূরিশ্রেষ্ঠপুর আক্রমণ করে?

রুদ্রনারায়ণ। তাহলে তোমরা রক্ষা করবে।

চন্দন। আমরা রক্ষা করবো?

চৈতন্য। নইলে রাশি রাশি টাকা বেতন দিয়ে মহারাজ তোমাদের পুষেছেন কেন?

রুদ্রনারায়ণ। চন্দন বেতন নেয় না বাবাজী।

চন্দন। রাজা উদাসীন হলে রাজ্যের শৃঙ্খলা থাকে না বাবাজী, সেটা কি বোঝেন?

চৈতন্য। না বুঝলেও এটা বুঝতে পারছি যে, মহারাজের বৈরাগ্যের পথে তুমি হলে প্রধান শত্রু।

চন্দন। আমি শত্রু!

চতুর্ভুজ আসিল

চতুর্ভুজ। নিশ্চয়। তা না হলে বৈরাগ্য গ্রহণে বাধা দিচ্ছ কেন? জানো, মহারাজের মনে কত ব্যথা?

রুদ্রনারায়ণ। চতুর্ভুজ. তুমি আমার মনের ব্যথা বুঝেছ। আজ আমার বোঝা তুমি মাথায় তুলে নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

চতুর্ভুজ। আদেশ শিরোধার্য্য মহারাজ। আপনার দেওয়া কর্ত্তব্যের বোঝা আমি সানন্দে মাথায় তুলে নিলুম।

চন্দন। না, যার কর্ত্তব্য তিনিই পালন করবেন। কৌশলে রাজ-সিংহাসন গ্রাস করতে আমি আপনাকে দোব না।

রুদ্রনারায়ণ। চন্দন!

চন্দন। সেনাপতি মশায়ের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে দেশ ও দশের সর্ব্বনাশ করবেন না মহারাজ।

চতুর্ভুজ। তুমি আমাকে অপমান করছো চন্দন। মহারাজ, আপনার যদি মনে হয় আমি রাজ্যলোভে আপনাকে বৈরাগী সাজাচ্ছি, তাহলে আমাকে আপনি দণ্ড দিন।

চন্দন। আপনার এই মিথ্যার অভিনয়—

রুদ্রনারায়ণ। স্তব্ধ হও চন্দন! নীরবে কক্ষ পরিত্যাগ কর।

চৈতন্য। ওর মনের কথাটা ধরতে পারলেন?

রুদ্রনারায়ণ। মনের কথা?

নগণ্য। ব্যক্ত করুন প্রভু।

চৈতন্য। সেনাপতির নামে অপবাদ দিয়ে রাজ্যভারটা উনিই নিতে চান।

চন্দন। না মহারাজ! আমি রাজ্য চাই না—চাই না অর্থের প্রাচুর্য্য

নিয়ে সংসারে ধন্য নাম কিনতে। সর্ব্বহারা কাঙ্গাল আমি। আপনি করুণা করে আমাকে শিশুকাল হতে মানুষ করেছেন। আপনার শুভ কামনায় আমার এই ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করে আমি পরিশোধ করতে চাই আমার সেই জীবনের দেনা। [প্রস্থান

চতুর্ভুজ। যাক্—চন্দন চলে গেছে। বাবাজী মশাই, এবার আপনি মহারাজকে দীক্ষা দান করুন।

চৈতন্য। হ্যাঁ, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

নগণ্য। দ্বারটা কি বন্ধ করে দোব প্রভু?

চৈতন্য। না।

রুদ্রনারায়ণ। আমার বৈরাগ্য গ্রহণের শুভ মুহূর্ত্তে বাধা বিপত্তি আসে কেন? ওকি! কে যেন কাঁদছে নয় চতুর্ভুজ?

চতুর্ভুজ। হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। দেখ, দেখ চতুর্ভুজ, কে কাঁদছে।

গীতকণ্ঠে ঝঙ্কার আসিল

ঝঙ্কার।— **গান**

কাঁদিছে বাঙ্গালী।
শুনি মহারাজ খুলি বীর-সাজ—সাজিছেন কাঙ্গালী।

রুদ্রনারায়ণ। কবি, আমি বৈরাগ্য নোব শুনে বাঙ্গালী কাঁদছে?

ঝঙ্কার।— **পুনঃ গাহিল**

তোমার বীরত্ব বাঙ্গালীর প্রাণ
রক্ষা করিয়া বাড়াইল মান,
তার বিসর্জ্জনে সবার আননে পড়িবে কলঙ্ক-কালী।

চতুর্ভুজ। কাঁদলে আর কি হবে? মহারাজ সংকল্প পরিত্যাগ করবেন না।

ঝঙ্কার। বিষাণ চক্রবর্ত্তী ও তার স্ত্রী-পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন না মহারাজ ?

রুদ্রনারায়ণ। আমাকে ক্ষমা কর কবি।

ঝঙ্কার। বুঝেছি—এই যাদুকরের যাদুমন্ত্রে সিংহ আজ ঘুমিয়ে পড়েছে। হায়রে দুর্ভাগা বাংলা।

[প্রস্থান

চৈতন্য। আপদ বিদেয় হয়েছে। বৈরাগ্যের বেশ গ্রহণ করুন মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। দিন বাবাজী। (গৈরিক বসন গ্রহণে উদ্যত)

হরিপদ ভট্টাচার্য্য আসিল

(তাহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা,
গলায় রুদ্রাক্ষের মালা)

হরিপদ। রুদ্রনারায়ণ !

চতুর্ভুজ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ ! গুরুদেব—

রুদ্রনারায়ণ। একি, গুরুদেব ! আপনি তীর্থ হতে ফিরে এসেছেন ?
(প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ, চতুর্ভুজও পদধূলি লইল)

হরিপদ। তীর্থে গিয়ে মন আমার স্থির হলো না রুদ্র। যখনই মা ভবতারিণীর মূর্ত্তি ধ্যান করতে গেছি, তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তোমার মলিন মুখ। তাই ছুটে এসেছি তোমার কাছে। তোমার কি হয়েছে রুদ্র ?

চতুর্ভুজ। এক সন্ন্যাসী মহারাজকে অপুত্রক বলে অপমান করেছে।

হরিপদ। ওঃ—

চতুর্ভুজ। তাই দুঃখে মহারাজ বৈরাগ্য গ্রহণ করছেন।

হরিপদ। তুমি বৈরাগ্য নিচ্ছিলে রুদ্র!

রুদ্রনারায়ণ। হ্যাঁ গুরুদেব।

হরিপদ। তোমরা বুঝি আমার রুদ্রকে বৈরাগী সাজাচ্ছিলে?

নগণ্য। আমি নই প্রভু।

হরিপদ। তোমরা বৈরাগী?

চৈতন্য। আজ্ঞে আমি গৌরসুন্দরের সেবক।

হরিপদ। রাজাকে ভিখারী সাজাবার যুক্তি তোমাদের কে দিয়েছে?

রুদ্রনারায়ণ। আমিই ওদের ডেকেছি রুদ্রদেব।

হরিপদ। তুমি চুপ কর রুদ্র। কোথায় থাক তোমরা?

চৈতন্য। আজ্ঞে এতদিন বৃন্দাবনে ছিলাম, একমাস হলো এ গাঁয়ে এসেছি।

নগণ্য। নামের আখড়াও তৈরী হয়ে গেছে।

হরিপদ। সেই আখড়াতেই ফিরে যাও।

উভয়ে। আজ্ঞে—

চতুর্ভুজ। গুরুদেব। মহারাজ বাবাজীদের সাদরে আহ্বান করেছিলেন।

হরিপদ। সেই জন্যেই ওদের অনাদরে গ্রাম থেকে নির্ব্বাসন দিচ্ছি না চতুর্ভুজ, মিষ্টি কথায় বিদায় করছি।

চৈতন্য। মহারাজ!

হরিপদ। কথা কয়ো না, যাও।

চৈতন্য। আজ্ঞে, যাচ্ছি। ভক্তরে ফিরে চল।

নগণ্য। চলুন প্রভু। গৌরপ্রেম এ-হাটে বিকোবে না।

[উভয়ের প্রস্থান

হরিপদ। চতুর্ভুজ!

চতুর্ভুজ। আদেশ করুন গুরুদেব।

হরিপদ। রাজভৃত্যকে আমার আদেশ জানাও—রুদ্রনারায়ণের রাজ-পরিচ্ছদ কক্ষে প্রস্তুত রাখতে।

চতুর্ভুজ। যাচ্ছি গুরুদেব। (যাইতে যাইতে স্বগত) কৌশলের জাল ছিন্ন হয়ে গেল।

[প্রস্থান

হরিপদ। কি ভাবছো রুদ্র?

রুদ্রনারায়ণ। ভাবছি—অপুত্রক বলে সন্ন্যাসী যখন ভিক্ষা গ্রহণ করলেন না, তখন রাজ্য-ঐশ্বর্য্যে কি প্রয়োজন গুরুদেব?

হরিপদ। অপুত্রক বলে দুঃখে অভিমানে তুমি বৈরাগ্য নেবে কেন রুদ্র? তুমি আবার বিবাহ কর।

রুদ্রনারায়ণ। বিবাহ। স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার বিবাহ? আপনি একি বলছেন গুরুদেব?

হরিপদ। ঠিকই বলছি রুদ্র। বংশরক্ষার জন্য তুমি দ্বিতীয় বিবাহ কর। শাস্ত্রে বলেছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্।

রুদ্রনারায়ণ। বিবাহ করলে আমার বংশ রক্ষা হবে গুরুদেব?

হরিপদ। হবে রুদ্র। বৌমা রুগ্না, তাই তার গর্ভে সন্তান হলো না। আমি তোমার হস্তরেখা পরীক্ষা করে দেখেছি। তুমি মত দাও রুদ্র, আমি পাত্রীর সন্ধান করি।

রুদ্রনারায়ণ। (নতমুখে) তাই করুন গুরুদেব।

হরিপদ। মা ভবতারিণী তোমার মনের দুঃখ দূর করুন রুদ্র।

ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। মহারাজ আছেন—মহারাজ?

রুদ্রনারায়ণ। আছি, এস।

ভবঘুরে। এই যে মহারাজ। যাক্, বাঁচা গেল। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন মহারাজ। আমি ভবঘুরে।

রুদ্রনারায়ণ। দেখেই বুঝতে পারছি। তা কি চাও?

ভবঘুরে। কিছু চাই না; কিছু বলতে চাই।

হরিপদ। তোমাকে নিশ্চিন্তপুরে—

ভবঘুরে। আজই দেখেছিলেন। নিশ্চিন্তপুরের ঘাটেই মহারাজের ভাইয়ের নৌকো একেবারে নিশ্চিন্তপুর চলে গিয়েছিল কিনা—তাই মাঝে মাঝে যেখানে গিয়ে খুঁজি—যদি কিছু পাই। হঁ্যা, সে কতদিন হলো মহারাজ?

রুদ্রনারায়ণ। দু বছর।

হরিপদ। তুমি এরই মধ্যে ততটা পথ এলে কি করে?

ভবঘুরে। দশ বারো ক্রোশ পথ আমি একদিনে হাঁটতে পারি; এ তো সামান্য পথ।

রুদ্রনারায়ণ। তুমি থাকো কোথায়?

ভবঘুরে। হা-হা-হা, ভবঘুরে নাম শুনে বুঝতে পারলেন না মহারাজ? আমি কেবল ঘুরেই বেড়াই। তবে হঁ্যা, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তি এলে শ্মশানে কিম্বা গাছতলায়—যেখানে হোক শুয়ে পড়ি। যাক্, যে কথা বলতে এসেছি—বলি, কাটশাকড়া গ্রামে—

রুদ্রনারায়ণ। কি হয়েছে কাটশাকড়ায়?

ভবঘুরে। কোত্থেকে একটা বুনো মোষ এসে গ্রামবাসীদের একেবারে

নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। কত গরু ছাগলকে মেরে সেই মহিষাসুর এবার মানুষের দিকে নজর দিয়েছে। গ্রামবাসীরা অনেক চেষ্টা করেও বাগে আনতে পারেনি। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি—মহিষাসুর নিধনে।

রুদ্রনারায়ণ। আমি যাবো।

ভবঘুরে। জানি—মানুষের বিপদ শুনে আপনি স্থির থাকতে পারবেন না। তাহলে আমি আসি মহারাজ। আপনি আসুন। হ্যাঁ, একটা কথা বলছিলুম—

রুদ্রনারায়ণ। বল।

ভবঘুরে। যদি আট আনা পয়সা দিতেন—

রুদ্রনারায়ণ। কি করবে ?

ভবঘুরে। সেকথা আপনাকে বলতে পারবো না মহারাজ।

হরিপদ। তোমার গা থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, তুমি মাতাল না কি ?

ভবঘুরে। আজ্ঞে, মদ খাই বলে অনেকেই ওই কথা বলে। আমাকে দেখে আপনাদেরও কি তাই মনে হচ্ছে ?

রুদ্রনারায়ণ। না। কিন্তু তুমি এই সর্ব্বনেশে নেশা কর কেন ?

ভবঘুরে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বলে।

হরিপদ। তুমি--

ভবঘুরে। আপনার স্বজাতি। (পৈতা দেখাইল)

রুদ্রনারায়ণ। তুমি ঘুরে বেড়াও কেন ?

ভবঘুরে। বন্ধন ছিঁড়ে গেছে বলে।

হরিপদ। তোমার সংসার ছিল না ?

ভবঘুরে। সংসার ! ও, চার দেওয়ালের ঘর ? আর সেই ঘরে কয়েকটা প্রাণী তো ? হ্যাঁ, ছিল বৈকি ! খুব সুখের সংসারই ছিল।

হঠাৎ একদিন দুঃখের বন্যা এসে চার দেওয়ালের ঘরকে ভেঙ্গে চুরে আমাকে ভবঘুরে সাজিয়ে দিলে। আচ্ছা, আমি এবার আসি মহারাজ। কাটশাকড়ায় আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। পয়সা নিয়ে যাও।

ভবঘুরে। (বাহির হইতে) দরকার হবে না মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। অদ্ভুত লোক। দেখলে পাগল বলে মনে হয়।

হরিপদ। পাগল নয় রুদ্র, ভবঘুরে সহজ সরল মানুষ। ও মদ খায় নেশা করতে নয়—দুঃখকে ভুলতে। তুমি আর বিলম্ব করো না। প্রাসাদে এস। আমি তোমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দোব। বৎস, দুঃখ ব্যথা অভিমান ভুলে নবোদ্যমে এগিয়ে যাও কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্যপালনে। ভয় নেই—তোমার সঙ্গে আছে মানুষের শুভেচ্ছা আর গুরুর আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। গুরুর আশীর্ব্বাদে—মানুষের শুভেচ্ছায় অন্তরের মোহ দূর হয়ে রুদ্রনারায়ণ আবার জেগে উঠলো রুদ্র মূর্ত্তিতে শত্রুর বিনাশে। কবি,বন্ধু, আমি তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করেছি। তুমি ফিরে এস ভাই। আমার মোহ কেটেছে—ভুল ভেঙ্গেছে—লুপ্ত শক্তি আবার জেগে উঠেছে। আমি অস্ত্র ধরবো কবি। আমার বাঙ্গালী মা বোন ভায়ের রক্তে যারা হাত রাঙিয়েছে, সেই পাঠানদের হত্যা করে বাংলার বুকে বইয়ে দোব আমি রক্তের তটিনী।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কাটশাকড়ার অরণ্য

নেপথ্যে। তটিনী—তটিনী, মা আমার! ওগো, কে আছ? আমার তটিনীকে বাঁচাও—

বর্শাহস্তে কালু আসিল

কালু। ভয় নেই—ভয় নেই, কালু এসে পড়েছে। মোষের খেলা এবার খতম হবে। ওই যে—একটা মেয়ের পেছনে মোষটা ছুটছে। যাই,—এই সুযোগে পেছন হতে বর্শা মেরে ওকে শেষ করে ফেলি।

[দ্রুত প্রস্থান

ভবঘুরে ও বর্শাহস্তে ভবশঙ্করী আসিল

নেপথ্যে। তটিনী—তটিনী, মা আমার।

ভবঘুরে। শুনছেন—তটিনী মোষের কবলে পড়েছে

ভবশঙ্করী। তটিনী কে?

ভবঘুরে। কোন চাষীর মেয়ে বোধ হয়।

নেপথ্যে কালু। ওঃ প্রাণ যায়—জান যায়—

ভবশঙ্করী। ওকি! কে আর্ত্তনাদ করে উঠলো?

নিরস্ত্র আহত কালু আসিল

কালু। আমি।

ভবশঙ্করী: তুমি কে?

কালু। কালুব্যাধ।

ভবঘুরে। ওঃ! তুমি সেই খানাকুলের নামকরা বাঘ-শিকারী কালুব্যাধ ?

কালু। হঁ্যা।

ভবশঙ্করী। তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত কেন ?

কালু। মোষের শিঙএ কেটে গেছে।

ভবশঙ্করী। তুমি বুঝি মোষটাকে আক্রমণ করেছিলে ?

কালু। হঁ্যা, একটা মেয়েকে তাড়া করে মোষটা ছুটছিল। আমি পেছন হতে যেমন বর্শা মেরেছি, অমনি মোষটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওঃ, অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি—

ভবশঙ্করী। তটিনী কোথা গেল ?

কালু। মোষটা আমাকে তাড়া করতেই সে পালিয়ে গেছে। ওই যে বন-বাদাড ভেঙ্গে মোষটা এদিকে আসছে। তাইতো, আমার যে ছোটবার শক্তি নেই।

ভবশঙ্করী। ছুটতে হবে না। তুমি ওই গাছের তলায় বসো। আমি মহিষকে হত্যা করবো।

কালু। না-না, তুমি মেয়েছেলে, বুনো মোষকে মারতে পারবে না।

ভবঘুরে। নিশ্চয় পারবে।

কালু। পারলেও বর্শা দিয়ে নয়—বন্দুক চাই।

ভবশঙ্করী। বন্দুকের দরকার নাই। আমি এই বর্শার আঘাতেই ওকে হত্যা করবো।

[প্রস্থান

কালু। মেয়েমানুষ হয়ে বুনো মোষকে মারবে ?

ভবঘুরে। হঁ্যা, মা দুর্গা ওর সহায়। ওই দেখ অশ্বপৃষ্ঠ হতে একহাতে মহিষের শিঙ ধরে বর্শার আঘাত করছে। বাঃ—বাঃ! যেন মহিষাসুর

নিধনে মা দুর্গার আবির্ভাব। এস—আমরা ওই ফাঁকাটায় দাঁড়িয়ে মহিষের মৃত্যু—আর মহিষমর্দ্দিনীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখি।

[হাত ধরিয়া লইয়া গেল

বন্দুক লইয়া রুদ্রনারায়ণ আসিল

রুদ্রনারায়ণ। গ্রামবাসী বললে মহিষটা এই জঙ্গলে এসেছে ওাক! এক তরুণী অশ্বপৃষ্ঠ হতে মহিষের শিঙ ধরে বর্শাবিদ্ধ করছে। ওঃ, অদ্ভুত বীরত্ব—অসীম শক্তি তরুণীর বাহুদ্বয়ে। ওই বর্শার আঘাতে মহিষটা প্রাণহীন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ওই যে তরুণী এই দিকেই আসছে!

বর্শাহস্তে ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। ভবঘুরে, মহিষকে হত্যা করেছি। একি! আপনি কে? (মাথা নত করিল)

রুদ্রনারায়ণ। রুদ্রনারায়ণ।

ভবশঙ্করী। আপনিই কি ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজা?

রুদ্রনারায়ণ। হ্যাঁ।

ভবশঙ্করী। শুনেছিলুম—মহারাজ বৈরাগ্য নিয়েছেন?

রুদ্রনারায়ণ। ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারলুম না। তুমি কে?

ভবশঙ্করী। পেঁড়োর দুর্গাধ্যক্ষের কন্যা।

রুদ্রনারায়ণ। কি নাম তোমার?

ভবশঙ্করী। ভবশঙ্করী।

রুদ্রনারায়ণ। তোমার বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই তোমার

পরিচয় জিজ্ঞাসা করলুম। তোমার কটীতে তরবারি রয়েছে, মনে হয় যুদ্ধ বিদ্যাও জানো ?

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ, বাবার কাছে আমি সবই শিখেছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

রুদ্রনারায়ণ। এখানেই এসেছিলুম মহিষ-হত্যায়।

ভবশঙ্করী। আপনাকে সংবাদ দিলে কে ?

রুদ্রনারায়ণ। ভবঘুরে।

ভবশঙ্করী। সে আমাকেও এনেছিল।

রুদ্রনারায়ণ। আমার কাজ তুমি করেছ দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। মহিষমর্দ্দিনী দেবী—এই যে মহারাজ এসে পড়েছেন ?

রুদ্রনারায়ণ। হ্যাঁ, এঁকেও বুঝি সংবাদ দিয়েছিলে তুমি ?

ভবঘুরে। আজ্ঞে হ্যাঁ, সংবাদ ভবঘুরেই দিয়েছিল বটে, তবে যোগা-যোগটা দেব প্রজাপতির।

ভবশঙ্করী। (ভর্ৎসনার সুরে) ভবঘুরে।

ভবঘুরে। এই দেখুন,আপনি শুনেই রেগে গেলেন। আচ্ছা বলুন তো মহারাজ, আমরা নিজে কিছু করি, না তিনি করান বলেই করি ? ওই যে গানটা—"সকলি তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি !" আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, আমরা রথ, তিনি রথী। এ যদি সত্যি হয়, তাহলে ভবঘুরের কথা মিথ্যে হবে কেন ? আপনাদের দেখা-শোনা দেব প্রজাপতির—

ভবশঙ্করী। তুমি থাম।

ভবঘুরে। বেশ, বিশ্বাস না করেন, থামলুম।

ভবশঙ্করী। থামলে হবে না, আমার সঙ্গে চলতে হবে।

ভবঘুরে। আজ্ঞে—পুরস্কারটা দেওয়া হোক্।

ভবশঙ্করী। কে কাকে পুরস্কার দেবে ভবঘুরে? আর—কিসেরই বা পুরস্কার?

ভবঘুরে। মহিষ-হত্যার। দেবেন মহারাজ।

ভবশঙ্করী। আমি পুরস্কার চাই না।

ভবঘুরে। আপনি পুরস্কার না চাইলেও পুরস্কার যে আপনাকে চায় দেবী।

ভবশঙ্করী। পাগলামী করো না ভবঘুরে।

ভবঘুরে। আজ্ঞে, আপনিও আমাকে পাগল বলছেন দেবী? যাক্, বলুন। মহারাজ, দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি, পুরস্কার দিন।

ভবশঙ্করী। আমি কারও কাছে পুরস্কার নোব না। [প্রস্থান

ভবঘুরে। হা-হা-হা। দেবী আমার উপর রাগ করে চলে গেলেন। আমিও তবে আসি।

রুদ্রনারায়ণ। শোন ভবঘুরে!

ভবঘুরে। আদেশ করুন মহারাজ। দেবী, একটু দাঁড়ান, যাচ্ছি।

রুদ্রনারায়ণ। তরুণীর কি নাম বললে?

ভবঘুরে। ভবশঙ্করী। আপনার নামের সঙ্গে বেশ মিল আছে মহারাজ। মানাবেও যেন হরগৌরী।

রুদ্রনারায়ণ। না—না, আমি ওকথা বলিনি ভবঘুরে।

ভবঘুরে। মুখে না বললেও—মন বলছে মহারাজ। ওই দেখুন দেব প্রজাপতি—প্রজাপতি পাঠিয়েছেন। দেবীর গা ছুঁয়ে এদিকে উড়ে আসছে। জয় বাবা প্রজাপতি। মহারাজের চার দেওয়ালের ঘর বাঁধবার দ্বিতীয় স্বপ্নকে সত্য করো।

রুদ্রনারায়ণ। কি বলছো ভবঘুরে ?

ভবঘুরে। পাগল হলেও সত্যি বলছি মহারাজ। প্রজাপতি দেখলে আমার বড আনন্দ হয়। একদিন আমার গায়েও প্রজাপতি বসেছিল। তারপর বিয়ের সম্বন্ধ হলো—মিলনের শাঁক বাজলো—দু বছর পরে নতুন অতিথি এলো। হঠাৎ একদিন—(কান্নায় তাহার কণ্ঠরোধ হইল)

রুদ্রনারায়ণ। তুমি কাঁদছো ভবঘুরে ?

ভবঘুরে। দেবী সঙ্গে ছিল মহারাজ, অনেকক্ষণ মদ খাইনি। তাই অতীতের স্মৃতি জেগে উঠতেই বুকের আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। পাগল বলে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন মহারাজ। বুকের আগুন নিভাতে আর অশ্রুনদীর গতি রোধ করতে আপনার সামনে আমি মদ খাচ্ছি। (জামার পকেট হইতে বোতল বাহির করিয়া মদ খাইল) যাক—আগুন নিভে গেছে—নদীও শুকিয়ে গেছে। আমি আসি মহারাজ। প্রণাম।

[প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। ভবঘুরেকে যত দেখছি, ততই দেখবার ইচ্ছা প্রবল হচ্ছে। জানি না কে এই হতভাগ্য। একি। বসন্তের কোকিল ডাকছে—ফুলের গন্ধে মন আমোদিত হয়ে উঠছে—পিক-পাপিয়ার মধুর স্বরে হৃদয়ে জেগে উঠছে নূতন আশা। ধরায় বসন্ত এলো নাকি ? না—না, এটা তো হেমন্তকাল। বুঝেছি—ধরায় বসন্ত আসেনি, এসেছে আমার ভুবনে।

(গমনোদ্যত)

কালু আসিল

কালু। চলে যেও না মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। তুমি কে ?

কালু। কালুব্যাধ।

রুদ্রনারায়ণ। তুমি সেই খানাকুলের কালুব্যাধ?

কালু। হ্যাঁ। আমিই বাঘ শিকার করি। আজ মোষের শিঙে এ জখম হয়ে গাছের তলায় পড়েছিলুম এখন একটু চাঙ্গা হয়েছি। ওই বেটী আমাকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। তাই বলতে এসেছি মহারাজ, তোমরা থাকতে পাঠানের হাতে মেয়েরা ইজ্জৎ হারায় কেন? গরীব প্রজাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয় কেন?

রুদ্রনারায়ণ। পাঠান কাকে হরণ করেছে কালু?

কালু। কটা নাম বলবো মহারাজ। যাকে পাচ্ছে—তাকেই লুঠে নিয়ে যাচ্ছে।

রুদ্রনারায়ণ। দিনকতক আমি অসুস্থ ছিলুম, তাই পাঠানরা নারী-হরণের সুযোগ পেয়েছে।

কালু। তোমার অসুখ করলেও সৈনেরা তো ভাল ছিল মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। তারা স্বার্থের গোলাম কালু। দেশপ্রীতি দূরে থাক—যতটুকু বেতন নেয় ততটুকু কাজও তারা করে না। এই স্বার্থপর দুর্নীতি-পরায়ণ রাজকর্ম্মচারীদের জন্যই দেশের আজ এই দুরবস্থা। প্রবঞ্চনা শঠতা লুঠ ভণ্ডামী দিন দিন বেড়েই চলেছে। তস্করের হাতে মানুষ সর্ব্ব-হারা হচ্ছে—লম্পটের হাতে নারী হারাচ্ছে তার ধর্ম্ম—প্রকাশ্য দিবালোকে হচ্ছে ডাকাতি রাহাজানি। আর রাজকর্ম্মচারীদের পকেট ভারী হয়ে উঠছে ঘুষের টাকায়।

কালু। সেই সব বদমাসদের বাতিল কর মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। ক'জনকে বাতিল করবো কালু। বদমাসে যে দুনিয়া ভরে গেছে। যাক—আমার মোহ এবার কেটেছে, কর্ম্মচারীর দুর্নীতি আর পাঠানের অত্যাচার রোধ করতে আমি আবার অস্ত্র ধরেছি।

কালু। তোমার সঙ্গে ওই মায়ীও যদি তলোয়ার ধরে, তাহলে পাঠানরা ভয়ে কেঁচো হয়ে যাবে। আহা, দেখতে যেন ঠিক দুর্গা প্রতিমা।

রুদ্রনারায়ণ। কিন্তু, তা হবে না কালু।

কালু। হবে না? তাহলে—

রুদ্রনারায়ণ। তুমি আমাকে সাহায্য কর।

কালু। আমি কি সাহায্য করবো মহারাজ?

রুদ্রনারায়ণ। শত্রুদের গুপ্ত সংবাদ তুমি আমার কাছে পৌঁছে দেবে: পারবে না?

কালু। খুব পারবো।

রুদ্রনারায়ণ। তাহলে আজ হতে শিকার ছেড়ে দেশের কাজে যোগদান কর। আমি তোমাকে অর্থ দোব—অস্ত্র দোব, আর দোব পথপর্য্যটনের তেজস্বী অশ্ব। কালু, এতদিন ছিলে তুমি ব্যাঘ্রশিকারী ব্যাধ, আজ হতে হবে দেশরক্ষক সৈনিক।

[হাত ধরিয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

উত্তেজিতভাবে ওসমান বলিতে বলিতে আসিল ; পশ্চাতে নতমুখে দুর্গম খাঁ আসিল

ওসমান। সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতায় নারীকে লুণ্ঠন করতে পারনি, এও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল দুর্গম খাঁ ?

দুর্গম। বিশ্বাস করুন জনাব। সবাইকে হত্যা করে নারীকে যখন বন্দী করতে যাই, তখন দেখি, সৈনিক তাকে বাড়ীর পিছন পথ দিয়ে বার করে দিয়েছে। সৈনিককে হত্যা করে আমিও ছুটে যাই নারীর পশ্চাতে। প্রাণভয়ে নারী আশ্রয় নেয় এক মন্দিরে।

ওসমান। তারপর ?

দুর্গম। মন্দিরে প্রবেশ করেই দেখি, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পেঁড়োর দুর্গাধ্যক্ষ ও তার কন্যা। আমাকে দেখেই তারা গর্জ্জন করে ওঠে। আমি তাদের হত্যা করতে অস্ত্রাঘাত করি। আমার অস্ত্রাঘাত প্রতিহত করে দুর্গাধ্যক্ষের কন্যা।

ওসমান। দুর্ব্বলা নারী প্রতিহত করলো পাঠানের অস্ত্রাঘাত। আশ্চর্য্য। হ্যাঁ, তারপর ?

দুর্গম। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। অদ্ভুত তার অসিচালনা। অসীম শক্তি তার বাহুতে। তরুণীর অস্ত্রাঘাত সহ্য করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়ে আমি পালিয়ে এলুম।

ওসমান। সামান্য নারীর কাছে পরাজিত হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে এলে দুর্গম খাঁ! ছিঃ-ছিঃ, তুমি না পাঠান-বীর ?

দুর্গম। আপনি তার বীরত্ব দেখেননি জনাব।

ওসমান। তাকে না দেখলেও বাঙ্গালীর মেয়ে আমি অনেক দেখেছি। নবাব কতলু খাঁর আদেশে অমন অনেক বাঙ্গালীর মেয়েকে বন্দী করে এনেছি নবাবের রংমহলে।

দুর্গম। যাদের এনেছেন, এ তাদের মত নয়।

ওসমান। বেশ, তোমার কথাই সত্য বলে মানলুম। হ্যাঁ, তরুণীকে দেখতে কেমন?

দুর্গম। ফুলের মত সুন্দর।

ওসমান। কি নাম তার?

দুর্গম। তার বাবার মুখে একবার শুনেছিলুম, কিন্তু মনে নেই।

ওসমান। শিবশঙ্কর কোথায় ছিল?

দুর্গম। দূর হতে আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল—জানি না।

ওসমান। গুপ্তচরদের আমার আদেশ জানাও—তারা যেন ছদ্মবেশে পেঁড়োয় গিয়ে জেনে আসে সেই তরুণীর কি নাম।

শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। ভবশঙ্করী।

ওসমান। এস শিবশঙ্কর! আচ্ছা, বলতে পারো তরুণী যুদ্ধ শিক্ষা করলে কার কাছে?

শিবশঙ্কর। তার বাবার কাছে।

ওসমান। ও! আচ্ছা শিবশঙ্কর, তরুণীর নামের সঙ্গে তোমার নামের তো বেশ মিল রয়েছে দেখছি!

শিবশঙ্কর। সে আমার ভগিনী।

ওসমান। তাই নাকি! তাহলে তো আনন্দের কথা! কি বল দুর্গম খাঁ? তরুণী আমাদের বন্ধু শিবশঙ্করের ভগিনী। ভাল—ভাল! হ্যাঁ—শিবশঙ্কর, তুমি হঠাৎ বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যায় এলে কেন?

শিবশঙ্কর। প্রাণের ভয়ে।

দুর্গম। আপনি ধরা পড়ে গেছেন বুঝি?

শিবশঙ্কর। হ্যাঁ, আমিই আপনাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছি—একথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

দুর্গম। কে প্রকাশ করলে?

শিবশঙ্কর। জানি না; আপনাদের বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে আমি বারাঙ্গনালয়ে চলে আসি। সেখান হতেই শুনতে পাই বিষাণ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু-আর্ত্তনাদ। প্রতিহিংসা পূর্ণ হলো দেখে আনন্দে সুরাপানে মত্ত হই। বহুক্ষণ পরে বাইরে শুনতে পাই—বাবা ও ভবশঙ্করীর কণ্ঠস্বর। বিপদ বুঝে তাদের আসবার পূর্ব্বেই আমি সেখান হতে অদৃশ্য হই। অনাহারে অনিদ্রায় আজ চারদিন পথ চলে, পৌঁছেছি আপনার কাছে।

ওসমান। ভাল করেছ। এবার প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হও।

শিবশঙ্কর। কার উপর প্রতিশোধ নেবো?

ওসমান। কেন, তোমার ভগিনীর উপর।

শিবশঙ্কর। ভবশঙ্করীর উপর প্রতিশোধ নোব!

ওসমান। হ্যাঁ, সে তোমাকে হত্যা করে হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছিল, তুমিও প্রতিশোধ নাও তাকে বন্দী করে আমার হাতে তুলে দিয়ে।

শিবশঙ্কর। না।

ওসমান। বুঝে দেখ শিবশঙ্কর।

শিবশঙ্কর। বুঝে দেখেছি বলেই তো না বলছি।

দুর্গম। হঠাৎ সুর বদলে গেল কেন বন্ধু ?

শিবশঙ্কর। তোমাদের কথায় আমার মনের বেসুরো তারটা ছিঁড়ে গেল বলে।

ওসমান। তাহলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব—

শিবশঙ্কর। রাখতুম—আমার অন্তরের বেইমান রাক্ষসটার হঠাৎ যদি না মৃত্যু হতো।

দুর্গম। ভয়ে আপনি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন।

শিবশঙ্কর। বুদ্ধি হারাইনি—হারানো বুদ্ধিকে ফিরে পেয়েছি। তাই ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করছি সেনাপতির বন্ধুত্ব।

ওসমান। তাহলে এখন কি করবে শিবশঙ্কর ?

শিবশঙ্কর। বাংলায় ফিরে যাবো।

দুর্গম। ফিরে গেলে মরতে হবে।

শিবশঙ্কর। মরবো, তবু আর ভুল করবো না।

ওসমান। ভুলের চোরা বালিতে তোমার জীবন-তরী আজ আটকে গেছে শিবশঙ্কর। এই ওসমান নাবিকের হাত না ধরলে তরী অতলে তলিয়ে যাবে।

শিবশঙ্কর। কি করতে চান আপনি ?

(ওসমান দুর্গম খাঁকে ইঙ্গিত করিল। দুর্গম শৃঙ্খল দেখাইল)

শিবশঙ্কর। কী, আমাকে বন্দী করবেন ?

ওসমান। তুমি যে প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে চলে যাচ্ছ বন্ধু ! তাইতো শৃঙ্খলে বন্দী করতে চাইছি। দুর্গম খাঁ—(দুর্গম খাঁর অগ্রসর)

(দুর্গম খাঁ শিবশঙ্করের সম্মুখীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিবশঙ্কর দুর্গম খাঁর কোষ হইতে তরবারি কাড়িয়া লইল)

দুর্গম। একি !

শিবশঙ্কর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বাঙ্গালীর উপস্থিত বুদ্ধির কাছে তোমাদের বুদ্ধি কোনদিনই জয়ী হবে না পাঠান। এস—আমাকে বন্দী কর।

ওসমান। বন্দী নয়, হত্যা করবো। (নিজ কটী হইতে অসি লইল)

শিবশঙ্কর। হত্যা—হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাঙ্গালীকে হত্যা করতে গিয়ে উড়িষ্যার নবাব কতলু খাঁ বাঙ্গালীর অস্ত্রাঘাতে গড়মান্দারণের মাটিতে ঘুমিয়ে গেছে। দুর্গম খাঁও পালিয়ে না এলে পেঁড়োর মাটিতে তার মরা দেহ এতক্ষণ শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খেতো। বাঙ্গলা জয় করতে তোমরা পারনি, আর কোনদিন পারবেও না। (প্রস্থানোদ্যত)

ওসমান। রক্ষী—রক্ষী—

শিবশঙ্কর। বাঙ্গালীর হাতে অস্ত্র দেখে তোমার রক্ষীরা ভয়ে চোখ বুজে আল্লার নাম জপছে সেনাপতি। ওদের আশা ছেড়ে, যদি শক্তি থাকে, নিজে এগিয়ে এস। (গমনোদ্যত)

সশস্ত্র নজরুল আসিল

নজরুল। ভাইজান।

ওসমান। নজরুল, শত্রুকে হত্যা কর।

(নজরুলের আগমনে শিবশঙ্কর দাঁড়াইল)

নজরুল। শিবশঙ্কর তোমার বন্ধু ভাইজান, শত্রু বলছো কেন?

ওসমান। শত্রুতা করেছে বলে।

দুর্গম। আমার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

নজরুল। সাবাস বাঙ্গালী।

ওসমান। নজরুল!

নজরুল। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও কৌশলকে সাবাস দিচ্ছি ভাইজান।

শিবশঙ্কর। তুমি আমাকে আঘাত না করে—

নজরুল। রক্ষার অস্ত্র ধরেছি। ভাইজান তার বন্ধুত্বের প্রতিদানে আঘাত দিতে চাইলেও, আমি দিচ্ছি অভয়।

ওসমান। শত্রুকে সামনে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছ নজরুল ?

নজরুল। হ্যাঁ ভাইজান। শিবশঙ্কর এতদিন আমাদের বন্ধু ছিল, আজ যদি শত্রুই হয়ে থাকে, তাহলে তার বোঝাপড়া উড়িষ্যার পাঠান-কক্ষে হবে না—হবে বাংলার মাটিতে। যাও বন্ধু।

শিবশঙ্কর। হে পাঠান-বন্ধু, তোমার মহত্ত্বকে শিবশঙ্কর শ্রদ্ধার অভিবাদন জানাচ্ছে। উড়িষ্যার সহস্র পাঠান-দস্যুদের মধ্যে তুমিই হলে সত্যিকারের মানুষ। শিবশঙ্কর যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন গাইবে তোমার মহত্ত্বের জয়গান। (গমনোদ্যত ও ফিরিয়া) হ্যাঁ, দুর্গম খাঁ, তোমার ভোঁতা তরবারিখানা আত্মরক্ষার জন্য আমি নিয়ে যাচ্ছি—বাংলা প্রবেশের পূর্ব্বে উড়িষ্যার সীমান্তরক্ষীর কাছে জমা দিয়ে যাবো, তুমি চেয়ে নিও। (নজরুলকে) বিদায় বন্ধু—

[দ্রুত প্রস্থান

ওসমান। শত্রুকে ছেড়ে দিলে নজরুল ?

নজরুল। দিলুম, শত্রু নয় বলে।

ওসমান। কি বলছো নজরুল ?

নজরুল। আমি অন্তরাল হতে যা শুনেছি ভাইজান, তাই বলছি। তোমার বন্ধু শিবশঙ্কর প্রাণভয়ে এসেছিল তোমার কাছে আশ্রয় নিতে। আশ্রয়ের বিনিময়ে তুমি চেয়েছিলে তার ভগিনীকে। তোমার চাওয়া—কশাঘাতের মত বুকে বেজেছিল। জেগে উঠেছিল তার বিবেক। তাই দাঁড়িয়েছিল সে শত্রুর মত মাথা তুলে। বন্ধুকে শত্রু করেছ তুমি ভাইজান। তাই আমি তোমার আদেশ উপেক্ষা করে পালন করেছি মানুষের নীতি।

ওসমান। মানুষের নীতি ?

নজরুল। বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা।

ওসমান। কবে থেকে এমন সুনীতির পূজারী হলে নজরুল ?

নজরুল। যেদিন কতলু খাঁ কবরে যায়, সেদিন থেকে।

দুর্গম। তাহলে আপনি বাঙ্গালীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না ?

নজরুল। না।

ওসমান। আমি তোমাকে বন্দী করবো।

নজরুল। করলেও তুমি নবাব হতে পারবে না ভাইজান।

ওসমান। নজরুল !

নজরুল। পারবে না বাংলার একখণ্ড ভূমিও জয় করতে।

ওসমান। নিশ্চয় পারবো।

নজরুল। গায়ের জোরে কতলু খাঁও বাংলার মাটি দখল করতে গিয়েছিল ভাইজান। কিন্তু মুঘল শক্তির সাহায্যে বাঙ্গালী তাকে হত্যা করে তোমাদের কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল।

দুর্গম। আঘাত দিয়ে জনাবকে উত্তেজিত করবেন না হুজুর।

নজরুল। থাম খয়ের খাঁ।

ওসমান। নজরুল, এখনও সাবধান করছি। কার্য্যে অন্তরায় হলে তোমার পরিণাম—

নজরুল। কতলু খাঁর ভ্রাতা ফজলু খাঁর মত কারাগার—এই তো ? তা তোমার মত অত্যাচারীর ভাই হয়ে যখন জন্মেছি, তখন হয় কারাগারে মাথা ঠুকে, না হয় তোমার ছুরির ঘায়ে, যাতে হোক আমার মৃত্যু হবে এ আমি জানি।

ওসমান। মর তবে বেয়াদপ্ ! (অস্ত্রাঘাত উদ্যত)

নজরুল। (অস্ত্রদ্বারা আঘাত প্রতিহত করিয়া) আমার হাতে অস্ত্র

থাকতে অত সহজে কাঁটা সরাতে পারবে না ভাইজান। (যুদ্ধ ; নজরুলের পরাজয়) তোমার নসীব ভাল ভাইজান, তাই আমার তরবারিখানা ভেঙ্গে গেল। এস, বন্দী কর দুর্গম খাঁ।

(দুর্গম খাঁ বন্দী করিল)

ওসমান। যাও, নবাব-ভ্রাতা ফজলু খাঁ যেখানে বন্দী আছে, নজরুলকেও সেইখানে বন্দী কর।

দুর্গম। হুজুর, জনাবের কাছে মাপ চেয়ে নিন—মুক্তি পাবেন।

নজরুল। না, অন্যায় করিনি—মাফ চাইবো না। সত্যকে চিনেছি, মিথ্যার জয় দোব না। সুখের পথ ছেড়েছি—দুঃখের ভয়ে টলবো না।

(প্রস্থানোদ্যত)

ওসমান। আমার অত্যাচারের কশাঘাতে তোমার দর্প থাকবে না নজরুল।

নজরুল। বাঙ্গালী আর মুঘলশক্তির পদাঘাতে তোমারও দর্পের মেরুদণ্ড চূর্ণ হবে ভাইজান। তোমারও পরিণাম হবে দাঊদ আর কতলু খাঁর মত। (প্রস্থানোদ্যত)

ওসমান। (ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বক্ষে পদাঘাত) নজরুল!

নজরুল। ক্রোধের পদাঘাতে নজরুলের কণ্ঠকে রোধ করতে পারবে ভাইজান, কিন্তু রুখতে পারবে না পতনের বজ্রকে।

[দুর্গম খাঁর সহিত প্রস্থান

ওসমান। বুকে পাষাণ চাপিয়ে রাখগে দুর্গম খাঁ। না—না, অত কঠোর শাস্তি নয়। দুর্গম খাঁ! চলে গেছে। যাক্, আমি নিজে কারাগারে যাবো। আবার বোঝাবো। যেমন করে হোক ওকে বশে আনবো। সৈন্য রক্ষী কর্ম্মচারী সবাই নজরুলকে ভালবাসে। ওকে শাস্তি দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে হত্যা করবে। নজরুলকে শাস্তি দোব না।

কারাগারে ফজলু খাঁকে হত্যা করে নজরুলকে মুক্তি দিয়ে দুই ভায়ে এক হয়ে পাঠানশক্তি-বলে মুঘলশক্তিকে পরাজিত করবো। পাঠান-শত্রু রুদ্রনারায়ণ ও অন্যান্য রাজাদের হত্যা করে অধিকার করবো সোনার বাংলা। সোলেমান কররাণীর মত অত্যাচারে পদানত করবো বাঙ্গালীকে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়বো। কূটমন্ত্রে ভেঙ্গে দোব বাঙ্গালীর ঐক্যশক্তি, চারণ কবির কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত নীরব করে কশাঘাতের শক্তিতে তার বীণার তারে তুলবো পাঠানের ঐক্যতান।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আখড়া

চৈতন্যদাস বলিতেছিল

চৈতন্য। গানের একতারায় সুর বাঁধরে ভক্ত।

নেপথ্যে নগণ্য। আজ্ঞে বাঁধছি প্রভু।

চৈতন্য। জয় নিতাই গৌর। তোমার নাম নিয়ে দিন বেশ চলে যাচ্ছে। কোন অভাব নেই। সকাল হতে না হতেই গৌরভক্তের দল চাল ডাল পয়সা তরিতরকারী ফল মূল এমন কি ভরিভরি গাঁজা পর্য্যন্ত গৌর-সেবায় দান করে যাচ্ছে। আহা, গৌরনামের কি মহিমা! শ্রীচৈতন্যের প্রেমে বিভোর হয়ে—মাতোয়ারা হয়ে নারী পুরুষ হোঁচট খেয়ে ছুটে আসছে চৈতন্য দাসের কাছে চৈতন্য লাভের শিক্ষা নিতে। ভক্তি মাখানো বুলিতে অনেককেই ভক্ত করে নিলুম, পারলুম না কেবল মহারাজ রুদ্রনারায়ণকে। সেনাপতির আশা আর আমার চেষ্টা সব বিফল করে দিলে রাজগুরু এসে পড়ে। বেটা উচ্ছন্ন যাক্। কইরে ভক্ত, সুর বাঁধা হলো।

একতারা হাতে নগণ্য আসিল

নগণ্য। সুর বাঁধতে পারলুম না প্রভু। এত কানে পাক দিচ্ছি, তবুও সুর উঠছে না।

চৈতন্য। তোমার এখনও সুরজ্ঞান হয়নি ভক্ত, তাই সুরকে বশে

আনতে পারছো না। একতারা আমাকে দাও। (নগণ্য একতারা দিল, চৈতন্য সুর বাঁধিতে লাগিল)

নগণ্য। কতদিনে সুর মনে বসবে প্রভু ?

চৈতন্য। যতদিন না মনকে এক করতে পারছো ততদিন একতারার সুর তোমার কাছে ঘেঁসবে না। (সুর বাঁধিয়া) আচ্ছা, দেখ দেখি সুর উঠেছে কি না ?

নগণ্য। হ্যাঁ প্রভু।

চৈতন্য। এইবার একতারার সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বল—আ।

নগণ্য। আ—আ আর কতদিন করতে হবে প্রভু ? আজ ছ মাস আ—আ করে আমার যে ঘেন্না ধরে গেল।

চৈতন্য। বিরক্ত হয়ো না ভক্ত। একমনে সুরের সাধনা কর। বল —আ। (সুর মিলাইল)

নগণ্য। (সুর ধরিয়া) আ—

চৈতন্য। মিলছে না ভক্ত। একটু জোর। গলাটা ঝেড়ে নাও। (নগণ্য গলা ঝারিল) হ্যাঁ, আর একটু, হয়েছে। এই ভাবে ছ মাস আ—আ করে আ এতে সাধতে হবে গমক।

নগণ্য। গমক ! সে আবার কেমন প্রভু ? দমকে দমকে তুলতে হবে নাকি ?

চৈতন্য। পরে সব বুঝতে পারবে ভক্ত।

নগণ্য। গমক না সাধলে গান হবে না প্রভু ?

চৈতন্য। না ভক্ত। বিদ্যাশিক্ষা করতে গেলে যেমন প্রথমে অক্ষর পরিচয়ে অ আ শিখতে হয় ও লিখিতে হয়, তেমনি গান শিখতে গেলে শিখতে হয় স্বরগ্রাম।

নগণ্য। স্বরগ্রাম !

চৈতন্য। শুধু তাই নয় ভক্ত, কড়ি কোমল গান্ধার পঞ্চম মধ্যম নিখাদ ইত্যাদি। এ সবের পর শিখতে হবে তাল।

নগণ্য। তাল! গান শেখা আমার হলো না প্রভু।

চৈতন্য। হতাশ হয়ো না ভক্ত, মনস্থির করে আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাও।

গান

"বঁধূ কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি॥"

ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। জয় কালী করালবদনা শ্যামা।

চৈতন্য। গৌরনামের সঙ্গে কালীনাম। নিতাই—নিতাই। ভক্তরে, পাষণ্ডকে যেতে বল।

নগণ্য। আখড়ায় কালী-পাগলা ঢুকে পড়েছে প্রভু।

ভবঘুরে। ঢুকেছি কালী নামের তরঙ্গে তোমাদের হাবুডুবু খাওয়াবো বলে।

চৈতন্য। ভবঘুরে, এটা বৈষ্ণবের আখড়া।

ভবঘুরে। আমার কালী মাও পরমা বৈষ্ণবী বাবাজী। তা ছাড়া কালী কৃষ্ণ এক। কখনও অসি ধরে দানব নিধন করে, আবার কখনো বাঁশীর সুরে ভক্তের মন ভুলায়।

নগণ্য। ঠিক প্রভু, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে গোপিনীরা মজেছিল।

চৈতন্য। ওসব প্রেমের কথা তুই বুঝবি না ভক্ত।

ভবঘুরে। কি করে বুঝবে? ওর যে নেড়া মাথায় চৈতন নেই।

চৈতন্য! নিতাই—নিতাই। এটা হলো শ্রীচৈতন।

ভবঘুরে। কালী—কালী—

চৈতন্য। আবার কালী নাম?

ভবঘুরে। কালী নামে মনের কালী দূরে হয়ে যাবে বাবাজী।

নগণ্য। আমি কালী নাম বলবো প্রভু।

চৈতন্য। তাহলে নাড়া খুলতে হবে ভক্ত।

ভবঘুরে। নাড়া কি বাবাজী? (নগণ্য তাহার দক্ষিণ হাতের কব্জিতে বাধা লাল সুতা দেখাইল) ও, নাড়া বেঁধেছ, কিন্তু যেন নেড়া হয়ো না।

নগণ্য। কেন?

ভবঘুরে। তাহলে ফাটকে ঢুকতে হবে।

নগণ্য। ফাটক।

ভবঘুরে। হ্যাঁ, রাজগুরুর হুকুম—নেড়া মাথা দেখ আর ফাটকে ঢোকাও।

চৈতন্য। একি সত্যি ভবঘুরে?

ভবঘুরে। সত্যি মিথ্যা সেনাপতি চন্দন এলেই বুঝতে পারবে।

নগণ্য। প্রভু হে—

চৈতন্য। গৌর নাম কর্‌রে ভক্ত।

ভবঘুরে। গৌরের বাবা এলেও রক্ষা নাই বাবাজী। সেনাপতি এসে পড়লো বলে।

চৈতন্য। তুমি আমাদের বাঁচাও ভবঘুরে।

ভবঘুরে। বাঁচাবো যদি সত্যি কথা বল।

নগণ্য। প্রভু না বলেন আমি বলবো। বল ভবঘুরে, কি বল্‌তে হবে।

ভবঘুরে। এ গ্রামে তোমরা হঠাৎ এলে কেন?

চৈতন্য। গৌরসুন্দর টেনে আনলো ভবঘুরে।

নগণ্য। না—না, সেনাপতি—

চৈতন্য। ভক্তরে, মুখ খুলিস না, বিপদ হবে।

নগণ্য। যা হয় পরে হবে। এখন তো ফাটক থেকে বাঁচি।

ভবঘুরে। তুমি বাঁচবে। কিন্তু এই চিতাবাঘকে আমি ফাটকে ঢোকাবোই ঢোকাবো। দশটা মিথ্যে বলে রং ফলিয়ে—

চৈতন্য। আমি বলছি ভবঘুরে। মহারাজকে বৈরাগী সাজাতে সেনাপতি চতুর্ভুজ আমাদের এনেছিল।

ভবঘুরে। একথা মহারাজ ও গুরুদেবকে বলতে হবে বাবাজী।

চৈতন্য। কবে বলতে হবে ভবঘুরে?

ভবঘুরে। এখুনি আমার সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে।

চৈতন্য। আমার যে বুক ধড়ফড় করছে ভক্ত।

নগণ্য। আমার ব্রহ্মতালু দপ্ দপ্ করছে প্রভু।

ভবঘুরে। সেনাপতি চন্দন বেঁধে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ব্রহ্মতালুতে কোনাচ আঁটা গজাল পুঁতবে ভণ্ড শয়তান।

চৈতন্য। কী, আমরা শয়তান?

নগণ্য। আমরা গৌরসুন্দরের সেবক!

চৈতন্য। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী সাধক।

ভবঘুরে। সাধকের ভান করে ক গণ্ডা কামিনীকে কুল ছাড়া করে অকূলে ভাসিয়েছ সাধক মশাই?

চৈতন্য। গৌর—গৌর—

নগণ্য। নিতাই—নিতাই—

ভবঘুরে। দাঁড়াও ভেকধারী, কুঁদের মুখে ফেলে তোমাদের সোজা করছি। [প্রস্থান

নগণ্য। প্রভু হে, ব্রহ্মতালুতে গজাল পুঁতবে যে?

চৈতন্য। তার আগে আমরা বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যাবো।

নগণ্য। কোথায় প্রভু?

চৈতন্য। উড়িষ্যায়। তল্পি বাঁধ ভক্ত। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে —সব চাপা পড়লে ফিরে এসে নোব এই অপমানের চরম প্রতিশোধ।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অঙ্গন

ভবশঙ্করী ও মালা আসিল

ভবশঙ্করী। প্রতিশোধ নেওয়া হলো না মালা। শয়তানের রক্তে তোর বাপ-মায়ের তর্পণ করা হলো না। আমি পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সে পালিয়ে গেল।

মালা। শিবুদাকে তুমি ক্ষমা কর দিদি।

ভবশঙ্করী। মালা, যার জন্য তুই বাপ-মাকে হারালি—নিরাশ্রয় হলি, তাকে ক্ষমা করতে বলছিস?

মালা। তাকে হত্যা করলে তো আমার মা বাবা ফিরে আসবে না দিদি। পোড়া ঘর নতুন হবে না—আমার ভাগ্যের লেখাও মুছে যাবে না। আমি যে দুঃখ নিয়ে জন্মেছি দিদি। তাইতো, দুঃখের আগুনে আমার সুখশান্তি আশ্রয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। (কাঁদিতে লাগিল)

ভবশঙ্করী। কাঁদিসনি মালা, চোখের জল মুছে তরবারি ধর।

মালা। অসি শিক্ষা করে কি হবে দিদি ?

ভবশঙ্করী। নারীত্ব রক্ষা করবি। আমি শিখেছিলুম বলেই সেদিন তোকে রক্ষা করতে পেরেছিলুম। অসি শিক্ষা করে তুইও আমার মত দেশের মা-বোনদের রক্ষা করতে পারবি। নে, তরবারি ধর।

মালা। দাঁড়াও দিদি, প্রণাম করি।

ভবশঙ্করী। কেন ?

মালা। শিক্ষা গ্রহণের আগে গুরুকে প্রণাম করতে হয়। (প্রণাম) এবার আমাকে শিক্ষা দাও দিদি।

(ভবশঙ্করী অস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিল)

দীননাথ আসিল

দীননাথ। শঙ্করী—শঙ্করী।

(দীননাথের আগমনে অসি চালনা বন্ধ হইল)

ভবশঙ্করী। বাবা !

দীননাথ। মালাকে যুদ্ধ শেখাচ্ছিস মা ?

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ বাবা। দাদার সন্ধান পেয়েছ ?

দীননাথ। না মা। কোথায় যে গেল, এত খুঁজছি—এত লোককে জিজ্ঞাসা করছি—কেউ তার খবর দিতে পারছে না। হয়তো সে তোর ভয়ে আত্মহত্যা করেছে।

মালা। আপনি ভাল করে তার সন্ধান করুন জেঠামশাই। দেখা পেলে বাড়ীতে নিয়ে আসবেন। দিদির কাছে আমি তার প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি।

দীননাথ। তুমি তাকে ক্ষমা করেছ মা ?

মালা। হ্যাঁ জেঠামশাই।

দীননাথ। তোমার কাছে যখন শিবশঙ্কর ক্ষমা পেয়েছে, তখন শঙ্করীর কাছেও ক্ষমা পাবে। যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আবার আমি তাকে কাছে পাবো।

(নেপথ্যে হরিপদ ডাকিল—চৌধুরী মশাই।)

ভবশঙ্করী। বাবা, কে তোমাকে ডাকছে। আমরা যাচ্ছি। আয় মালা।

[মালা সহ প্রস্থান

দীননাথ। আসুন।

হরিপদ আসিল

হরিপদ। একটা প্রস্তাব নিযে আমি আপনার কাছে এসেছি চৌধুরী মশাই।

দীননাথ। আমার পরম সৌভাগ্য। বলুন কি আপনার প্রস্তাব?

হরিপদ। আপনাব একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে না?

দীননাথ। হ্যাঁ, উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায় আজও আমি তার বিবাহ দিতে পারিনি।

হরিপদ। আমি একটি পাত্রের সন্ধান এনেছি।

দীননাথ। পাত্রের নাম ঠিকানা?

হরিপদ। ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজা রুদ্রনারায়ণ।

দীননাথ। শুনেছি মহারাজ বিবাহিত?

হরিপদ। হ্যাঁ—অপুত্রক বলে বংশ রক্ষার জন্য আমি তার দ্বিতীয় বিবাহ দিতে চাই।

দীননাথ। আপনি মহারাজের কে?

হরিপদ। গুরু। নাম হরিপদ ভট্টাচার্য্য।

দীননাথ। আপনি সেই শব-সাধনায় সিদ্ধ সাধক হরিপদ ভট্টাচার্য্য! আমি ভাগ্যবান। আপনার পদধূলিতে আমার গৃহ আজ পবিত্র হলো।

হরিপদ। আমার প্রস্তাবে সম্মত আছেন চৌধুরী মশাই?

দীননাথ। মা শঙ্করী!

ভবশঙ্করী। (নেপথ্যে) যাই বাবা।

ভবশঙ্করী আসিল

দীননাথ। এই আমার কন্যা।

হরিপদ। তোমার নাম কি মা?

ভবশঙ্করী। (নতমুখে) ভবশঙ্করী—

হরিপদ। (স্বগত) ভবঘুরের কথা ঠিক। নামেতেও বেশ মিল আছে। (প্রকাশ্যে) চমৎকার নাম, দেখতেও সুন্দর।

দীননাথ। মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আমি ওকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি।

হরিপদ। ভবঘুরের কাছে সব শুনেছি। তাহলে চৌধুরী মশাই—

দীননাথ। মা শঙ্করী!—

ভবশঙ্করী। আমার প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়ে দাও বাবা।

হরিপদ। তুমিই বল না—কি তোমার পণ?

ভবশঙ্করী। অসিযুদ্ধে আমাকে যে পরাস্ত করতে পারবে, সেই বীর্য্যবান পুরুষসিংহকে আমি পতিত্বে বরণ করবো।

হরিপদ। বড় কঠিন পণ মা। ভবঘুরের কাছে শুনেছি—তুমি দেবী-দত্ত অসি লাভ করেছ। তোমাকে পরাস্ত করা—

দীননাথ। ভাববেন না রাজগুরু। মা শঙ্করী, তুই সামান্য দুর্গাধ্যক্ষের

কন্যা। অসিযুদ্ধে মহারাজের বীরত্ব পরীক্ষা না করে তুই অন্য ভাবে পরীক্ষা নে মা। মহারাজের সম্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তুই তাই কর।

ভবশঙ্করী। বেশ, তাই হবে বাবা। রাজবলহাটে রাজবল্লভী মায়ের সামনে পশু বলিদান হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণে পাশাপাশি দুটো যূপ-কাষ্ঠের তলায় একটা মেষ তার উপর দুটো মহিষ থাকবে। আমার সঙ্গে মহারাজও যদি খড়্গের একটি আঘাতে তিনটি পশুকে বলিদান করতে পারেন, তাহলে আমি তাঁকে পতিত্বে বরণ করবো।

হরিপদ। আমার রুদ্রনারায়ণ এ পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হবে মা। তাহলে চৌধুরী মশাই, আমি ভুরিশ্রেষ্ঠপুরে গমন করে পশু বলিদানের আয়োজন করি। আগামী শুক্রবার মধ্যাহ্নে আপনারা রাজবলহাটে উপস্থিত হবেন।

ভবশঙ্করী। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন গুরুদেব।

হরিপদ। এ তোমার ধৃষ্টতা নয় মা। তুমি শক্তির সাধিকা। শক্তির পরীক্ষায় যাচাই করে মালা দেবে তোমার স্বামীর গলায়—যেমন দিয়েছিল এই ভারতের নারী সীতা ও দ্রৌপদী। তোমার সাধনা ও আদর্শ বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে মা। অমরত্ব লাভ করবে তোমার ভবশঙ্করী নাম।

ভবশঙ্করী। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন গুরুদেব। (প্রণাম)

হরিপদ। মা ভবতারিণীর চরণে প্রার্থনা জানাই—যেন আমার আশা পূর্ণ হয়। তোমা হতে রক্ষা হয় যেন ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজবংশ।

[প্রস্থান

দীননাথ। মা জয়দুর্গা! আমার শঙ্করীর বর মিলিয়ে দিয়েছিস মা। তাকে শক্তি দিস জননী, যেন সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। নিশ্চয়ই হবে।

ভবশঙ্করী। ভবঘুরে, তুমিও বুঝি রাজগুরু সঙ্গে এসেছিলে?

ভবঘুরে। হ্যাঁ, আমিই যে তাঁর পথপ্রদর্শক। মানে—সাধনার পথ নয়, এই দেবীগৃহের পথ।

দীননাথ। তুমিই তাহলে—

ভবঘুরে। পাত্রীর খবর দিয়েছি।

ভবশঙ্করী। তুমি আর এখানে আসবে না?

ভবঘুরে। না। আর এখানে আসবার দরকার হবে না। সেখানেই দেবীদর্শন হবে।

ভবশঙ্করী। সেখানেই?

ভবঘুরে। কৈলাসে। মানে ভুরিশ্রেষ্ঠপুরের রাজপ্রাসাদে।

ভবশঙ্করী। বলি, সেদিন থেকে তুমি আমার পেছু লেগেছ কেন বল দেখি?

ভবঘুরে। হরগৌরীর মিলন করাতে।

ভবশঙ্করী। যাও, পাগলামী করো না।

দীননাথ। ভবঘুরের কথায় রাগ করিস না মা শঙ্করী।

ভবঘুরে। বলুন তো চৌধুরী মশাই, আমি যা বলি তা প্রায়ই সত্যি হয় কি না? এই যেমন দেবীর পক্ষে হয়েছে।

ভবশঙ্করী। কি হয়েছে?

ভবঘুরে। সেই প্রজাপতির কথা। যাক্—মায়ের কৃপায় পরীক্ষাটা শেষ হলে জয়ধ্বনি দিয়ে দেবীকে সিংহাসনে বসিয়ে এই পাগল ভবঘুরে মানুষ হয়ে যাবে। থেমে যাবে মাটির কান্না।

ভবশঙ্করী। আবার পাগলামী আরম্ভ করলে ?

ভবঘুরে। পাগলামী নয় দেবী। মাটির বুকে কান পেতে শুনুন—শুনতে পাবেন মাটির কান্না। শুনতে পাবেন দানবের অট্টহাসি—লাঞ্ছিতা বঙ্গললনার বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস। পাঠান আসছে—গৃহ জ্বালিয়ে দিচ্ছে—গৃহীর বংশ ধ্বংস করে লুঠে নিয়ে যাচ্ছে নারীদের।

শশব্যস্তে মালার প্রবেশ

মালা। দিদি! দিদি!

ভবশঙ্করী। কি হয়েছে মালা ?

মালা। একজন লোক জানালা দিয়ে উঁকি মারছিল।

ভবশঙ্করী। তাকে দেখতে কেমন ?

মালা। শুধু মুখটা তার দেখেছি। একমুখ দাড়ি।

ভবশঙ্করী। এখনও সে জানালার ধারে আছে ?

মালা। না। আমি জানালার ধারে যেতেই সে সরে গেল। তুমি এস দিদি।

[প্রস্থান

ভবশঙ্করী। নিশ্চয়ই পাঠানের গুপ্তচর। মালার সন্ধানে এসেছিল। যাক, বাবা, তুমি মালার কাছে থাকো, আমি যাচ্ছি তাকে পথের মাঝেই শেষ করতে।

[প্রস্থান

ভবঘুরে। দেবীর সঙ্গে আমিও যাচ্ছি চৌধুরী মশাই।

দীননাথ। তুমি যুদ্ধ জান না ভবঘুরে। শঙ্করীকে তো সাহায্য করতে পারবে না ?

ভবঘুরে। দেবী একাই একশো। কারও সাহায্যের দরকার হবে

না। তাকে আর কেউ না চিনলেও এই মাতাল ভবঘুরে চিনেছে। তিনি মানবীর রূপে দেবী।

[প্রস্থান

দীননাথ। মা জয়দুর্গা, শঙ্করীকে রক্ষা করিস মা। রুদ্রনারায়ণকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে পূর্ণ করিস আমার অন্তরের কামনা।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

চতুর্ভুজ বলিতেছিল

চতুর্ভুজ। কামনার বাঁশী অবিরাম বেজে চলেছে আমার মনের মাঝে। আশা সুন্দরী ঐশ্বর্য্যের ডালা হাতে আমার চোখের সামনে নৃত্য করছে। তার রূপের ছটায় লোভ প্রবল হয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ। স্বার্থ ভুলিয়েছে কর্ত্তব্যকে। মিথ্যার অট্টহাসিতে সত্য সরে গেছে দূরে—বহু দূরে। বুদ্ধির জোরে বাসনার তরীকে কূলের কাছে এনেও আবার সে অতলে তলিয়ে গেল। তাইতো, কি করি? হতাশার অন্ধকারে আমি যে কোন পথই খুঁজে পাচ্ছি না।

মুরলী আসিল

মুরলী। বাবা—বাবা।

চতুর্ভুজ। মুরলী, এমন সময় এখানে এলি কেন?

মুরলী। তোমাকে একটা গান শোনাতে বাবা।

চতুর্ভুজ। গান!

মুরলী। নতুন শিখেছি, গাইবো—শুনবে বাবা?

চতুর্ভুজ। গান—গাইবি? আচ্ছা, গা, শুনি।

মুরলী। **গান**

ওগো জন্মভূমি, চরণ চুমি, নয়ন মেলে চাও!
অবোধ ছেলের প্রাণের পূজা চরণতলে নাও॥
সকল দেশের সেরা তুমি শস্য-শ্যামলা,
চারণ কবি তোমার গানে হলো বিভোলা;
গাইবো আমি তোমার জয়,
করবো না মরণ-ভয়,
স্নেহ আশীষ শক্তি অভয় আমার শিরে দাও॥

চতুর্ভুজ। এ গান কার কাছে শিখেছিস মুরলী?

মুরলী। চারণ কবির কাছে।

চতুর্ভুজ। ঝঙ্কারের কাছে গান শিখতে তোকে কে বলেছে?

মুরলী। মা।

চতুর্ভুজ। এ গান গাইবি না।

মুরলী। কেন বাবা?

চতুর্ভুজ। যা বললুম তাই করবি।

মুরলী। কিন্তু মহারাজ যে শুনতে চান বাবা।

চতুর্ভুজ। এ গান তাকে শুনিয়েছিস?

মুরলী। হ্যাঁ, তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

চতুর্ভুজ। মহারাজের কাছে এ গান গাইবি না।

মুরলী। মহারাজ যে যেতে বলেছেন।

চতুর্ভুজ। আমি বলছি—যাবি না।

মুরলী। না গেলে মহারাজ যে রাগ করবেন বাবা?

চতুর্ভুজ। গেলে আমি রাগ করবো।

মুরলী। তুমিই তো সেদিন মহারাজকে গান শোনাতে বলেছিলে?

চতুর্ভুজ। আজ বারণ করছি। গান শোনাতে যাবি না।

মহিমা আসিল

মহিমা। আমি বলছি যাবি মুরলী।

চতুর্ভুজ। আমি যেতে দোব না।

মহিমা। আমি তোকে নিয়ে যাবো মুরলী।

মুরলী। আচ্ছা মা।

[প্রস্থান

চতুর্ভুজ। খবরদার মুরলী—আমার আদেশ না মানলে চাবুক মেরে পঙ্গু করে দোব।

মহিমা। তোমার উদ্দেশ্য কি?

চতুর্ভুজ। বুঝতে চেষ্টা করো না। যেমন মানুষ তেমন থাকো। যদি সুখে থাকতে চাও, তাহলে আমি যা বলবো তাই শুনবে। আমি যা করবো তাতে বাধা দেবে না।

মহিমা। আমি নির্জ্জীব কাঠের পুতুল নয়, রক্তমাংসের তৈরী মানুষ। খেলনার পুতুলের মত আমি শুধু ঘরের শোভা হয়ে থাকতে পারবো না।

চতুর্ভুজ। তাহলে চাবুকের আঘাতে পঙ্গু করে ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে দোব।

মহিমা। স্ত্রী-পুত্রকে পঙ্গু করলে কাকে নিয়ে সংসার করবে?

চতুর্ভুজ। জানতে চেও না।

মহিমা। না বললেও জানি।

চতুর্ভুজ। মহিমা!

মহিমা। আজ নয়, দুবছর আগে রাজভ্রাতা জয়নারায়ণের নৌকা ডুবির দিন।

চতুর্ভুজ। কি জেনেছ?

মহিমা। বলবো না।

চতুর্ভুজ। (কক্ষমধ্যে চাবুক ছিল, তাহা লইয়া) বল মহিমা, কি জেনেছ তুমি?

মহিমা। না—বলবো না।

চতুর্ভুজ। এখনও বলছি—যদি পঙ্গু অথর্ব্ব হয়ে জীবনটা ব্যর্থ করবার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে কি জানো—বল। বল মহিমা—

মহিমা। বলছি, তুমি রাজসিংহাসনের লোভে ডাকাত দিয়ে রাজ-ভ্রাতার নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছিলে।

চতুর্ভুজ। (চিৎকার করিয়া) মহিমা!

মহিমা। অপুত্রক রাজার মনে সংসার-বৈরাগ্য আনতে সন্ন্যাসী পাঠিয়েছিলে। তাকে উদাসীন সাজিয়ে সংসার ছাড়া করতে চৈতন্য দাসকে এনে পাঠিয়ে ছিলে বৈরাগ্যের দীক্ষা দিতে।

চতুর্ভুজ। স্তব্ধ হও মহিমা। (চাবুক প্রহার)

মহিমা। উঃ, বিনাদোষে আমাকে তুমি চাবুক মারলে?

চতুর্ভুজ। হ্যাঁ, চাবুকের আঘাতে—পদাঘাতে তোমাকে পঙ্গু করে গৃহের মধ্যে ফেলে রেখে দোব।

মহিমা। বুঝেছি—তোমার শয়তানি পাছে কারও কাছে প্রকাশ করি, এই ভয়ে আমাকে পঙ্গু করে তিলে তিলে হত্যা করতে চাও?

চতুর্ভুজ। হ্যাঁ—তাই চাই। চাই—তোমাকে হত্যা করে আমার উদ্দেশ্য সফল করতে।

মহিমা। আমাকে হত্যা করলেও তোমার অসৎ উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমি না বললেও পাপ চাপা থাকবে না। বাতাস বয়ে নিয়ে যাবে আমার মুখের কথা।

চতুর্ভুজ। মহিমা। (চাবুক প্রহার)

মহিমা। উঃ, স্বামী বলে তুমি আমাকে নির্য্যাতন করবে—আর—

চতুর্ভুজ। তোমাকে তা মুখ বুঝে সহ্য করতে হবে। (চাবুক প্রহার)

মহিমা। (পতন) ওঃ, ভগবান! আমি নারী বলে—

গীতকণ্ঠে ঝঙ্কার আসিল

ঝঙ্কার। **গান**

সইছো কেন অত্যাচার?
নারী হলেও মানুষ তুমি, আছে সমান অধিকার।

চতুর্ভুজ। সাবধান ঝঙ্কার! অনধিকার চর্চ্চা করো না।

মহিমা। নির্য্যাতন হতে আমাকে বাঁচাও কবি।

ঝঙ্কার। **পুনঃ গাহিল**

(মা) লজ্জার অবগুণ্ঠন খোল,
শক্তি তোমার জাগিয়ে তোল,
মুখোমুখী দাঁড়িয়ে স্বামীর বন্ধ কর স্বেচ্ছাচার!
কথার ঘায়ে পায়ে প'ড়ে করো না আর হাহাকার।

চতুর্ভুজ। কী, আমার অধিকারে এসে—

ঝঙ্কার। আপনাকে অপমান করতে আসিনি। এসেছি বীরাঙ্গনা

ভবশঙ্করীর আদেশে শক্তির মন্ত্রে বাংলার নারীদের দীক্ষা দিতে। চাবুক লুকিয়ে ফেলুন সেনাপতি মশাই। স্ত্রী-নির্য্যাতন বন্ধ করুন। বীরাঙ্গনা আসছে। [প্রস্থান

মহিমা। বীরাঙ্গনা আসছে। এস—এস শক্তিময়ী। তোমার শক্তির পরশে নারীদের দুর্ব্বলতা দূর কর। রক্ষা কর তাদের নির্য্যাতনের চাবুক হতে। (গমনোদ্যত)

চতুর্ভুজ। কোথা যাও মহিমা ?

মহিমা। বীরাঙ্গনা শক্তিময়ী ভূরিশ্রেষ্ঠের ভাবী মহারাণীর পূজার অর্ঘ্য সাজাতে রাজপ্রসাদে।

চতুর্ভুজ। যাওয়া হবে না।

মহিমা। ভয় নেই—তোমার শয়তানি কারও কাছে আমি প্রকাশ করবো না।

চতুর্ভুজ। না—না, যেতে দোব না।

মহিমা। তোমার চাবুক আর আমাকে রুখতে পারবে না স্বামী। বীরাঙ্গনার ডাক এসেছে। চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে পায়ের তলায় পড়ে মহিমা আর সতীত্বের মহিমা দেখাবে না।

চতুর্ভুজ। মহিমা !

মহিমা। মহিমা তোমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে না। তোমাকে পরিত্যাগ করে সে দ্বিচারিণী নামও কিনবে না। সে স্বামীর ঘরে থেকে স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করবে, কিন্তু সইবে না স্বামীর অত্যাচার।

[প্রস্থান

চতুর্ভুজ। আচ্ছা—আমিও দেখবো মহিমা, কেমন করে বন্ধ কর তুমি আমার স্বেচ্ছাচার। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবল্লভীর মন্দির প্রাঙ্গণ

দীনবেশে শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। স্বেচ্ছাচারের পথে জীবনের পুঁজি হারিয়ে ফেললুম। পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনের পথ বেয়ে চলেছি, জানি না, এ পথের শেষ কোথায়? কতদিন এমনি ভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? অনুতাপের দহন-জ্বালা শীতল হবে কতদিনে?

ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। নমস্কার শিবশঙ্কর বাবু।

শিবশঙ্কর। কে? ও, ভবঘুরে! তুমি কাকে কি নামে ডাকছো?

ভবঘুরে। আপনার নামেই আপনাকে ডাকছি।

শিবশঙ্কর। আমার নাম তো শিবশঙ্কর নয়।

ভবঘুরে। হঁ্যা, আপনাকে দেখে আপনার ভগ্নী চিনতে পারেনি; কিন্তু আমি চিনে ফেলেছিলুম বলে আপনার ভগ্নীকে নিরস্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে পেঁড়ো হতে আপনার পিছু পিছু এই রাজবলহাটে ছুটে এসেছি। যাক্—এর পরেও কি আপনি শিবশঙ্কর বাবু হবেন না?

শিবশঙ্কর। তোমার অনুমানই সত্য, আমি শিবশঙ্কর। কিন্তু আমাকে আপনি বলছো কেন ভবঘুরে?

ভবঘুরে। আজ্ঞে চিরদিন আপনি বলে শ্রদ্ধার নমস্কার দিয়ে আসছি, আজ আপনার বেশভূষা নেই বলে কি অসম্মান করতে পারি?

শিবশঙ্কর। আমার অতীতের পরিচয় ভুলে যাও ভবঘুরে। আমাকে তুমি বলে ডেকে কাছে টেনে নাও।

ভবঘুরে। বেশ, তাই ডাকবো।

শিবশঙ্কর। বন্ধুর মত যখন কাছে টেনে নিলে, তখন তোমার পরিচয়টা দাও ভবঘুরে।

ভবঘুরে। পরিচয়? মানে—নাম-ধাম? হ্যাঁ, বাপ-মায়ের দেওয়া নাম একটা ছিল, কিন্তু—আজ থাক ভাই, অন্য দিন বলবো।

শিবশঙ্কর। তাই বলো। ভবঘুরে, মৃত্যুর মুখ হতে আমাকে বাঁচালে, এখন ক্ষুধার জ্বালা হতে বাঁচাও ভাই। আজ আমি তিন চার দিন অনাহারে আছি।

ভবঘুরে। তোমাকে বাঁচাবো বলেই তো মহারাজের সঙ্গে দেখা করা হলো না। ওই যে—অশ্বে চড়ে মহারাজ আসছেন।

শিবশঙ্কর। ভুরিশ্রেষ্ঠপতি রুদ্রনারায়ণ এখানে আসছেন কেন?

ভবঘুরে। তোমার ভগিনীকে বিয়ে করতে।

শিবশঙ্কর! ভবশঙ্করীর বিয়ে!

ভবঘুরে। হ্যাঁ। রাজবল্লভী মায়ের সামনে পশু বলিদান করে মহারাজ তোমার ভগিনীকে বিবাহ করবেন।

শিবশঙ্কর। ভবশঙ্করীর বিয়ে হবে, আর আমি তার দাদা—

ভবঘুরে। দূরে দাঁড়িয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করবে। কি করবে ভাই, তোমার দুরদৃষ্ট। তুমি ওই পাশটায় দাঁড়াওগে, আমি খাবার জোগাড় করে নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি। যাও—

শিবশঙ্কর। ভবশঙ্করী আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না ভবঘুরে।

ভবঘুরে। না পারলেও তার সামনে এখন তোমার যাওয়া হবে না। যাও—মহারাজ এসে পড়লেন।

শিবশঙ্কর। যাচ্ছি।

[প্রস্থান

ভবঘুরে। যাক বহুকষ্টে শিবশঙ্করকে বাঁচিয়েছি। এবার একদিন তাকে—তার ভগিনীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেই আমার দায়িত্ব শেষ হবে।

রুদ্রনারায়ণ আসিল

রুদ্রনারায়ণ। এই যে ভবঘুরে। তুমি এখানে রয়েছ আর আমি তোমাকে খুঁজতে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি।

ভবঘুরে। আজ্ঞে মহারাজ, গুরুদেবের সঙ্গে পেঁড়োয় গিয়েছিলুম, সেখান হতেই রাজবলহাটে এসেছি। আপনি দাঁড়ান মহারাজ। আমি দেখছি—দেবী আর চৌধুরী মশাই আসছেন কি না! ওই যে ঝড়ের মত ঘোড়া ছুটিয়ে দেবী আসছে। আমি যাচ্ছি মহারাজ, দেবীকে স্বাগত জানাতে। [প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বীরাঙ্গনা ভবশঙ্করীর বরমাল্য পাবো। ইচ্ছাময়ী মা, সন্তানের ইচ্ছা পূর্ণ করিস।

দীননাথ আসিল

দীননাথ। মহারাজ!

রুদ্রনারায়ণ। আসুন চৌধুরী মশাই।

দীননাথ। আমার আসতে কিছু বিলম্ব হয়ে গেল মহারাজ।

ভবশঙ্করী আসিল, তাহার গলায় জবার মালা, পরণে রক্তবস্ত্র

ভবশঙ্করী। বলির আয়োজন সব প্রস্তুত বাবা?

দীননাথ। হ্যাঁ মা। মহারাজ তোর জন্য অপেক্ষা করছেন।

ভবশঙ্করী। গুরুদেব কোথায়?

রুদ্রনারায়ণ। মায়ের পূজা শেষ করে ওই যে গুরুদেব আসছেন।

হরিপদ আসিল

(তাহার হাতে রক্তচন্দনের পাত্র ছিল)

হরিপদ। রুদ্রনারায়ণ!

রুদ্রনারায়ণ। গুরুদেব।

হরিপদ। মায়ের কাছে বলিদানের অনুমতি পেয়েছি।

রুদ্র ও ভব। আমরা প্রস্তুত গুরুদেব।

(উভয়ের কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা দিল। উভয়ে প্রণাম করিল)

হরিপদ। তোমরা মন্দিরে যাও। মাকে প্রণাম করে খড়্গ গ্রহণ কর।

রুদ্রনারায়ণ। এস বীরাঙ্গনা, রুদ্রনারায়ণের শক্তির পরীক্ষা নেবে।

[প্রস্থান

ভবশঙ্করী। আসি বাবা।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান

দীননাথ। এস মা। রাজগুরু, আমার শঙ্করী—

হরিপদ। ভুরিশ্রেষ্ঠের রাণী হবে চৌধুরী মশাই। এই বলিদান দেখবার জন্যে আঁটপুর, রাজবলহাট, কৃষ্ণনগর, এমন কি আরামবাগ হতে দলে দলে নরনারী এসে সমবেত হয়েছে মন্দির-প্রাঙ্গণে। ওই দুজনে খড়্গাকরে যূপকাষ্ঠের সামনে উপস্থিত হলো। ওই বেজে উঠলো বলিদানের বাদ্য—ওই পশুরক্ত পানে গর্জ্জে উঠলো বলিদানের খড়্গ। মা ভবতারিণী, আমার রুদ্রকে জয়ী করিস মা।

নেপথ্যে। মহারাজ রুদ্রনারায়ণের জয়।

দীননাথ। মহারাজের জয় হয়েছে রাজগুরু।

খড়্গহস্তে ভবশঙ্করী ও নিরস্ত্র রুদ্রনারায়ণ আসিল

রুদ্রনারায়ণ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি গুরুদেব।

হরিপদ। আমার মনের বাসনা মা পূর্ণ করেছেন রুদ্রনারায়ণ।

দীননাথ। মা শঙ্করী।

ভবশঙ্করী। (খড়্গ হইতে রক্ত লইয়া খড়্গ রাখিয়া রুদ্রনারায়ণের কপালে ফোঁটা দিল) পর বিজয়ী বীর, ভবশঙ্করীর বরমাল্য।

(নিজের গলা হইতে জবার মালা খুলিয়া রুদ্রনারায়ণের গলায় দিল। উভয়ে হরিপদকে প্রণাম করিল)

হরিপদ। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের মিলন মধুর হোক।

[প্রস্থান

ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। এই যে হরগৌরীর মিলন হয়ে গেছে। দেখলেন দেবী, ভবঘুরের কথা মিথ্যা নয়? প্রজাপতি যখন বসেছে, শুভমিলন হতেই হবে।

ভবশঙ্করী। তুমি থাম ভবঘুরে।

ভবঘুরে। বলুন তো মহারাজ, এই আনন্দের দিনে কি চুপ করে থাকা যায়?

রুদ্রনারায়ণ। তুমি আনন্দ কর ভবঘুরে। আজ যদি জয়নারায়ণ থাকতো, তাহলে সেও তোমার মতই আনন্দে মেতে উঠতো।

দীননাথ। জয়নারায়ণ কে মহারাজ?

রুদ্রনারায়ণ। আমার বৈমাত্রেয় ভাই। দুবছর আগে দামোদরে নৌকাডুবিতে স্ত্রী-পুত্র সহ মারা গেছে।

ভবঘুরে। যা হারিয়ে গেছে মহারাজ, তা যখন আর আসবে না, তখন মরা অতীতকে জাগিয়ে বর্ত্তমানের আনন্দকে দুঃখময় করে তুলবেন না। এখন খুসীমনে ভবঘুরের ঘোরাঘুরির পুরস্কারটা দিয়ে দিন।

রুদ্রনারায়ণ। পুরস্কার!

ভবঘুরে। হ্যাঁ, দুজনের কাছেই আমার পুরস্কার পাওনা আছে। যা তা দিলে নোব না মহারাজ। কি, দেবী বুঝি ভাবছেন—পাগলাটা আবার কি চেয়ে বসে?

ভবশঙ্করী। কি চাও বল ভবঘুরে, সাধ্যাতীত না হলে নিশ্চয়ই দোব।

ভবঘুরে। আমি চাই দুঃখ জয় করবার আশীর্ব্বাদ। (মাথা নত করিল)

রুদ্রনারায়ণ। ভগবান তোমাকে দুঃখজয়ের শক্তি দিন ভবঘুরে।

ভবঘুরে। ভগবান শয়তানকে দিয়ে আমায় দুঃখ দিয়েছে মহারাজ, তাই আমি আশীর্ব্বাদ চাই মানুষের কাছে।

[প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। ভবঘুরেকে আজও চিনতে পারলুম না।

দীননাথ। শঙ্করী, এবার আমি আসি মা।

মালা আসিল

মালা। আপনি চলে যাচ্ছেন জেঠামশাই? দিদি শ্বশুরবাড়ী যাবে—আমি তবে কার কাছে থাকবো?

ভবশঙ্করী। আমার কাছে থাকবি বোন। (হাত ধরিল)

রুদ্রনারায়ণ। এ কে চৌধুরী মশাই?

দীননাথ। পাঠান-অত্যাচারে নিহত পেঁড়োর বিষাণ চক্রবর্ত্তীর

কন্যা। মহারাজ, মালাকে আপনার আশ্রয়েই রেখে যাচ্ছি। মালা, তুমি শঙ্করীর কাছে থাকো মা। আমি আসি।

ভবশঙ্করী। আবার এসো বাবা।

দীননাথ। আসবো মা। শিবশঙ্কর নেই, তুই যাচ্ছিস স্বামীর ঘরে। সংসারে আর আমার কেউ নেই মা। সেই শূন্য ঘরের অন্ধকার যখনই আমার জীবনে অসহ্য হয়ে উঠবে, তখনই ছুটে আসবো মা তোর কাছে। যাবার সময় অনুরোধ করে যাচ্ছি—যদি শিবশঙ্কর বেঁচে থাকে, যদি কখনও তার সঙ্গে তোর দেখা হয়, তাহলে তুই তাকে ক্ষমা করে নিজের কাছে রাখিস মা। সুখী হ মা, শান্তিতে সংসার কর। আমি আসি।

[প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। এস শঙ্করী, আমরা যাই। হ্যাঁ, (মালাকে বলিল) তোমাকে কি বলে ডাকবো ?

ভবশঙ্করী। নাম ধরে ডাকবে মহারাজ, মালা আমার ছোট বোন।

মালা। মহারাজ !

রুদ্রনারায়ণ। না—বল, দাদা।

মালা। দাদা ! (পদধূলি লইল)

রুদ্রনারায়ণ। বোনের স্থান পায়ে নয়, দাদার স্নেহভরা বুকে। (সস্নেহে বক্ষে ধারণ)

মালা। দিদি, তোমার জন্যে আমি দাদা পেয়েছি—মালা আজ রাজার ভগিনী। দাদাকে নিয়ে এস দিদি, আমি অঞ্জলি সাজাইগে।

ভবশঙ্করী। কিসের অঞ্জলি মালা ?

মালা। তোমাদের পূজার।

[প্রস্থান

ভবশঙ্করী। মালার পূজা নিয়ে প্রাসাদে চল মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। যাবো শঙ্করী, পরীক্ষায় যে রত্ন লাভ করেছি তাকে প্রাসাদে রাখবো না—রাখবো ফুলমালার মত আমার গলায়। (হাত ধরিয়া অগ্রসর)

আহত চন্দন আসিল

চন্দন। মহারাজ!

রুদ্রনারায়ণ। একি। চন্দন, তোমাকে আঘাত করলে কে?

চন্দন। পাঠান।

রুদ্র ও ভব। পাঠান।

চন্দন। আমি বিষ্ণুপুর হতে ফিরে আসছিলুম, এমন সময় দেখি কয়েকজন পাঠান-সৈন্য এক তরুণীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি অসি-হস্তে ছুটে গেলুম তরুণীকে উদ্ধার করতে।

রুদ্রনারায়ণ। তারপর?

চন্দন। যুদ্ধ বাধলো। তরুণীর চিৎকারে গ্রামবাসীরা ছুটে এলো। পাঠানরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবার সময় হত্যা করে গেল তরুণীকে।

ভবশঙ্করী। তাকে বাঁচাতে পারলে না?

চন্দন। আমি একা প্রাণপণে যুদ্ধ করেও তাকে বাঁচাতে পারলুম না। যদি আমার সঙ্গে দুজন সৈন্য থাকতো, তাহলে দশজন পাঠানকে মাথা নিয়ে আর উড়িষ্যায় ফিরে যেতে হতো না।

দ্রুত ঝঙ্কার আসিল

ঝঙ্কার। মহারাজ, পাঠানের হাতে কালুব্যাধ বন্দী হয়েছে।

রুদ্রনারায়ণ। কালুব্যাধ বন্দী?

ঝঙ্কার। কালুর পুত্র ভুরিশ্রেষ্ঠপুরে গিয়েছিল, আপনি রাজবলহাটে এসেছেন শুনে সে এখানে এসেছে সংবাদ দিতে। [প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। তাইতো, চন্দন আহত—চতুর্ভুজ রাজধানীতে। আমি এখন কি করি? কাকে পাঠাই কালুর উদ্ধারে?

চন্দন। আমি যাবো মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। তুমি যে আহত চন্দন।

চন্দন। আহত হলেও দেহ আমার শক্তি হারায়নি মহারাজ। মনের তেজ কমেনি। আমি প্রতিশোধ নোব। আপনি আদেশ দিন—আমি সসৈন্যে উড়িষ্যা যাত্রা করি। বিলম্বে পাঠান তাকে হত্যা করবে। আদেশ দিন মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। কত সৈন্য হলে তুমি কালুকে উদ্ধার করতে পারবে চন্দন?

চন্দন। পাঁচশত।

রুদ্রনারায়ণ। উত্তম। নস্করডাঙ্গার সৈন্যাধ্যক্ষকে আমার আদেশ জানাও। পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যাত্রা কর তুমি কালুর উদ্ধারে। কিন্তু দেখো—ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে তুমিও যেন বিপদের জালে আবদ্ধ হয়ো না।

চন্দন। যদি আবদ্ধ হই, তাহলে আপনার আশীর্ব্বাদের শক্তিতে সে জাল ছিন্নভিন্ন করে কালু ব্যাধকে ছিনিয়ে নোব। আঘাতের প্রতিশোধে পাঠান-রক্তে কৃপাণ রঞ্জিত করবো। উড়িষ্যার বুকে বাঙ্গালীর জয়-পতাকা উড্ডীন করে বিজয়-আনন্দে ফিরে এসে বন্দনা করবো আপনার শ্রীচরণ।

[প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। বাংলার বীরসন্তান বীরদর্পে ছুটে গেল পাঠান-দর্প চূর্ণ করতে। এস শঙ্করী, আমরাও যাত্রা করি ভুরশ্রেষ্ঠপুরে।

[উভয়ের প্রস্থান

কথা কহিতে কহিতে শিবশঙ্কর ও ভবঘুরে আসিল

শিবশঙ্কর। সেনাপতি উড়িষ্যা যাচ্ছে কালুব্যাধকে উদ্ধার করতে। আমি ওর সঙ্গে যেতে চাই ভবঘুরে।

ভবঘুরে। তুমি? হ্যাঁ, সেনাপতিকে সাহায্য করতে পারবে। তাহলে নস্করডাঙ্গা চল, সেনাপতির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

শিবশঙ্কর। যেন পরিচয় দিও না।

ভবঘুরে। না।

শিবশঙ্কর। সেনাপতি আমাকে বিশ্বাস করবেন তো?

ভবঘুরে। আমি বললে করবে।

শিবশঙ্কর। আমি উড়িষ্যার পথ ঘাট সব চিনি।

ভবঘুরে। তা তো চিনবেই। সে যে তোমার বন্ধুর দেশ। রাগ করো না ভাই। সেদিন পতিতালয়ে তোমাকে ভারী বিশ্রী লেগেছিল, আজ কিন্তু লাগছে—চমৎকার।

[হাত ধরিয়া প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদ-কক্ষ

নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল

নর্ত্তকীগণ। গান

ফুল বীথিকায় ফুল ফুটেছে কিন্তু মোদের ভ্রমর কই ?
পরাণ-বঁধু বিনা মধু কে পিয়াবে বল না সই ?
কে জুড়াবে বুকের জ্বালা ?
কার গলেতে দোব মালা ?
মনের কথা বলবো কারে তার আশে পথ চেয়ে রই।

রক্তমাখা ছুরিকাহস্তে ওসমান আসিল

ওসমান। চমৎকার! যাও নর্ত্তকীগণ! প্রমোদকক্ষে অপেক্ষা কর। আমি নিজে গিয়ে তোমাদের পুরস্কার দোব। (অভিবাদন করিয়া নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল) সুখের পথ মুক্ত করেছি। ছুরির একটি আঘাতে ফজলু খাঁকে সরিয়ে দিয়েছি দুনিয়া হতে। এইবার উড়িষ্যার মসনদ—

নেপথ্যে। হা-হা-হা—

ওসমান। কে? কে হাসে বিদ্রূপের হাসি? কে সেই মৃত্যু অভিলাষী?

একতারাহস্তে চৈতন্য ও করতালহস্তে নগণ্য ছুটিয়া আসিল।

(ওসমানের হাতে ছুরি দেখিয়া দুজনের হাত হইতে একতারা ও করতাল পড়িয়া গেল ও ভয়ে দুজনে জড়াজড়ি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—)

চৈতন্য। আমরা নই—!

নগণ্য। আমরা গৌরসুন্দরের সেবক।

ওসমান। এখানে এসেছ কেন?

চৈতন্য। স্বেচ্ছায় আসিনি জাঁহাপনা।

নগণ্য। রক্ষীর রুলের গুঁতোয় গড়াতে গড়াতে এখানে এসে পড়েছি।

ওসমান। কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?

চৈতন্য। প্রভু জগন্নাথ দেবের দরশনে।

নগণ্য। জাঁহাপনার আদেশ হলে বাংলায় ফিরে যাবো।

ওসমান। বাংলার কোন গ্রামে থাকো তোমরা?

চৈতন্য। ভুরিশ্রেষ্ঠপুরে।

ওসমান। ভুরিশ্রেষ্ঠপুর?

নগণ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ—রুদ্রনারায়ণের রাজ্যে।

ওসমান। পাঠান-শত্রু রুদ্রনারায়ণের প্রজা তোমরা?

চৈতন্য। আজ্ঞে, আমাদের খাজনা দিতে হয় না।

নগণ্য। চতুর্ভুজ মহাশয় বলে কয়ে ওটা রেহাই করে দিয়েছেন। আমরা গৌরভক্ত কিনা।

ওসমান। চতুর্ভুজ কে?

চৈতন্য। ভুরিশ্রেষ্ঠের সেনাপতি।

নগণ্য। তিনি রাজাকে উদাসীন সাজিয়ে রাজা হয়ে চতুর্ভুজ হবার জন্যে আমাদের এনেছিলেন।

ওসমান। (স্বগত) চতুর্ভুজ রাজ্যলোভী! (প্রকাশ্যে) তোমাদের কথা সত্য?

চৈতন্য। আজ্ঞে, শ্রীচৈতন স্পর্শ করে বলছি জাঁহাপনা।

নগণ্য। বিশ্বাস করুন—রাজা উদাসীন হলেন না বলে চতুর্ভুজ মহাশয় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ওসমান। হুঁ! (চৈতন্য ও নগণ্যের ভয়ে কম্পন) একি, তোমরা কাঁপছো কেন?

নগণ্য। আজ্ঞে, জাঁহাপনার হাতে রক্তমাখা ছুরি দেখে আমাদের বুক দুর দুর করছে।

ওসমান। হা-হা-হা, ভয় নেই। আমি তোমাদের হত্যা করবো না।

চৈতন্য। আজ্ঞে, আমাদের তাহলে ফিরে যাবার হুকুম দেন। (একতারা তুলিয়া লইল)

নগণ্য। আমরা অত্যন্ত গোবেচারী। (করতাল তুলিয়া লইল)

ওসমান। তোমাদের হাতে ও কি?

চৈতন্য। গানের একতারা—

নগণ্য। তালের করতাল।

ওসমান। ওতে কি হয়?

চৈতন্য। হরিনাম গান।

ওসমান। হরিনাম! যে হরিনামে নবদ্বীপের নিমাই পাগল হয়েছিল—একি সেই নাম?

নগণ্য। গাইবো—শুনবেন জাঁহাপনা?

ওসমান। না।

নগণ্য। আজ্ঞে—

ওসমান। আমাকে শোনাতে হবে না। রুদ্রনারায়ণের সৈন্যদের শোনাবে। শোন—

চৈতন্য। আজ্ঞে—

ওসমান। যদি সৈন্যদের হরিনাম গানে বিভোর করে—তোমাদের মত উদাসীন সাজাতে পার, তাহলে আমি তোমাদের পুরস্কার দোব।

চৈতন্য। পারবো জাঁহাপনা। আমি কথা দিচ্ছি—একবছরের মধ্যে সমস্ত সৈন্যদের আমি হিংসা ভুলিয়ে—অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করে বৈরাগী সাজাবো।

ওসমান। কিন্তু না পারলে বন্দী করে এনে শূলে বসিয়ে দোব। যাও।

চৈতন্য। আজ্ঞে—(সেলাম করিল)

(নগণ্যও সেলাম করিল)

ওসমান। শোন—সেনাপতি চতুর্ভুজকে বলবে—সে যদি গোপনে আমার পক্ষে যোগদান করে, তাহলে আমি তার আশা পূর্ণ করতে পারি।

চৈতন্য। আজ্ঞে, বলবো জাঁহাপনা! পৌছেই তাঁকে শুভ-সংবাদটা দিয়ে আসবো। রাজ্যের জন্য সেনাপতি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ছট-ফট করছে। আপনার কথা শুনলে—সে ঘুমিয়ে বাঁচবে। (যাইতে যাইতে) আয় ভক্ত।

নগণ্য। প্রভু!

চৈতন্য। গলা কাঁপছে কেন রে ভক্ত?

নগণ্য। শূলের ভয়ে প্রভু। সৈন্যরা যদি নাম না নেয়?

চৈতন্য। তাহলে ওষুধের মত জোর করে পেটে ঢুকিয়ে দোব। গৌর নাম জপতে জপতে—চল রে ভক্ত, খাড়া উত্তর মুখে।

[প্রস্থান

ওসমান। পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে—বৈষ্ণবদের কর্ণে পাঠান-শত্রু রুদ্রনারায়ণের ধ্বংসের মন্ত্র দিয়েছি। দেখি, কার্য্যকর হয় কিনা?

কয়েদীর বেশে নজরুল বলিতে বলিতে আসিতেছিল

নজরুল। ভাইজান—ভাইজান! একি! এখনও তুমি নবাব হওনি —সেই সেনাপতিই আছ?

ওসমান। ফজলু খাঁকে কবর দিয়ে নবাব হবো নজরুল।

নজরুল। ভাইজান, যে মসনদের লোভে তুমি ফজলু খাঁকে হত্যা করেছ, সেই মসনদে বসে তুমি কতদিন নবাবী করবে?

ওসমান। চিরদিন।

নজরুল। হা-হা-হা! ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবন। এই আছে, এই নাই। দুনিয়ার খেলাঘরে খেলার সময় মাত্র গণা কটা দিন। সেই হিসাব করা গণা দিনের প্রায় অর্দ্ধেক তো তোমার শেষ হয়ে গেছে ভাইজান! বাকী কটা দিনের জন্য নবাবী করতে ফজলু খাঁকে কেন হত্যা করলে?

ওসমান। বাকী কটা দিন সুখে কাটাবো বলে। অতীতের ইতিহাস খুলে দেখ নজরুল, কত রাজা বাদশা আমার মত হত্যার রক্তস্রোতের উপর তাদের জীবনের সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠা করে গেছে। প্রাণের পিপাসা মেটাতে কত নারীকে লুণ্ঠন করে এনেছে। জগতে আমিই প্রথম নয় নজরুল।

নজরুল। স্বীকার করি। কিন্তু ভাইজান, ইতিহাসের পাতায় তাদের পাশে তোমার নাম নাই বা লিখলে?

ওসমান। কামনার স্রোতকে আমি রোধ করতে পারবো না নজরুল। বন্ধুর জেনেও যে পথে চলেছি, সে পথ আমি পরিত্যাগ করবো না।

নজরুল। না কর, নিজের হাতে নিজের ধ্বংসের গহ্বর রচনা কর। হ্যাঁ, আমাকে মুক্তি দিলে কেন ভাইজান?

ওসমান। তোমার সাহায্য ছাড়া আমার কামনা পূর্ণ হবে না বলে।

নজরুল। নারীহরণের জন্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না ভাইজান।

ওসমান। নারীহরণের জন্য নয়—প্রতিহিংসা পূরণে। বাংলার বুকে পাঠানের বিজয়-পতাকা উড়াতে আমাকে তুমি সাহায্য কর নজরুল।

নজরুল। আমাকে মাপ করবে ভাইজান। বাঙ্গালীর উপর আমার কোন হিংসা নেই। সুতরাং তোমার প্রতিহিংসা পূর্ণ করতে বাঙ্গালীর রক্তে বাঙ্গালীর জন্মভূমিকে সিক্ত করে তোমার নিশান উড়াতে আমি পারবো না।

ওসমান। তোমার কাছে আমার কি কোন দাবী নেই নজরুল?

নজরুল। দাবী! হ্যাঁ; তুমি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ। তুমি আমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছ। দু-দুবার—মৃত্যুর মুখ হতে রক্ষা করেছ। আমি তোমার কাছে ঋণী ভাইজান। আমি সত্য করছি—তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করবো।

নেপথ্যে। ওঃ—প্রাণ যায়—

নজরুল। আর্ত্তনাদ করছে কে?

ওসমান। রুদ্রনারায়ণের গুপ্তচর কালু ব্যাধ। দুর্গম খাঁ তাকে কশাঘাত করছে।

নজরুল। কেন?

ওসমান। ভুরিশ্রেষ্ঠের সংবাদ জানবার জন্য।

শৃঙ্খলিত কালুব্যাধ বলিতে বলিতে আসিল;
পশ্চাতে কশাহস্তে দুর্গম খাঁ

কালু। না—না—বলবো না। মেরে ফেললেও রাজার কোন কথা তোদের বলবো না।

দুর্গম। বলতে হবে। (কশাঘাত)

কালু। হুঁসিয়ার পাঠান! মনে রাখিস—আমি জানোয়ার-মারা ব্যাধ।

ওসমান। জানোয়ার শিকার ছেড়ে গুপ্তচর হয়েছ কেন ব্যাধ?

কালু। তোদের মত জানোয়ারদের হাত থেকে মা-বোনেদের ইজ্জৎ বাঁচাতে।

দুর্গম। কি বললি অসভ্য ছোটলোক, আমরা জানোয়ার?

কালু। জানোয়ার বলেই তো মেয়েদের ইজ্জৎ কেড়ে নিস। বাঁদী করে তাদের দিয়ে পা টিপিয়ে নিস। বলি—তোদেরও তো মা-বোন আছে। তোরা মানুষ যদি, তবে পরের মেয়েদের মা-বোন মনে করিস না কেন?

নজরুল। সাবাস বন্দী।

ওসমান। নজরুল, তোমার সত্য?

নজরুল। বন্দীর কথায় ভুলে গিয়েছিলুম ভাইজান। আর আমি ভুলে যাবো না। এবার আমি কঠিন হবো।

কালু। জানোয়ারের ভাই জানোয়ার হবে না তো কি মানুষ হবে?

নজরুল। (চিৎকার করিয়া) বন্দী—

কালু। আমার কথা শুনে জানোয়ারের মত চেঁচিয়ে উঠলে যে? গায়ে দেখছি তো ফাটক খাটার জামা। কালো জামা গায়ে দিয়েছ বলে মনটাকে কালো করছো কেন? তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে—তুমি ভাল লোক।

নজরুল। ওকে সরিয়ে দাও ভাইজান, নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ওসমান। সরিয়ে দোব—কক্ষ হতে নয়—দুনিয়া হতে। (ছুরি লইয়া

হত্যায় উদ্যত ; নেপথ্যে পিস্তলের গুলির শব্দ) ওকি। বাইরে গুলি করে কে ?

উদ্যত পিস্তলহস্তে শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। আমি। যে যেখানে আছ স্থির হয়ে দাঁড়াও—নইলে গুলি করবো। (কালুর শৃঙ্খল মুক্ত করিল)

ওসমান। কে তুমি ?

শিবশঙ্কর। বাঙ্গালী। যাও কালু। বাইরে সেনাপতি চন্দন সসৈন্যে অপেক্ষা করছে।

কালু। বাঙ্গালী ভাই, যাবার সময় পিস্তলের গুলিতে এই দুটো জানোয়ারের গরম ঠাণ্ডা করে দিয়ে যেও। [প্রস্থান

শিবশঙ্কর। বাঙ্গালীর বুদ্ধির খেলায় পরাজিত হয়ে কি ভাবছো পাঠান ? শক্তি তোমাদের যতই থাক—বাঙ্গালীর বুদ্ধি আর কৌশলের কাছে এমনিভাবে চিরদিন তোমাদের হার মানতেই হবে। (গমনোদ্যত)

দুর্গম। কোথা যাও বাঙ্গালী ?

শিবশঙ্কর। বাংলার পথে প্রান্তরে পাঠানের কলঙ্ক ঘোষণা করতে।

ওসমান। আক্রমণ কর দুর্গম খাঁ। অস্ত্রাঘাতে বাঙ্গালীর গর্ব্বিত শির লুটিয়ে দাও পাঠানের পদতলে।

(আদেশ পাইবামাত্র দুর্গম খাঁ প্রস্থানোদ্যত শিবশঙ্করকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল)

সহসা তরবারিহস্তে চন্দন আসিয়া দুর্গম খাঁর অস্ত্রাঘাত প্রতিহত করিয়া কহিল

চন্দন। নিজের শির বাঁচাও পাঠান। (উভয়ের যুদ্ধ)

ওসমান। শত্রুকে হত্যা কর দুর্গম খাঁ। আমি যাচ্ছি শত্রুসৈন্যের ধ্বংস করতে। (গমনোদ্যত)

(নেপথ্যে কয়েকবার গুলি হইল)

নজরুল। যেও না ভাইজান, বাইরে শত্রুরা গুলি বর্ষণ করছে।

ওসমান। আমাদের রক্ষীরা কি ঘুমিয়ে আছে ?

চন্দন। আল্লার নাম স্মরণ কর পাঠান।

(যুদ্ধে দুর্গম খাঁ পরাজিত হইল ; চন্দন পুনরায় অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল)

ওসমান। তুমিও মর বাঙ্গালী।

(তরবারি লইয়া চন্দনকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, সহসা নেপথ্য হইতে একটি গুলি আসিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ হইল)

ওসমান। ওঃ—(তরবারি পড়িয়া গেল)

নজরুল। ভাইজান—ভাইজান—

চন্দন। ভাইজান তোমার খুব বেঁচে গেছে। ইচ্ছা ছিল, কালু ব্যাধের মুক্তির সঙ্গে ওর ছিন্নশির নিয়ে যাবো। কিন্তু তা হলো না। গুলিটা বুকে না বিঁধে হাতে বিঁধলো। প্রস্তুত থাকো অত্যাচারী, শির দেবার জন্য।

[প্রস্থান

ওসমান। সসৈন্যে শত্রুর পশ্চাৎধাবন কর দুর্গম খাঁ। পথিমধ্যে আক্রমণ করে বন্দী কর শত্রুদের।

[দুর্গম খাঁর অস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান

ওসমান। নজরুল, শত্রু আমাকে আঘাত করে বন্দীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আর তুমি পার্শ্বে দাঁড়িয়ে—তাই দেখে নীরব রইলে ?

নজরুল। আমাকে মুক্তি দিয়েছিলে ভাইজান, কিন্তু অস্ত্র তো দাওনি।

ওসমান। হ্যাঁ, আমার ভুল হয়ে গেছে নজরুল। তোমাকে অস্ত্র দিলে আমার পরাজয় হতো না।

নজরুল। পাপের জয় হবে না ভাইজান।

ওসমান। বাজে কথা শোনবার মত ধৈর্য্য আমার নেই নজরুল।

নজরুল। বাজে কথা নয় ভাইজান। নারীহরণের মহাপাপে তোমার শক্তি দুর্ব্বল হয়ে গেছে। ভুল এসে বাসা বেঁধেছে তোমার মনে। ক্ষীণ হয়েছে তোমার চোখের দৃষ্টি, তাই তুমি কাছে পেয়েও চিনতে পারনি তোমার পরিচিত বন্ধুকে।

ওসমান। আমার বন্ধু!

নজরুল। শিবশঙ্কর। যার পিস্তলের গুলিতে তুমি আহত।

ওসমান। ওই ভিখারী শিবশঙ্কর! নজরুল, তোমার জন্যই আজ আমার এই পরাজয়।

নজরুল। সেদিন শিবশঙ্করকে হত্যা করলেও এ পরাজয়কে তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারতে না ভাইজান। তোমার অত্যাচারে সিংহ এবার জেগেছে।

ওসমান। স্তব্ধ হও।

নজরুল। আমি তোমার বিপক্ষে যাইনি ভাইজান, যা দেখলুম তাই বলছি। কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠের অনিষ্ট দেখতে পারবো না বলেই তোমার অবাধ্য হয়েছিলুম। তুমি যখন ভাল চাও না, তখন আর আমি তোমার কাজে বাধা দোব না। আমি সত্য রক্ষা করবো। ঋণমুক্ত হবার জন্য তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবো "মাটি বাপের নয় দাপের।" সেই মাটিকে জয় করতে তুমি ছুটবে দুর্ব্বার হয়ে ; আমি যাবো তোমার পশ্চাতে দেহরক্ষীরূপে। তোমার রক্ষায় অস্ত্র ধরবো—যুদ্ধ করবো—প্রয়োজন হলে

বুকের রক্ত ঢেলে দোব। শুধু পারবো না ভাইজান। বাঙ্গালীর মা-বোনেদের হরণ করে এনে তোমার পায়ে উপহার দিতে।

[প্রস্থান

ওসমান। তুমি না পার, দুর্গম খাঁ পারবে। পারবে হিন্দুবিদ্বেষী পাঠান-সৈন্যেরা। আমি তাদের দিয়ে আমার মনের চাওয়া পূর্ণ করবো। অত্যাচারে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দোব—লুণ্ঠনে তাদের ভিখারী সাজবো—অশান্তির অনলে সুখ-শান্তিকে ছারখার করে অতর্কিত আক্রমণে চূর্ণ করবো বাঙ্গালীর প্রতাপ।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ

ডাকিতে ডাকিতে মুরলী আসিল

মুরলী। প্রতাপনারায়ণ—প্রতাপনারায়ণ !

ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। মুরলী ? এস বাবা।

মুরলী। প্রতাপনারায়ণ কোথা রাণীমা ?

ভবশঙ্করী। ঘুমিয়ে গেছে।

মুরলী। ওঃ, তার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার ছিল রাণীমা।

ভবশঙ্করী। কি দরকার মুরলী ?

মুরলী। তাকে একটা গান শোনাবো।

ভবশঙ্করী। তাকে তো রোজই গান শোনাও মুরলী।

মুরলী। সে গান নয় রাণীমা। ভবঘুরের বাঁধা নতুন গান।

ভবশঙ্করী। ভবঘুরের বাঁধা ? তা আমাকে একবার শোনাও না মুরলী ?

মুরলী। আপনার ভাল লাগবে না রাণীমা।

ভবশঙ্করী। খুব ভাল লাগবে। গাও—আমি শুনি।

মুরলী। তবে গাই রাণীমা।

মুরলী।   গান

রাজা মশাই বুড়ো হবে নড়বে যখন মাথা।
প্রতাপ মো'দের রাজা হবে, কবি ধরবে ছাতা॥
আমি হবো সেনাপতি বেঁধে তলোয়ার,
ফুলিয়ে ছাতি বলবো জোরে শত্রু হুঁসিয়ার,
মন্ত্রী হবে ভবঘুরে,
যুক্তি দেবে দাড়ি নেড়ে,
ফোক্‌লা দাঁতে হাসবে কত মহারাণী মাতা॥

ভবশঙ্করী। বাঃ, বেশ সুন্দর গান বেঁধেছে ভবঘুরে। মুরলী, কাল সকালে এসে প্রতাপকে গান শুনিয়ে যেও। কেমন?

মুরলী। আচ্ছা রাণীমা।

ভবশঙ্করী। মুরলী, তোমার মা আমার কাছে আর অস্ত্র শিক্ষা করতে আসেনি কেন?

মুরলী। জানি না রাণীমা। মা যেন কেমন হয়ে গেছে। কখন হাসে—কখন কাঁদে—আপন মনে কথা কয়। বাবা বলে পাগল হয়ে গেছে। আমি যাই রাণীমা।

[প্রস্থান

ভবশঙ্করী। পাগল হলো কেন? কি তার দুঃখ?

চন্দন আসিল

চন্দন। (বাহির হইতে) মহারাণী।

ভবশঙ্করী। এস চন্দন।

চন্দন। আমাকে ডেকেছেন?

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ, তুমি মুরলীদের বাড়ী যাও?

চন্দন। দরকার হলে যাই।

ভবশঙ্করী। মুরলীর মায়ের কি হয়েছে—তুমি জানো ?

চন্দন। না মহারাণী।

ভবশঙ্করী। আচ্ছা—যে ভিখারী তোমার কাছ হতে পিস্তল নিয়ে পাঠান-কবল হতে কালুকে উদ্ধার করে এনেছিল, তার পরিচয় জানতে পারনি ?

চন্দন। না মহারাণী। কালু ব্যাধকে নিয়ে বাংলায় প্রবেশের পর পিস্তল দিয়ে সেই যে চলে গেল—আজ একবছর পার হয়ে গেল আর ফিরে এলো না।

ভবশঙ্করী। ভবঘুরে তার খোঁজে গেছে। যদি তাকে দেখতে পাও চন্দন, আমার কাছে নিয়ে এস।

চন্দন। আচ্ছা। (গমনোদ্যত)

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ, দিদিকে সকালে দেখে এসেছিলুম—এবেলা কেমন আছে জানো চন্দন ?

চন্দন। মহারাজ সেখানে রয়েছেন।

ভবশঙ্করী। আমি তোমার সঙ্গে দিদিকে দেখতে যাবো চন্দন।

চন্দন। রাজকুমার!—

ভবশঙ্করী। প্রতাপ ঘুমিয়ে গেছে। মালা তার কাছে আছে। দিদির জন্যে আমার মন বড় কাঁদছে। জানি না দিদি—

রুদ্রনারায়ণ আসিল

রুদ্রনারায়ণ। শিবানী নেই শঙ্করী।

ভবশঙ্করী। দিদি নেই!

চন্দন। বড় রাণীমা কখন মারা গেলেন মহারাজ ?

রুদ্রনারায়ণ। এইমাত্র। পাঁচ বছর বিছানায় পড়ে রোগযন্ত্রণা ভোগ করে আজ সে মুক্তি পেয়েছে।

ভবশঙ্করী। দিদির সঙ্গে আমার শেষ দেখা হলো না মহারাজ!

রুদ্রনারায়ণ। মরবার আগে সে তোমাকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে একটা অনুরোধ করে গেছে শঙ্করী।

ভবশঙ্করী। কি মহারাজ?

রুদ্রনারায়ণ। মালার সঙ্গে চন্দনের বিবাহ দিতে।

ভবশঙ্করী। দিদির অনুরোধ আদেশ বলেই আমি মাথায় তুলে নিলুম!

চন্দন। আমি যাই মহারাণী।

ভবশঙ্করী। যেও না চন্দন! মালা আর প্রতাপ প্রাসাদে রইলো। আমি আর মহারাজ দিদির কাছে যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ তুমি প্রাসাদে থাকো। শোন চন্দন, শুধু আজই নয়, চিরদিন তোমাকে রক্ষা করতে হবে মালা ও প্রতাপকে। (চন্দন নতশিরে আদেশ মানিয়া লইল) মালা আর তুমি দুজনেই সর্ব্বহারা। তাই আমি চাই তোমার জীবনের সঙ্গে মালার জীবনকে মিলিয়ে দিযে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করতে।

রুদ্রনারায়ণ। শুধু কর্ত্তব্যপালন নয় শঙ্করী! আমার ভাই ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে আজ তিন বছর আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাই আমি চাই এদের দুজনকে তাদের আসনে বসিয়ে আমার ভাঙ্গাহাট হাসির আলোয় ভরিয়ে তুলতে।

চন্দন। মহারাজ, আপনার স্নেহ-করুণায় পালিত চন্দন তার জীবনকে উৎসর্গ করেছে আপনাদের সেবায়। অতি শৈশবে আমি পিতৃমাতৃ-হারা। সংসারে আমি কাউকে চিনি না মহারাজ; চিনি শুধু আপনাকে।

আমি জানি—আপনি আমার পিতা, আপনার চরণ আমার স্বর্গ, আপনিই আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা। (পদতলে বসিল)

রুদ্রনারায়ণ। ওঠ প্রাণাধিক। আজ তোমার চোখে জল দেখে পনর বছর আগের সেই করুণ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মহামারীতে তোমার মা মারা গেল। তোমার বাবা গোমস্তা শশিকান্ত চাটুর্য্যে মশাই তখন অন্তিম শয্যায়; সংবাদ পেয়ে আমি গেলুম। দেখি, এক বছরের শিশু তুমি—মরা মায়ের বুকে পড়ে কাঁদছো। তোমার চোখের জলে মায়ের বুক ভেসে যাচ্ছে। আমি তোমাকে বুকে তুলে নিলুম। তাই দেখে তোমার বাবা শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ভবশঙ্করী। অতীতের কথা বিস্মৃতির কোলে মিলিয়ে গেছে মহারাজ। তাকে জাগিও না, চন্দন দুঃখ পাবে। তুমি থাক চন্দন, আমরা যাচ্ছি। এস মহারাজ!

[প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। চল শঙ্করী—শিবানী এখনও আছে। আর কিছুক্ষণের পর তার নশ্বর দেহ মিশে যাবে শ্মশানের চিতাভস্মে। এইতো মানব-জীবনের পরিণতি! রাজা, ভিখারী, মানুষ, শয়তান, দুর্ব্বল, শক্তিমান, সবার স্থান ওই শ্মশানের চিতায়। [প্রস্থান

চন্দন। তবুও মানুষ করে অহঙ্কার। মানুষের বুকে ছুরি মেরে মানুষ চায় সম্পদ বাড়াতে। হায়রে আশা!

মালা আসিল

মালা। আশাতেই মানুষ বাঁচে সেনাপতি।

চন্দন। ঠিক বলেছ—আশার জন্যই আজ আমি তোমাকে প্রহরা দিচ্ছি।

মালা। আমাকে প্রহারা দিচ্ছেন।

চন্দন। দিচ্ছেন নয়—দিচ্ছ।

মালা। মানে?

চন্দন। মানে আবার কি!

মালা। তবু?

চন্দন। মালাবদল।

মালা। কার সঙ্গে?

চন্দন। এই তোমার সঙ্গে আমার।

মালা। বটে। পেটে পেটে এত! রক্ষক হয়ে ভক্ষণের চেষ্টা? দাড়ান, দিদিকে বলে দিচ্ছি।

চন্দন। তিনিই মালাচন্দনকে এক করে নেবেন।

মালা। সত্যি?

চন্দন। তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি।

মালা। যাও!

চন্দন। এই দেখ—আগামী মাসে মালা চন্দন এক হয়ে যাবে, তবুও সরে যাচ্ছো? একি! তোমার চোখ ছলছল করছে কেন? তুমি কাঁদছো?

মালা। হঁ্যা! (তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িল)

গীতকণ্ঠে ঝঙ্কার আসিল

ঝঙ্কার। **গান**

কাঁদিসনি মা কাঁদিসনি তুই, দুঃখ যা না ভুলে।
যতন করে আপন ঘরে সুখে নে মা তুলে।

মালা। কবি!

ঝঙ্কার। **পুনঃ গাহিল**

হাসি দিয়ে রাখ না ঢেকে সব হারানোর জ্বালা,
সৌভাগ্যেরে করতে বরণ গাঁথ না প্রীতির মালা ;
নিরাশভরা হৃদয়তলে
আশার প্রদীপ রাখ মা জ্বেলে,
মন-মালঞ্চ মনের মতন সাজা প্রেমের ফুলে।

মালা। দুঃখ আমি ভুলে গেছি কবি। আর কাঁদবো না। (চোখের জল মুছিল) জীবনে সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হাসির আলপনায় আমি হৃদয়কে সাজাবো। আনন্দের দীপ জ্বেলে আহ্বান করবো সুখের দিনকে।

ঝঙ্কার। সুখের দিন আসছে মা। তাকে বরণ করতে তুই বরণ-ডালা সাজা।

[প্রস্থান

চন্দন। আশা করি, এর পরেও আমাকে আর আপনি বলবে না ?

মালা। একদিনেই কখনও এতদূর এগোনো যায় ? না কেউ তা পারে ?

চন্দন। অন্যের সঙ্গে আমাদের জীবন মেলে না বলেই—আমরা পারবো।

মালা। কিন্তু, দিদি—

চন্দন। দেবীর কাছে বর পেয়েছি বলেই তো মালা নিতে হাত বাড়িয়েছি মালা। (হাত ধরিল)

মালা। চন্দন !

চন্দন। তুমি আমি দুজনেই স্রোতে ভাসা ফুল। সুখের কূল যখন পেয়েছি, তখন এস মালা, আমরা তাতে রচনা করি শান্তির নীড়।

আনন্দের ঝরণা ধারায় সরস করে তুলি জীবনের জ্বালাময় পথ। ভাগ্য-দেবতাকে প্রণাম করে নব জীবনের যাত্রা শুরু করি নূতন পথে। (হাত ধরিয়া অগ্রসর)

শিবশঙ্করকে টানিতে টানিতে ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। এস বন্ধু, তোমার পুরস্কার নেবে।

শিবশঙ্কর। না—না, আমি পুরস্কার চাই না ভবঘুরে।

চন্দন। এই যে। ভবঘুরে, বন্ধুকে এনেছ?

ভবঘুরে। আসতে কি চায়? পোঁড়ো থেকে জোর করে টেনে এনেছি।

মালা। আমি যেন তোমাকে কবে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

শিবশঙ্কর। (স্বগত) মালা চিনতে পারেনি। এই সেই মালা। একদিন সুরাপান করে এরই ধর্ম্মহরণে উদ্যত হয়েছিলুম। প্রতিশোধ নিতে পাঠানকে ডেকে এনে—ওঃ, কি ভুল করেছি!

ভবঘুরে। কি হলো বন্ধু? কথা বলছো না কেন?

চন্দন। মালা, এই সেই ভিখারী। এরই সাহায্যেই সেদিন আমি কালুকে ছিনিয়ে এনেছিলুম।

শিবশঙ্কর। না-না সেনাপতি, আমি কিছুই করিনি!

ভবঘুরে। যা করেছ বন্ধু, ওতেই তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। মহারাণী তোমাকে দেখবার জন্য আমাকে জোর হুকুম দিয়েছিলেন। যাক—তোমাকে এনেছি, এবার আমি নিশ্চিন্ত। মহারাণী!

চন্দন। তিনি প্রাসাদে নেই ভবঘুরে।

ভবঘুরে। কোথায় গেছেন?

চন্দন। ও বাড়ীতে। বড় রাণীমা মারা গেছেন।

ভবঘুরে। মারা গেছে!

শিবশঙ্কর। (স্বগত) যাক্—শঙ্করী প্রাসাদে নেই।

মালা। তুমি কাঁদছো ভবঘুরে ?

ভবঘুরে। কাঁদতে চাই না, তবু জানি না মানুষের মৃত্যুসংবাদ শুনলেই আমার চোখে জল আসে। ওঃ, বুকের আগুনটা হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। (মদের বোতল বাহির করিয়া) তোমরা কিছু মনে করো না। আমি মদ খাচ্ছি। (মদ্যপান) যাক্— আগুন নিভে গেছে। বন্ধু, তুমি রাজকুমারকে দেখবে বলছিলে, তবে আজই দেখে নাও।

মালা। প্রতাপকে দেখবে ? দাঁড়াও আমি আনছি।

[প্রস্থান

ভবঘুরে। তুমি কুমারকে দেখ বন্ধু, আমি যাই।

চন্দন। কোথা যাচ্ছ ভবঘুরে ?

ভবঘুরে। শ্মশানে। দেবীর চিতায় প্রণাম করে শত্রুধ্বংসের শক্তি প্রার্থনা করতে।

চন্দন। তোমার আবার শত্রু আছে নাকি ভবঘুরে ?

ভবঘুরে। আছে সেনাপতি। সেই শত্রুই আমার জীবনকে ছন্নছাড়া করেছে। স্বার্থের ছুরিকাঘাতে আমার জীবনকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত।

চন্দন। কে সেই শত্রু ?

ভবঘুরে। চিনতে পারবে সেদিন—যেদিন প্রকাশ্য রাজসভায় আমি নিজের হাতে তার মুখোস খুলে দোব। সে শুধু আমার শত্রু নয়। তোমার, মহারাজের, মহারাণীমার—সমগ্র প্রজাগণের শত্রু সে।

চন্দন। তুমি সত্যিই পাগল ভবঘুরে।

ভবঘুরে। পাগল আমি ছিলুম না সেনাপতি। আমারও রূপ ছিল,

গুণ ছিল, সংসার ছিল, আর ছিল মস্তবড় পরিচয়। একদিন সেই শত্রুর একটি আঘাতেই সব হারিয়ে গেল। সেদিন হতে পরিচয় হলো আমার —পাগল মাতাল ভবঘুরে।

[প্রস্থান

চন্দন। মদ খেয়ে খেয়ে ভবঘুরের মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে। কি সব আবোল তাবোল বলে গেল।

প্রতাপকে লইয়া মালা আসিল

মালা। চন্দন, দেখ—দেখ, প্রতাপ কেমন হাসছে!

শিবশঙ্কর। বাঃ, সুন্দর! আমাকে একটিবার দেবে? রাজকুমারকে আমি একবার কোলে—না—না, তোমার কোলেই থাক্।

মালা। কেন—কোলে নাও না।

শিবশঙ্কর। না, ভিখারী আমি—রাজার ছেলেকে কোলে করবার অধিকার আমার নেই। আমি কুমারকে কোলে নিয়েছি শুনলে মহারাণী রাগ করবে না? কি নাম বললে?

মালা। প্রতাপনারায়ণ।

শিবশঙ্কর। বাঃ! যেমন দেখতে, তেমনি নামও হয়েছে। বড় হলে মহারাজ মহারাণীর মতই এর প্রতাপ হবে। ওর করুণার ছায়াতলে আশ্রয় নেবে আমার মত কত দীন ভিখারী। আমি যাই—

চন্দন। যেও না। তোমাকে মহারাণী ডেকেছেন।

শিবশঙ্কর। পাঠান-সেনাপতি ওসমানের দম্ভ চূর্ণ না করে আমি আর ভুরিশ্রেষ্ঠপুর ছেড়ে কোথাও যাবো না। ভবঘুরেকে বলেছি—মহারাজকে বলে আমাকে সৈনিকের কাজ দিতে।

চন্দন। বীর তুমি, সামান্য সৈনিকের কাজ নেবে?

শিবশঙ্কর। দেশরক্ষার জন্য আমরা তো সবাই সৈনিক সেনাপতি। তুমি আমি মহারাজ মহারাণী—সবারই ব্রত এক। সবার লক্ষ্য—দেশের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। ভবঘুরে বলেছে—মহারাজকে বলে কালই আমাকে কাজে ভর্ত্তি করে নেবে। আচ্ছা, এবার আমি আসি।

মালা। তুমি প্রাসাদে থাকো।

শিবশঙ্কর। ভিখারীর আশ্রয় তো প্রাসাদে নয়—বৃক্ষতল।

মালা। কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি শিক্ষিত। তোমার এত গুণ থাকতে এমন দীনভাবে জীবন কাটাচ্ছ কেন?

শিবশঙ্কর। কুকর্ম্মের জন্য।

চন্দন ও মালা। কুকর্ম্ম!

শিবশঙ্কর। হ্যাঁ। জান তো—কর্ম্ম অনুযায়ী মানুষ ফল ভোগ করে? আমিও তাই ভিখারী হয়ে ভোগ করছি সেই কুকর্ম্মের শাস্তি।

[প্রস্থান

চন্দন। আশ্রয় নিলে না, চলে গেল।

মালা। গেলেও আমাদের শত্রু নয়, বন্ধু।

[প্রস্থান

চন্দন। হ্যাঁ, তার প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু ভেবে ঠিক করতে পারছি না—বাহুতে যার অসীম শক্তি, হৃদয়ে যার দুর্জ্জয় সাহস, মস্তকে যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সে এমনি ভাবে ভিখারীর বেশে ঘুরে বেড়ায় কেন? কে এই ভিখারী, আর কেই বা ওই ভবঘুরে?

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

চতুর্ভুজ বলিতেছিল

চতুর্ভুজ। কে এই ভবঘুরে? বাবাজীদের ভয় দেখিয়ে আমার ষড়যন্ত্রের কথা সব জেনে নিয়েছে? ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার পিছনে। এত চেষ্টা করেও তার পরিচয় জানতে পারিনি। যাক্— চতুর্ভুজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হতে সে নিজেকে বেশী দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে না। যে জাল পেতেছি, সেই জালে শুধু ভবঘুরে নয়—সবাইকেই আবদ্ধ হতে হবে। (পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিল) পাঠান-সেনাপতি ওসমান আমার মনস্কামনা পূর্ণ করবে। যত পড়ছি ততই মন আনন্দে নেচে উঠছে। কে? (পত্র লুকাইতে চেষ্টা)

ছন্নছাড়া বেশে মহিমা আসিল

মহিমা। আমি।

চতুর্ভুজ। তুমি আমার কক্ষে এলে কেন?

মহিমা। তোমার পাঠান-বন্ধুর চিঠি শুনতে। ওই যে তোমার হাতে রয়েছে।

চতুর্ভুজ। মহিমা!

মহিমা। হা-হা-হা, ধরা পড়ে গেছ! তাই হয়। পাপ কাজ কখনও চাপা থাকে না। এমনি ভাবেই সে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

(প্রস্থানোদ্যতা)

চতুর্ভুজ। কোথা যাচ্ছ ?

মহিমা। মহারাণীর কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে।

চতুর্ভুজ। তোমাকে মহারাণীর কাছে যেতে মানা করেছিলুম না ?

মহিমা। তা করেছিলে। কিন্তু শিক্ষা আমাকে শেষ করতেই হবে। ভয় নেই—তোমার পাঠান-বন্ধুর চিঠির কথা আমি প্রকাশ করবো না। তুমি যত পার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার কর। স্বার্থের ছুরিতে ভাল করে ধার দাও। অন্নদাতা প্রভুকে হত্যা করবার জন্যে—শয়তানের মূর্তিতে এগিয়ে যাও উদ্দেশ্যের পথে। শুধু যাবার আগে একবার উপর দিকে চেও। হা-হা-হা—বুঝতে পারলে না আমার কথা ? শোন, তুমি যতই চেষ্টা কর, সবার উপরে যার আসন—সেই রক্ষা করবে রাজবংশকে। সেই ভেঙ্গে দেবে তোমার সোনার স্বপন।

চতুর্ভুজ। স্তব্ধ হও স্বেচ্ছাচারিণী।

মহিমা। আমি স্বেচ্ছাচারিণী! চিরদিন পতি পরম গুরু জ্ঞানে তোমার পূজা করেছি। দুঃখে দিয়েছি সান্ত্বনা, ব্যাধিতে করেছি সেবা, সুস্থ জীবন কামনায় দেবতার চরণে করেছি কত প্রার্থনা। আমি বেসেছি ভাল, তুমি করেছ মিথ্যার অভিনয়। আমি দিয়েছি পূজা, তুমি করেছ কশাঘাত। তবুও আমি স্বেচ্ছাচারিণী ? বাঃ—বাঃ পতি-দেবতা, চমৎকার তোমার দেবত্ব!

চতুর্ভুজ। মহিমা!

মহিমা। তোমার নির্য্যাতনে মহিমা পাগল হয়ে গেছে স্বামী, কিন্তু তার নারীত্বের মহিমা এতটুকুও ম্লান হয়নি। চেয়ে দেখ—তোমার কশাঘাতে তার বাইরের রূপ মলিন হয়ে গেলেও অন্তর তার কত উজ্জ্বল।

চতুর্ভুজ। তোমার পাগলামি শুনতে চাই না।

মহিমা। শুনলে ভাল হতো। শুনলে না— দুঃখ পাবে। সে দুঃখ

কেমন জানো? আমার দুঃখের শতগুণ। হা-হা-হা, অবাক হচ্ছো! না—না, মিছে হবে না মুনির শাপ আর মনস্তাপ; ফলবেই ফলবে। হা-হা-হা—(প্রস্থানোদ্যতা)

চতুর্ভুজ। মহিমা, শোন।

মহিমা। এমন মিষ্টি সুরে ডাকলে কেন? অনেক দিন তো এ সুর শুনিনি?

চতুর্ভুজ। তোমার কথায় নিজের ভুল আমি বুঝতে পেরেছি মহিমা।

মহিমা। সত্যি বলছো?

চতুর্ভুজ। বিশ্বাস না হয়—

মুরলী আসিল

মুরলী। মা—মা—

চতুর্ভুজ। মুরলীর মাথা ছুঁয়ে দিব্বি করছি।

মহিমা। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করলে। মহিমার ভাগ্য কি সত্যিই ফিরলো?

মুরলী। মা!

মহিমা। মুরলী!

মুরলী। রাজবাড়ী যাবে না মা? রাণীমা যে তোমাকে যেতে বলেছে।

মহিমা। এই যে যাচ্ছি বাবা। হ্যাঁগা, তাহলে আর মানা করবে না?

চতুর্ভুজ। না। ভুল যখন ভেঙ্গেছে, তখন আর মানা করবো কেন? তুমি মহারাণীর কাছে অস্ত্র শিক্ষা কর আর আমি শিক্ষা দিই মুরলীকে।

মুরলী। মা, বাবার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করে আমি—

গান

ধরি তরবারি শাসিয়া বৈরী দেশেতে আনিব শান্তি ।
ঘুমন্তে জাগাবো দুর্ব্বলে তুলিব টুটাইয়া মোহ ভ্রান্তি ॥
জন্মভূমির রাখবো সোনা,
আমরা মায়ের লক্ষ সেনা,
জীবন নোব কিম্বা দোব, দোব না মাটি এক ক্রান্তি ॥

চতুর্ভুজ। হ্যাঁ মহিমা, আমি বলছিলুম—এমন ছন্নছাড়া বেশে না গিয়ে—

মহিমা। বেশ, কাপড়টা বদলে আসি।

চতুর্ভুজ। তাহলে, মুরলীর জামাটাও বদলে দিও মহিমা।

মুরলী। আমি সেই পূজোর জামাটা পরবো মা।

মহিমা। আচ্ছা, আয়।

চতুর্ভুজ। তোমরা তৈরী হওগে—আমি নিজে তোমাদের রাজ-বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

মহিমা। আচ্ছা। ভগবান! আঁধার ঘরে আলো জ্বেলেছ, এ আলো যেন নিভিয়ে দিও না প্রভু।

[মুরলীর হাত ধরিয়া প্রস্থান

চতুর্ভুজ। হা-হা-হা—বুদ্ধিহীনা নারী! যতই শিক্ষা দীক্ষা লাভ কর, পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় জয়ী হতে পারবে না। (অলক্ষ্যে একটি সুর বাজিল) ওই—আশার বাঁশরী বাজছে। কামনাসুন্দরী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি যাবো সুন্দরী—সম্মুখের বাধা সরিয়ে দিয়ে ছুটে যাবো আমি তোমারই নির্দ্দেশিত পথে।

[প্রস্থান

মহিমা। (নেপথ্যে) স্বামী—স্বামী—

মুরলী। (নেপথ্যে) বাবা—বাবা—

অট্টহাস্যে চতুর্ভুজ আসিল

চতুর্ভুজ। বধির—বধির, আমি শুনবো না তোমাদের আর্তনাদ! ওইভাবে গৃহে বদ্ধ করে রেখে অনাহারে হত্যা করবো তোমাদের মাতা-পুত্রকে।

মহিমা। (নেপথ্যে) স্বামী—স্বামী—

মুরলী। (নেপথ্যে) বাবা—বাবা—

চন্দন আসিল

চন্দন। সেনাপতি মশাই।

চতুর্ভুজ। কে, চন্দন? এস—এস।

চন্দন। ওঘরে কারা আর্তনাদ করছে সেনাপতি মশাই?

চতুর্ভুজ। মুরলী আর তার মা।

চন্দন। কি হয়েছে?

চতুর্ভুজ। ভীষণ অসুখ।

চন্দন। ও, কবিরাজ ডেকেছেন তো?

চতুর্ভুজ। হ্যাঁ, ওষুধও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাথার যন্ত্রণা কমছে না। ওই ভাবে দিনরাত্রি চিৎকার করছে। তা—হঠাৎ যে এসে পড়লে চন্দন?

চন্দন। মহারাজ আপনাকে ডেকেছেন।

চতুর্ভুজ। কেন?

চন্দন। বাবাজীরা হরিনামে ছাউনাপুর-দুর্গের সৈন্যদের একেবারে বিভোর করে তুলেছে।

চতুর্ভুজ। বা রে হরিনামের গুণ! হ্যাঁ, শীগগির এর ব্যবস্থা করতে হবে চন্দন।

চন্দন। তার জন্যই মহারাজ আপনাকে ডেকেছেন। তিনি নস্কর-ডাঙ্গা-দুর্গে আর আপনি ছাউনাপুরে গিয়ে বন্দী করবেন বাবাজীদের।

চতুর্ভুজ। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু চন্দন, আমার এই দুঃসময়ে কি করে যাবো?

চন্দন। আচ্ছা, আমি মহারাজকে আপনার বিপদের কথা জানাবো।
(প্রস্থানোদ্যত)

চতুর্ভুজ। হ্যাঁ, চন্দন, তোমার বিবাহের দিনস্থির হলো কবে?

চন্দন। পাঁচুই ফাল্গুন। [প্রস্থান

চতুর্ভুজ। এই চন্দন আমার পথের কণ্টক।

সন্ন্যাসীবেশে দুর্গম খাঁ আসিল

দুর্গম। কণ্টক সরিয়ে ফেলুন সেনাপতি।

চতুর্ভুজ। আসুন খাঁ সাহেব। আমার পত্র তাহলে পেয়েছিলেন?

দুর্গম। পত্র পেয়েই জনাব আমাকে পাঠালেন। এই নিন্ পত্র আর পিস্তল।

চতুর্ভুজ। ধন্যবাদ। শত্রুর মৃত্যুবাণ তৈরী হয়ে গেল; এইবার শত্রুকে আয়ত্তে আনতে পারলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। আপনার ছদ্মবেশ নিখুঁত হয়েছে খাঁ সাহেব।

দুর্গম। এ দিকের ব্যবস্থা?

চতুর্ভুজ। সব ঠিক। আপনাকেও যেতে হবে।

দুর্গম। সর্ব্বনাশ। রাণীর যা প্রতাপ! ভয়ে ভয়ে আল্লার নাম স্মরণ করতে করতে গ্রামে ঢুকেছি।

চতুর্ভুজ। ভয় নেই! আগে পথ মুক্ত করবো। তারপর ছিনিয়ে নোব আপনাদের কামনার রত্নকে।

দুর্গম। ওকি! ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—কেউ আসছে নাকি?

চতুর্ভুজ। মনে হয় কেউ সংবাদ দিতে আসছে।

দুর্গম। কিসের সংবাদ?

চতুর্ভুজ। যে সংবাদে আমাদের কার্য্যোদ্ধারের পথ সহজ হবে।

ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। সেনাপতি মশাই—নমস্কার!

চতুর্ভুজ। এস ভবঘুরে। (স্বগত) শিকার সম্মুখে। (প্রকাশ্যে) তুমি বুঝি ঘোড়ায় চড়তে জানো ভবঘুরে?

ভবঘুরে। ভবঘুরে জানে না এমন কাজই নেই।

চতুর্ভুজ। বটে! তুমি তাহলে সব জান্তা!

ভবঘুরে। আজ্ঞে, দলে নিয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখুন।

চতুর্ভুজ। দল! কাদের দল ভবঘুরে!

ভবঘুরে। এই আপনাদের।

চতুর্ভুজ। হা-হা-হা, তুমি খুব রসিক লোক ভবঘুরে!

ভবঘুরে। আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনুন, মহারাজ আমাকে পাঠালেন—আপনার নাকি খুব বিপদ? তাই মহারাজ নিজে নস্করডাঙ্গা যাবেন—আর ছাউনাপুর যাবেন সেনাপতি চন্দন আর মহারাণী।

চতুর্ভুজ। যাক্, দুর্ভাবনা গেল। বাবাজীরা এবার জব্দ হবে। হ্যাঁ, আমি যেতে পারলাম না শুনে মহারাজ রাগ করেন নি তো!

ভবঘুরে। রাগ করবেন কি—আপনার স্ত্রী-পুত্রের অসুখ শুনে খুব

চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ; এবং বলেছেন যেন ভালভাবে চিকিৎসা করানো হয়।

চতুর্ভুজ। মহারাজের অসীম করুণা।

ভবঘুরে। এই সাধু বাবাকে তো কখনও দেখিনি ?

চতুর্ভুজ। উনি নতুন এসেছেন।

দুর্গম। এতদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরছিলুম।

ভবঘুরে। তাইতো, সাধু বাবাকে প্রণাম করবো না সেলাম করবো ?

চতুর্ভুজ। হিন্দু হয়ে হিন্দুকে সেলাম করবে কি ভবঘুরে ?

ভবঘুরে। সাধু বাবাকে যে হিন্দু বলে মনে হয় না সেনাপতি। দাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে—পাঠান।

চতুর্ভুজ। (স্বগত) চিনে ফেলেছে। (প্রকাশ্যে) কি বলছো ভবঘুরে ?

ভবঘুরে। শুধু বলছি না, এখুনি মহারাজকে ডেকে এনে—দেখাবো।

(গমনোদ্যত)

(চতুর্ভুজ দুর্গমখাঁকে ইঙ্গিত করিল ; দুর্গম খাঁ পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল)

ভবঘুরে। একি ! আমার পথরোধ করলে কেন পাঠান ?

চতুর্ভুজ। তোমাকে হত্যা করবো বলে। (পিস্তল ধরিল)

ভবঘুরে। হত্যা করবেন ?

চতুর্ভুজ। হ্যাঁ, জল্লাদকে দিয়ে বধ্য ভূমিতে—এই পত্র আর পিস্তলের দ্বারা তোমাকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করে। পত্রটা একবার পড়ে দেখ। সন্ন্যাসীবেশে দুর্গম খাঁকে পিস্তল নিয়ে আসবার জন্য তুমি ওসমানকে পত্র দিয়েছিলে। তার উত্তরে পত্র আর পিস্তল ওসমান তোমাকে পাঠিয়েছে।

ভবঘুরে। জালিয়াৎ—শয়তান !

চতুর্ভুজ। না হলে যে পথের কাঁটা তুলতে পারবো না বন্ধু। খাঁ সাহেব, ওর ললাট লক্ষ্য করে পিস্তল ধরুন। আমি বন্দী করি। (দুর্গম খাঁ পিস্তল ধরিল, চতুর্ভুজ বন্দী করিল) আপাততঃ চল বন্ধু, আমারই ঘরে বন্দী থাকবে। আমাদের কার্য্যোদ্ধারের পর পত্র আর পিস্তল সহ তোমাকে মহারাজের কাছে হাজির করবো। (ভবঘুরেকে লইয়া গেল)

ভবঘুরে। ওঃ, ভগবান ! একি আমার ললাট-লিপি। [প্রস্থান

দুর্গম। পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে হচ্ছে। শত্রু সহজেই করায়ত্ত হয়েছে। কিন্তু কে এই ভবঘুরে ? সেনাপতি চতুর্ভুজ একে হত্যা করতে চায় কেন ?

চতুর্ভুজ আসিল

চতুর্ভুজ। খাঁ সাহেব, আপনার সৈন্য ?

দুর্গম। সন্ন্যাসীবেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে।

চতুর্ভুজ। অশ্ব ?

দুর্গম। দামোদর তীরপার্শ্বস্থ জঙ্গলে বাঁধা আছে।

চতুর্ভুজ। আপনি তাহলে প্রস্তুত হয়ে নিন।

দুর্গম। আর কোন বাধা নেই তো ?

চতুর্ভুজ। না। ভুরিশ্রেষ্ঠের সিংহাসন লাভের জন্য ঘরের বাধাকে গৃহবদ্ধ করেছি, মহারাণীর জীবনে বিপর্য্যয় আনতে রচনা করেছি কৌশলের জাল। বিনয়, নম্রতা ও প্রভুভক্তির গুণে মহারাজকে মুগ্ধ করে তাঁর অন্তরে জ্বেলেছি বিশ্বাসের আলো। এবার অন্তরাল হতে বিপদের ঝঞ্ঝা তুলে—বন্ধু ও রক্ষকদের হত্যা করে নিভিয়ে দোব তার জীবন-দীপ। তার পর—হে বন্ধু, শৃঙ্খলিত করে তোমাদের হাতে তুলে দোব বন্ধুত্বের পুরস্কার। [উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ছাউনাপুর

দুর্গের সম্মুখ

একতারা হাতে চৈতন্য ও করতাল হাতে নগণ্য আসিল

চৈতন্য। পুরস্কার নিতে এবার উড়িষ্যা চল ভক্ত।

নগণ্য। পুরস্কার ভাগ্যে নেই প্রভু।

চৈতন্য। কেন রে ভক্ত?

নগণ্য। আমার বাঁ চোখ ধেই ধেই করে নাচছে। লক্ষণ মোটে ভাল নয়।

চৈতন্য। নির্ভয় রে ভক্ত! নামসুধা পান করে দুর্গের সৈন্যেরা ভাবে বিভোর। লক্ষণ ভাল। পুরস্কারের আনন্দে তোর চক্ষু নৃত্য আরম্ভ করেছে।

নগণ্য। সব সৈন্যেরা যে এখনও নাম-সাগরে ডোবেনি প্রভু। বিশেষ করে নতুন সৈনিক।

চৈতন্য। ডুববে রে ভক্ত, একে একে ধীরে ধীরে একটু একটু করে নাম-সাগরের অতলে তলিয়ে যাবে। ও-হো-হো, কি প্রেম দয়াল নিতাই এনেছিল!

নগণ্য। হায় প্রভু!

চৈতন্য। কি হলো ভক্ত, হায় হায় করছিস কেন?

নগণ্য। নিতাই সবাইকে ডোবালে, আর কূলে পড়ে রইনু শুধু আমি।

চৈতন্য। থাকবি না ভক্ত। ভক্তিভরে গুরুপদরজঃ খা। গুরু গোবিন্দের কৃপা পাবি।

নগণ্য। পদরজঃ মানে—পায়ের ধূলো ? ওয়াক্ !

চৈতন্য। কি হলো ভক্ত ? পদরজঃ নে। (পা তুলিল)

নগণ্য। পা দেখেই বমি আসছে প্রভু ! আপনার পায়ে যে শ্বেত কুষ্ঠ রয়েছে। ধূলো খেলে যদি আমার মুখটা ওই রকম সাদা হয়ে যায় ? কবিরাজ বলে—

চৈতন্য। আরে রাখ তোর কবিরাজ ! ধুলো নে—তরে যাবি।

নগণ্য। নাম করলে কৃপা হবে না প্রভু ?

চৈতন্য। গুরুপদরজে অভক্তি ! মরবি পাষণ্ড।

নগণ্য। মরি—নাম করেই মরবো প্রভু। আপনি নাম ধরুন।

চৈতন্য। তবে ভক্তিভরে নামসুধা পান কর ভক্ত।

(একতারা ও করতাল বাজাইয়া গাহিল)

গান

হরিনামামৃত পান কর সবে ভাই।
এমন নামের তুলনা নাই।

রুদ্রমূর্ত্তিতে হরিপদ আসিল

হরিপদ। বন্ধ কর হরিনাম গান।

(ভয়ে উভয়ের হাত হইতে একতারা ও করতাল পড়িয়া গেল)

চৈতন্য। এ্যাঁ—আপনি—(কম্পন)

হরিপদ। দুর্গমধ্যে হরিনাম প্রচার করছো কার আদেশে ?

চৈতন্য। প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে।

নগণ্য। প্রভু গাইছেন বলে আমি গাইছি, নইলে গাইতুম না।

হরিপদ। সত্য বল—সৈন্য-দুর্গে নাম প্রচার করতে কে তোমাদের পাঠিয়েছে ?

চৈতন্য। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

সশস্ত্র ভবশঙ্করী ও চন্দন আসিল

ভবশঙ্করী। কই, কোথায় সেই বৈষ্ণবদ্বয়। একি! গুরুদেব! আপনি বর্দ্ধমান হতে কখন ফিরলেন? (চন্দন ও ভবশঙ্করী পদধূলি লইল)

হরিপদ। এইমাত্র আসছি মা। বাশুড়ীতে তোমার ভবানী-মন্দির নির্ম্মাণের কাজ শেষ হলো কিনা দেখবার জন্য রাজধানী না গিয়ে এখানে এলুম। দেখি, এই ভণ্ড বৈষ্ণবরা হরিনামে সৈন্যদুর্গ একেবারে নবদ্বীপ করে তুলেছে।

চন্দন। সেদিন মহারাজকে এরাই বৈষ্ণব সাজাচ্ছিল। আদেশ দিন মহারাণী, আমি এদের বন্দী করি।

চৈতন্য। আজ্ঞে আমরা—

নগণ্য। বাংলা ছেড়ে উড়ি—

(চৈতন্য নগণ্যের মুখ চাপা দিল)

ভবশঙ্করী। বলতে দাও—(সবেগে অস্ত্র কোষমুক্ত করিল)

চৈতন্য। গৌরসুন্দর। (কম্পন)

ভবশঙ্করী। বল—কোথায় যাবে?

নগণ্য। উড়িষ্যায় যাবো—পুরস্কার নিতে।

চৈতন্য। ভক্তরে, বলিস না—

নগণ্য। প্রভু, অনেক মিথ্যা বলেছি আর বলবো না। এবার সত্য বলবো, সত্য পথেই চলবো; যা হয় হবে। শুনুন মহারাণী, আমরা উড়িষ্যার পাঠান-সেনাপতির কাছে যাবো পুরস্কার নিতে।

ভবশঙ্করী। তোমরা ওসমান-প্রেরিত? চন্দন, বাবাজীকে বন্দী কর:

চৈতন্য। এ কি সর্ব্বনাশ করলি রে ভক্ত !

(চন্দন চৈতন্যকে বন্দী করিল)

নগণ্য। মহারাণী, আমি সত্য বলেছি—

ভবশঙ্করী। সত্য বলার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম।

নগণ্য। আপনার জয় হোক। (প্রণাম করিল) মহারাণী, আমাকে যখন ক্ষমা করলেন, তখন আমাকে একটা কাজ দিন।

ভবশঙ্করী। কাজ দোব। আজ হতে তুমি হরিভক্ত বাঙ্গালীর হাত থেকে হরিনামের করতাল কেড়ে নিয়ে, তুলে দেবে—আত্মরক্ষা ও দেশ-রক্ষার অসি। আর তাদের বুঝিয়ে দেবে—বাংলা বাঁশীর দেশ নয়, অসির দেশ।

নগণ্য। বাঃ! বেশ কথাটা বলেছেন মহারাণী। বাংলা বাঁশীর দেশ নয় অসির দেশ। আমি যাচ্ছি মহারাণী। প্রণাম। প্রভু হে, যদি পারেন, তাহলে মহারাণীর পায়ে ধরে ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে বাঁশী ছেড়ে অসি ধরুন। নইলে পচে মরুন অন্ধকার কারাগারে। (প্রস্থানোদ্যত)

চৈতন্য। আমি পচে মরবো, কিন্তু তুইও ঘুমন্ত বাঙ্গালীকে জাগাতে পারবি না নগণ্য।

নগণ্য। নিশ্চয় পারবো। বাঁশীর সুরে ঘুমিয়ে গেলেও আবার জেগে উঠবে তারা অসির ঝনৎকারে। [প্রস্থান

ভবশঙ্করী। চন্দন, বন্দীকে আপাততঃ দুর্গমধ্যে রুদ্ধ কর।

হরিপদ। দুর্গে রাখলে আবার যে সবাইকে হরিনামে মাতিয়ে তুলবে মা।

চন্দন। না গুরুদেব, দুর্গে আছে মহারাজের নব নিযুক্ত দেশভক্ত সৈনিক। এস বাবাজী। (চৈতন্য একতারা তুলিতে গেল) ওতে হাত দিও না বাবাজী! এস—

চৈতন্য। গৌরসুন্দর, শেষে এই করলে! পুরস্কার থেকে তিরস্কার!

ভবশঙ্করী। শুধু তিরস্কার নয় বাবাজী। দেশদ্রোহিতার শাস্তি—যাবজ্জীবন কারাবাস।

[চন্দন চৈতন্যকে লইয়া গেল

হরিপদ। তুমি একা এসেছ মা, রুদ্র আসেনি?

ভবশঙ্করী। তিনি নস্করডাঙ্গা-দুর্গ পরিদর্শন করে ছাউনাপুরে আসবেন।

অদূর হইতে আহত রুদ্রনারায়ণ বলিতে বলিতে আসিল, তাহার কপালে রক্ত ঝরিতেছিল।

রুদ্রনারায়ণ। শঙ্করী—শঙ্করী!

ভবশঙ্করী। এই মহারাজ আসছে। একি! তোমার কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে কেন? কি হয়েছে মহারাজ? কালু কোথায়?

রুদ্রনারায়ণ। আসছে। গুরুদেব, আপনি কখন এসেছেন?

হরিপদ। কিছুক্ষণ আগে। কেউ তোমাকে আঘাত করেছে নাকি রুদ্র?

রুদ্রনারায়ণ। না গুরুদেব। নস্করডাঙ্গা হতে আমার অশ্ব যখন বিদ্যুৎ-বেগে ছাউনাপুরের দিকে ছুটে আসছিল, তখন—(ভবশঙ্করী আঁচল দিয়া রক্ত মুছাইল) পথিপার্শ্বস্থ অরণ্য হতে একটা শর এসে বিদ্ধ হলো আমার অশ্বের গলায়।

ভবশঙ্করী। নিশ্চয়ই কোন গুপ্তশত্রু তোমাকে হত্যা করবার জন্য—অলক্ষ্য হতে শর নিক্ষেপ করেছিল।

রুদ্রনারায়ণ। তাই হবে শঙ্করী। শরে তাই বিষ মাখানো ছিল।

হরিপদ। বিষ ছিল!

রুদ্রনারায়ণ। তীব্র বিষ। শর বিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব চিৎকার

করে পড়ে গেল। আমিও অশ্ব পৃষ্ঠ হতে ছিট্‌কে পড়লুম একটা গাছের গোড়ায়। মাথায় ভীষণ আঘাত লাগলো। অশ্বটা মারা গেল। কালু পশ্চাতে ছিল, অশ্ব থেকে নেমে আমাকে তুললো। সেই সময় দুজন পথিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে তাদের সঙ্গে ছাউনাপুরে পাঠিয়ে দিয়ে সে গেল গুপ্তঘাতকের সন্ধানে। ওঃ—

একহাতে তরবারি অন্যহাতে ছিন্নশির লইয়া কালু আসিল

কালু। শত্রুর মাথা এনেছি মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। ঘাতককে তুমি হত্যা করেছ কালু?

কালু। হ্যাঁ মহারাজ। তোমাকে আঘাত করার শোধ নিয়েছি।

ভবশঙ্করী। চেনো কালু, কে এই গুপ্তঘাতক?

কালু। চিনি রাণীমা! এ আমার ছেলে রতন।

ভবশঙ্করী ও রুদ্রনারায়ণ। তোমার ছেলে!

হরিপদ। বাপ হয়ে ছেলেকে হত্যা করলে কালু?

কালু। হ্যাঁ ঠাকুর, বেইমানকে বলি দিয়ে আমার রাজাকে রক্ষা করলুম। মহারাজ, রতন টাকার লোভে বেইমান হয়ে তোমাকে খুন করতে বিষ মাখান তীর মেরেছিল। আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়ে, তার খোঁজে যাই। কিছুদূর গিয়ে দেখি রতন পালাচ্ছে। আমি বাঘের মত তার উপর লাফিয়ে পড়ি। জানের ভয়ে সে আমার পায়ে ধরে কাঁদে।

রুদ্রনারায়ণ। তবু তাকে ক্ষমা করলে না কালু?

কালু। না; তরবারির এক কোপে ধড় থেকে তার মাথাটা নামিয়ে দিলুম। ওঃ, বেটা জান দিলে, তবু কে তাকে পাঠিয়েছে তার নাম বললো না। যদি বলতো, তাহলে এই রক্তমাখা তরবারিতে তার মাথাটাও

কেটে এনে আমার রাজার পায়ে পূজো দিতুম। কিন্তু তা হলো না—আসল বেইমানটা আড়ালেই রয়ে গেল। আমি আসি মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। কোথা যাচ্ছ কালু?

কালু। রতনের মাকে খবর দিতে।

হরিপদ। পুত্রশোকাতুর জননীকে কি বলে তুমি সান্ত্বনা দেবে কালু?

কালু। বলবো—নকল রতনের জান নিয়ে আসল রতনের জান বাঁচিয়েছি। রতন বিনে তোর ঘর আঁধার হয়ে গেল, কিন্তু এই রতনের আলোয় আলো হয়ে রইলো দেশের বুক। তোর রতনের মত লাখ লাখ রতন বলি দিলেও এমন রতন আর পাওয়া যেত না। আমার কথা সে বুঝবে না ঠাকুর? নিশ্চয়ই বুঝবে। রতন কেড়ে নিয়ে আমি তাকে মাণিক দোব।

ভবশঙ্করী। মাণিক কি কালু?

কালু। ধর্ম্ম রাণীমা। যাকে বুকে পেয়ে আমি হিংসা ভুলেছি—যার হুকুমে বলি করেছি রতনকে—সেই ধর্ম্মই আমার সাত রাজার ধন মাণিক। এই মাণিক আমার বৌকে ভোলাবে—আমার বুকের আগুন নেভাবে—এই রতনের জান বাঁচাতে আমার মনে শক্তি দেবে। আমি আসি মহারাজ, বৌকে ভুলিয়ে আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে।

[প্রস্থান

হরিপদ। কালুর মত রাজভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ মানুষ সংসারে বিরল।

ভবশঙ্করী। চল মহারাজ। শত্রু তোমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল, না জানি আমার আর কি সর্ব্বনাশের চেষ্টা করছে। সেনাপতি চতুর্ভুজের বাড়ীতে বিপদ—চন্দনকে নিয়ে এসে হয়তো আমি ভুল করেছি।

চন্দন আসিল

চন্দন। কেন মহারাণী? একি মহারাজ, আপনি আহত? এখানে কার ছিন্নশির পড়ে রয়েছে?

ভবশঙ্করী। গুপ্তঘাতকের।

চন্দন। গুপ্তঘাতক!

ভবশঙ্করী। কালুর পুত্র রতন। মহারাজকে হত্যা করতে বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করেছিল। মহারাজের জীবন রক্ষা হয়েছে। তুমি রাজধানী যাও চন্দন। প্রাসাদে আছে প্রতাপ আর মালা।

ঝঙ্কার আসিল

ঝঙ্কার। মালা পাঠান-কবলে।

সকলে। পাঠান-কবলে মালা!

ভবশঙ্করী। কবি, প্রকাশ্যে দিবালোকে সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ হতে পাঠানরা কেমন করে হরণ করলো মালাকে?

ঝঙ্কার। প্রাসাদ-রক্ষিণীরা বললে পাঠান সন্ন্যাসীর বেশে প্রাসাদে প্রবেশ করে সংবাদ দেয় মহারাজের জীবন বিপন্ন। তুমি তাকে আনতে সন্ন্যাসীকে পাঠিয়েছ। তাই—

ভবশঙ্করী। ওঃ, শয়তান! হ্যাঁ, সেনাপতি চতুর্ভুজ—

ঝঙ্কার। তিনি এই বিপদের কথা শুনেই পাঠানের পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। আবার মালার সঙ্গে ভবঘুরেও নিরুদ্দেশ হয়েছে।

[প্রস্থান

ভবশঙ্করী। এই দুর্দিনে ভবঘুরেও নিরুদ্দেশ হলো!

রুদ্রনারায়ণ। মালাকে আর পাবে না শঙ্করী! আমার ভাগ্যের

কূলে ভাঙ্গন ধরেছে। দুর্ভাগ্যের প্লাবন শুধু মালাকে নয়, একে একে সবাইকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হলো না শঙ্করী, মালা-চন্দনের শুভ পরিণয় আর হলো না।

ভবশঙ্করী। স্থির হও মহারাজ। বীর তুমি, সামান্য আঘাতে এমন ধৈর্য্যহারা হয়ো না।

হরিপদ। আমি বুঝতে পারছি না, সেনাপতি রাজধানীতে থাকা সত্ত্বেও মালা লুণ্ঠিত হলো কি করে?

চন্দন। সেনাপতির স্ত্রীপুত্রের ভীষণ অসুখ গুরুদেব।

হরিপদ। হলেও তাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে চন্দন। একই সময়ে রুদ্রনারায়ণ আহত হলো—মালা হলো লুণ্ঠিতা—ভবঘুরে হলো নিরুদ্দেশ। আমার মন বলছে—এ সেই চতুর্ভুজের ষড়যন্ত্র।

রুদ্রনারায়ণ। না গুরুদেব। চতুর্ভুজ ধার্ম্মিক সত্যবাদী। আমি কোনদিন তার চরিত্রে এতটুকু দোষ দেখিনি।

হরিপদ। গৌড়ের সেনাপতিকে রাজা লক্ষ্মণসেন পরম বিশ্বাসী বলে মনে করতো রুদ্র। তার সেই ভুল ভাঙ্গলো সেদিন—যেদিন সেনাপতির নিমন্ত্রণে বক্তিয়ার আক্রমণ করলো গৌড়ের রাজপ্রাসাদ। আমি যাচ্ছি মা, তুমি রুদ্রকে নিয়ে এস। রাজধানীতে পৌঁছে গৃহশত্রুকে খুঁজে বার করতে হবে। সন্ধান করতে হবে ভবঘুরের। উড়িষ্যা আক্রমণ করে উদ্ধার করতে হবে কুমারী মালাকে।

[প্রস্থান

চন্দন। আমাকে আদেশ দিন মহারাজ, আমি মালার উদ্ধারে যাত্রা করি।

ভবশঙ্করী। তোমার একা যাওয়া হবে না চন্দন!

চন্দন। তবে মালার উদ্ধারে আর কে যাবে মহারাণী?

ভবশঙ্করী। আমি যাবো।

রুদ্রনারায়ণ। তুমি যাবে শঙ্করী ?

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ মহারাজ। একদিন মালাকে পাঠানের হাত থেকে রক্ষা করে আমি আশ্রয় দিয়েছিলুম। আজ সে লুণ্ঠিতা। তুমি আহত না হলে আমরা দুজনেই যেতুম তার উদ্ধারে।

চন্দন। মহারাণী, আমার শক্তিকে—

ভবশঙ্করী। বিশ্বাস করি চন্দন। তবুও আজকে আমি তোমাকে একা যেতে দোব না। আমিও যাবো মালার উদ্ধারে।

সৈনিকের বেশে শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। দাস থাকতে আপনি কেন যাবেন মহারাণী ?

ভবশঙ্করী। তুমি ?

চন্দন। নবনিযুক্ত সৈনিক।

ভবশঙ্করী। তুমিই সেই ভিখারী ?

শিবশঙ্কর। হ্যাঁ। আপনি মহারাজকে নিয়ে প্রাসাদে যান মহারাণী ; আমি সেনাপতির সঙ্গে উড়িষ্যা যাত্রা করি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—জীবন দিয়েও সতীকে উদ্ধার করে আনবো।

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ, তুমি পারবে সৈনিক। আমি তোমার বীরত্ব, শক্তি ও সাহসকে বিশ্বাস করি। যাও বীর, চন্দনকে নিয়ে মালার উদ্ধার করে রক্ষা কর বঙ্গনারীর সম্মান।

শিবশঙ্কর। মহারাণীর আদেশ পেয়েছি সেনাপতি, সৈন্যদের রণ-যাত্রার আদেশ দিন।

চন্দন। সৈন্যগণ, সত্যের ডাক এসেছে। শুভলগ্ন উপস্থিত। মাটির মাকে প্রণাম করে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত কর ধ্বংসের কৃপাণ।

নেপথ্যে। জয় মহারাজ রুদ্রনারায়ণের জয়।

চন্দন। আসি মহারাজ। (গমনোদ্যত)

শিবশঙ্কর। আপনি আগে নয় সেনাপতি, আগে যাবো আমি।

চন্দন। সৈনিক !

শিবশঙ্কর। সৈনিকের অপরাধ ক্ষমা করবেন সেনাপতি। সেদিনের যুদ্ধ আর আজকের যুদ্ধ এক নয় ভেবেই আপনাকে আমি এগিয়ে দিতে পারবো না। আপনার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই পাঠান হরণ করেছে আপনার ভাবী পত্নীকে। কামান প্রস্তুত করেছে আপনাকে হত্যা করবার জন্য। আপনাদের সীমান্তের আগে রেখে ছদ্মবেশে আমি এগিয়ে যাবো। কামানের গোলা উপেক্ষা করে পাঠানের রংমহল হতে উদ্ধার করে আনবো আপনার ভাবী পত্নীকে।

[হাত ধরিয়া প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। চন্দন—চন্দন ! তাইতো, ভাল করে ওর মুখখানা দেখা হলো না ; আর যে চন্দনকে আমি দেখতে পাবো না শঙ্করী।

ভবশঙ্করী। সামান্য আঘাতে এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়ো না স্বামী, মনকে শক্ত কর। সাহসে বুক বাঁধ, তুমি বীর, আমি বীরাঙ্গনা, দুঃখে আমরা টলবো না—বিপদে পিছিয়ে যাবো না—বিপর্য্যয়ের আঘাতে ভেঙ্গে পড়বো না। আমরা এগিয়ে যাবো—বিপদকে জয় করবো—দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝা হতে রক্ষা করবো আমাদের নিভু নিভু সৌভাগ্যের দীপকে।

[হাত ধরিয়া লইয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

প্রমোদবাগ।

স্বরাপানরত ওসমান বলিতেছিল

ওসমান। সৌভাগ্যের নিভু নিভু দীপ সেনাপতি চতুর্ভুজের সাহায্যে এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাংলা হতে বিতাড়িত পাঠান আবার অধিকার করবে বাংলার মাটি। মালা এসেছে। রাজা রুদ্রনারায়ণ এতক্ষণ বিষাক্ত শরের আঘাতে মহাঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেনাপতি বলেছে রাণী ভবশঙ্করীকে আমার হাতে তুলে দেবে—তার বিনিময়ে আমি দোব তাকে ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজসিংহাসন। হা-হা-হা, চতুর্ভুজ জানে না যে, ওসমান শুধু রাণীকেই চায় না, সে চায় বাংলার বুকে বসে নবাবী করতেও।

দুর্গম খাঁ আসিল

দুর্গম। জনাব!

ওসমান। (সুরাপান করিয়া) সব প্রস্তুত দুর্গম খাঁ?

দুর্গম। হ্যাঁ জনাব। সীমান্তের প্রবেশ-পথে সারি সারি কামান বসিয়েছি। তোরণ-পথ সৈন্যের দ্বারা রুদ্ধ করেছি। গুপ্ত সংবাদ জানবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেছি। শত্রু সীমান্তের পথে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামান গর্জ্জন করে উঠবে।

ওসমান। বহুত আচ্ছা। নজরুল কোথা?

দুর্গম। মসজিদে।

ওসমান। নারী-হরণের সংবাদ সে জানে না তো ?

দুর্গম। না। রক্ষীদের সাবধান করে দিয়েছি।

ওসমান। যাও—নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দিয়ে তুমি বাইরে অপেক্ষা কর।

[অভিবাদন করিয়া দুর্গম খাঁর প্রস্থান

ওসমান। (সুরাপান) সেদিন আমার অসাবধানতার ফলে শিবশঙ্কর উড়িষ্যায় প্রবেশ করে কালুকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু আজ এলে জান দিতে হবে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণ আসিল

নর্ত্তকীগণ। গান

প্রিয়, যৌবন-দরিয়ায়
তুফান উঠেছে আজি তরী রাখা দায়।
ওগো প্রিয় কাণ্ডারী,
কেন তব মুখ ভারী,
ভালবেসে হেসে হেসে হাল ধরি রাখ নায়।

ওসমান। ভাল লাগলো না। যাও—নতুনকে পাঠিয়ে দাও।

(অভিবাদন করিয়া নর্ত্তকীগণের প্রস্থান। ওসমানের সুরাপান)

মালা আসিল

ওসমান। এই যে, মালা এসে পড়েছে। কিন্তু মালার হাতে মালা কই ? কি দিয়ে আমাকে খুসী করবে পিয়ারী ?

মালা। লাথি মেরে।

ওসমান। নারী ! (উত্তেজিতভাবে উঠিয়া তরবারি কোষমুক্ত

করিতে গেল) না—না, তোমাকে হত্যা করবো না, ফুলের মালার মত গলায় রেখে দোব। কি পিয়ারী, কথা বল ?

মালা। আমাকে হরণ করেছ কেন ?

ওসমান। ভাল লেগেছে বলে।

মালা। আমার পিতামাতাকে হত্যা করেছ কেন ?

ওসমান। আমার ইচ্ছা।

মালা। তোমার শক্তি আছে বলে—

ওসমান। যা ইচ্ছা তাই করবো। জান তো জোর যার মুলুক তার।

মালা। গায়ের জোরে আমাকে আনতে পারনি—এনেছ কৌশলে।

ওসমান। কৌশলে বাংলাও অধিকার করবো। কিন্তু তার আগে অধিকার করবো তোমাকে। (কাছে যাইল)

মালা। (ত্বরিতে ওসমানের কটী হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া) এইবার পশু, দেখি তোমার গায়ের জোর কত। (আক্রমণোদ্যত)

ওসমান। (পিছাইয়া) দুর্গম খাঁ !

দুর্গম খাঁ আসিল

দুর্গম। জনাব ! একি, আউরত আপনার তরবারি—

ওসমান। অতর্কিতে কেড়ে নিয়েছে। তোমার তরবারিটা দাও তো দুর্গম খাঁ।

দুর্গম। অস্ত্র ফেলে দাও নারী।

মালা। তোমরাও সসম্মানে আমার পথ ছেড়ে দাও পিশাচ। নইলে বঙ্গবীরাঙ্গনা ভবশঙ্করীর শিষ্যা মালার হাতের তরবারি তোমাদের পৈশাচিকতার চরম শাস্তি দেবে।

ওসমান। (দুর্গম খাঁর কটী হইতে তরবারি লইয়া) স্তব্ধ হও নারী।

দুর্গম। আপনি অত্যধিক সুরাপান করেছেন জনাব। আমাকে অস্ত্র দিন।

ওসমান। না—আমিই নারীকে পরাজিত করবো দুর্গম খাঁ।

মালা। আয় পশু।

(উভয়ের যুদ্ধ, ওসমানের তরবারি পতন ; মালা ওসমানকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইল)

দুর্গম। (পিস্তল ধরিয়া) খবরদার! অস্ত্র ফেলে দাও নারী।

(নিরুপায় হইয়া মালা অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। নেপথ্যে কামান-গর্জ্জন)

ওসমান। কামান-গর্জ্জন আরম্ভ হলো। যাও দুর্গম খাঁ, দুর্গশীর্ষ হতে দেখে এস শক্ররা পালিয়েছে না এগিয়ে আসছে মৃত্যুর মুখে। (অস্ত্র কোষবদ্ধ করিল। দুর্গম খাঁ চলিয়া গেল) এস পিয়ারী—(ধরিতে উদ্যত)

মালা। (পিছাইয়া দ্বারের দিকে গেল) কে আছ, আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।····কে ?

সহসা নজরুল আসিল

নজরুল। ভাই।

ওসমান। নজরুল! তুমি—

নজরুল। অবাক হচ্ছো ভাইজান ? ভাবছো—নজরুল সব পণ্ড করে দিলে ? কিন্তু পণ্ড আমি করিনি, করেছেন খোদা। খোদা পাঠিয়েছেন ফকীর সাহেবকে।

ওসমান। ফকীর সাহেব!

নজরুল। হ্যাঁ, তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। সেই সংবাদ দেবার জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছিলুম। তোমার নাম কি বহিন ?

মালা। মালা।

নজরুল। মালা! এই নামে—হাঁ, মনে পড়েছে। শিবশঙ্করের আমন্ত্রণে দুর্গম খাঁ তোমাকে হরণ করতে গিয়েছিল। তা আজ কে তোমায় এনেছে বহিন?

মালা। দুর্গম খাঁ।

নজরুল। কোথা ছিলে তুমি?

মালা। ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজপ্রাসাদে। সন্ন্যাসীর বেশে দুর্গম খাঁ আমাকে হরণ করেছে।

নজরুল। ওঃ, শয়তান।

ওসমান। প্রমোদ-কক্ষ পরিত্যাগ কর নজরুল।

নজরুল। না ভাইজান, বহিনকে পিশাচের হাতে তুলে দিয়ে ভাই চলে যাবে না।

ওসমান। নারী তোমার বহিন?

নজরুল। হ্যাঁ, এক মায়ের দুই সন্তান হিন্দু আর মুসলমান। আমাদের সম্বন্ধ ভাই আর বহিন।

ওসমান। আমি মানি না।

নজরুল। কেন মানবে না ভাইজান? প্রণাম, সেলাম, জল, পানি, আল্লা, ভগবান যখন এক বলে জানো, তখন কেন মানবে না হিন্দুকে ভাই বলে।

মালা। ভাই – ভাই।

নজরুল। ভয় নেই বহিন। (সস্নেহে বক্ষে ধরিল) ভাইজান তো তুচ্ছ, দুনিয়ার সব শক্তি এক হলেও—পারবে না তোমাকে আমার স্নেহের বুক হতে ছিনিয়ে নিতে।

ওসমান। ছিনিয়ে আমি নোব। (অস্ত্র কোষমুক্ত করিতে উদ্যত)

ফকীরের বেশে শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। মেহেরবান খোদা—

ওসমান। ফকীর সাহেব !

শিবশঙ্কর। এ কি ! কিসের এ তীব্র গন্ধ !

নজরুল। ভাইজান সরাপ পান করেছে।

শিবশঙ্কর। খোদা, অবোধকে সুমতি দাও।

ওসমান। মসজিদে যাও ফকীর সাহেব।

শিবশঙ্কর। তুমি কুপথ হতে ফিরে এস।

ওসমান। যখন মক্কার পথে পা বাড়াবো, তখন তোমার উপদেশ নোব ফকীর সাহেব। এখন যাও। নইলে—

শিবশঙ্কর। আমাকে হত্যা করবে ? কর। হাঁ, তার আগে বল, এই নারীকে তুমি মুক্তি দেবে ?

মালা। না—না, তোমার জীবনের বিনিময়ে আমি মুক্তি চাই না ফকীর সাহেব। তুমি বেঁচে থাকো।

ওসমান। বাঁচতে দোব না। (অস্ত্র কোষমুক্ত করিল)

নজরুল। খোদার গোলাম নজরুল থাকতে—তুমি আঘাত করতে পারবো না ভাইজান।

ওসমান। নজরুল !

নজরুল। সে শক্তি তোমার নেই। তুমি জান যে, সৈন্য রক্ষী প্রহরী সবাই আমাকে ভালবাসে। আমাকে হত্যা করলে তারা তোমাকে ক্ষমা করবে না।

ওসমান। বুঝেছি—বড় বড় বুলিতে তুমি তাদের বশীভূত করে ফেলেছ নজরুল।

নজরুল। শুধু মুখের বড় বড় বুলিতে মানুষের চিত্ত জয় করা যায় না

ভাইজান, চাই বড় মন। ওকি, তরবারি কোষবদ্ধ করছো কেন? তবে কি বহিনকে—

ওসমান। নিয়ে যাও।

নজরুল। মুক্তি যখন দিলে, তখন তুমিও পাপমুক্ত হও ভাইজান। হিংসা দূর হোক—বিদ্বেষের অনল নিভে যাক—জাতিভেদের বৈষম্য ভেঙ্গে গিয়ে হিন্দুমুসলমানের মহামিলন হোক। বর্ষিত হোক খোদা-ভগবানের আশীর্ব্বাদ—দুনিয়ার বুকে নেমে আসুক শান্তি।

ওসমান। শান্তি নয়, জ্বালবো এবার অশান্তির আগুন।

নজরুল। তবে নিজের জ্বালা আগুনে নিজে পুড়ে মরতে প্রস্তুত হও ভাইজান। আমি চললুম বহিনকে পৌঁছে দিতে।

শিবশঙ্কর। তুমি নয়, আমি পৌঁছে দোব।

নজরুল। আপনি পৌঁছে দেবেন ফকীর সাহেব?

শিবশঙ্কর। হ্যাঁ, তোমার যাওয়ায় বিপদ আছে। আমি ফকীর—আমিই ওকে ওর আত্মীয়ের কাছে রেখে আসবো।

নজরুল। তবে যাও বহিন।

মালা। ভাই, এখানে এসে ভেবেছিলুম—পাঠান মাত্রই অত্যাচারী লম্পট। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, সংসারে পশুর মধ্যেও মানুষ আছে। হে মানুষ ভাই, তোমাকে শতকোটী নমস্কার।

[প্রস্থান

নজরুল। সেলাম ফকীর সাহেব।

শিবশঙ্কর। মেহেরবান খোদা, মঙ্গল কর।   [প্রস্থান

ওসমান। দূর হয়ে যাও ফকীর সাহেব!

নজরুল। ফকীর সাহেব কে, জানো ভাইজান? তোমার বন্ধু শিবশঙ্কর।

ওসমান। শিবশঙ্কর! ওঃ, নজরুল, আজও তাকে ছেড়ে দিলে?

নজরুল। না দিলে যে বহিনের সম্মান রক্ষা হয় না। আমি মসজিদে ছিলুম, শিবশঙ্কর ফকীরের বেশে মসজিদে গিয়ে পরিচয় দিয়ে আমার সাহায্য চাইলে; তাই আমি ছুটে এসেছিলম তার মহান কার্য্যে সহায়তা করতে।

ওসমান। হিন্দুর কাছে হাততালি নেবার জন্যে তুমি শত্রুকে সাহায্য করলে নজরুল?

নজরুল। পশুত্ব ভুলে মানবত্বের সাধনায় মানুষের উপকার করে তুমিও আমার মত হাততালি নিতে পার ভাইজান! এখনও সময় আছে। দোজাকের দুর্গন্ধ হতে উঠে এস—আমার হাতে হাত মিলাও—সুরাপাত্র ফেলে আল্লার নামে বিভোর হও, নইলে পতন তোমার অনিবার্য্য!

[প্রস্থান

ওসমান। (সবেগে অস্ত্র কোষমুক্ত করিতে উদ্যত হইয়া) না—না, আবার আমি ভুল করছি। নজরুলকে হত্যা করা যায় না। ওঃ, হতাশার দংশন যে অসহনীয়!

দ্রুত দুর্গম খাঁ আসিল

দুর্গম। জনাব! একি! নারী নেই?

ওসমান। না। নজরুলের সাহায্যে ফকীরবেশী শিবশঙ্কর তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

দুর্গম। নারী গেলেও একজন বাঙ্গালী বন্দী হয়েছে জনাব।

ওসমান। কি নাম তার?

দুর্গম। দুর্গশীর্ষ হতে তাকে চিনতে পারিনি। রক্ষীরা তাকে নিয়ে আসছে। বন্দীকে কারাগারে রুদ্ধ করবো জনাব?

ওসমান। না; গুম ঘরে রুদ্ধ করে তুমি নিজে অস্ত্রকরে প্রহরা দাও। সাবধান—সংবাদ পেয়ে নজরুল যেন ছুটে এসে হত্যায় বাধা না দেয়। হ্যাঁ, ভুরিশ্রেষ্ঠের সৈন্যেরা কোথা ?

দুর্গম। সীমান্ত-পথে।

ওসমান। রক্ষীর দ্বারা সীমান্তের গোলন্দাজকে আমার আদেশ জানাও—যতক্ষণ না আমি বন্দীকে হত্যা করছি, ততক্ষণ যেন তারা অস্ত্র দ্বারা শত্রুর পথ রুদ্ধ রাখে। বন্দীর মৃতদেহ তার বন্ধুদের সামনে ফেলে দেবার পর মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণে যেন বিতাড়িত করে তাদের সীমান্ত হতে।

[অগ্রে ওসমান, পশ্চাতে দুর্গম খাঁর প্রস্থান

———

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা

রুদ্রনারায়ণ ও চতুর্ভুজ আসিল।

রুদ্রনারায়ণ। সীমান্ত হতে সংবাদ নিয়ে রক্ষী ফিরে আসেনি চতুর্ভুজ ? (আসন গ্রহণ)

চতুর্ভুজ। না মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। মালা-চন্দনের জন্য মনটা আমার বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে চতুর্ভুজ। জানি না—মালার উদ্ধার হবে কিনা ?

চতুর্ভুজ। তাদের জন্য ভাববেন না মহারাজ। চন্দন যখন গেছে,

তখন শুধু মালার উদ্ধার নয়, ওসমানকেও শাস্তি দিয়ে আসবে। আপনি এখন বিশ্বাসঘাতক ভবঘুরের বিচার করুন।

রুদ্রনারায়ণ। হ্যাঁ, বিচার করবো চতুর্ভুজ। আমি তাকে কঠিন শাস্তি দোব। যাও—তাকে রাজসভায় নিয়ে এস।

চতুর্ভুজ। রক্ষী! বন্দী ভবঘুরে।

রুদ্রনারায়ণ। আমি একটা কথা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না চতুর্ভুজ, পরিচয়ের পর হতে ভবঘুরে আমার এত উপকার করে এসে আজ সে আমাকে হত্যা করে সিংহাসন নেবার জন্য পাঠানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো কেন?

চতুর্ভুজ। মানুষের মনের কথা বোঝা যায় না মহারাজ। হয়তো সে আপনার কোন শত্রু। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ভবঘুরে সেজে আছে।

রুদ্রনারায়ণ। তাই হবে চতুর্ভুজ।

চতুর্ভুজ। কঠিন করে রাজদণ্ড ধরুন মহারাজ। বিশ্বাসঘাতককে কঠোর শাস্তি দিন। দেখবেন—কারও অনুরোধে যেন হস্ত আপনার শিথিল হয়ে না যায়। বন্দী একবার মুক্তি পেলে—

শৃঙ্খলিত ভবঘুরে আসিল

ভবঘুরে। তোমার সব আশার সমাধি হয়ে যাবে, নয়?

রুদ্রনারায়ণ। বন্দী।

ভবঘুরে। মহারাজ, ফুল কুড়ুতে ভুলকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন। শান্তির কামনায় ছেদন করছেন শান্তিতরুর মূল। শত্রুর ছলনায় নিজে বাঁচতে গিয়ে নিজের পায়ে মারছেন কুঠার আঘাত।

রুদ্রনারায়ণ। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না বিশ্বাস-ঘাতক!

ভবঘুরে। আমিও আর কিছু বলতে চাই না মহারাজ।

চতুর্ভুজ। বলবার মুখ কি রেখেছ যে বলবে? মহারাজকে গুপ্ত-হত্যার চেষ্টা—পাঠানকে ডেকে এনে প্রাসাদ হতে মালার লুণ্ঠন—

ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। তার কোন প্রমাণ আছে সেনাপতি?

চতুর্ভুজ। (অভিবাদন করিয়া) আছে মহারাণী।

হরিপদ আসিল

হরিপদ। থাকলেও তা সত্য নয়।

চতুর্ভুজ। সত্য মিথ্যা এখুনি প্রমাণ হবে গুরুদেব। মহারাজ, ভবঘুরের কাছে পেয়েছি এই পত্র আর এই পিস্তল। (রুদ্রনারায়ণকে পত্র দিল)

রুদ্রনারায়ণ। একি! এ যে ভবঘুরেকে লিখিত ওসমানের পত্র! আর পিস্তলও যে পাঠানের। গুরুদেব, শঙ্করী, এই পত্র আর পিস্তল দেখেও—

হরিপদ। আমার মন ভবঘুরেকে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারছে না রাজা।

ভবশঙ্করী। আমারও মন বলছে মহারাজ, ভবঘুরে বিশ্বাসঘাতক নয়। কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে।

রুদ্রনারায়ণ। ভুল!

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি—কিন্তু ধরতে পারছি না।

রুদ্রনারায়ণ। ও তোমার মনের দুর্ব্বলতা রাণী। ভবঘুরেকে তুমি ভায়ের মত ভালবাসতে, তাই তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পেয়েও বিশ্বাস

করতে পারছো না। (রাজদণ্ড ধরিয়া) শোন বিশ্বাসঘাতক, তোমার অপরাধের শাস্তি—

গীতকণ্ঠে ঝঙ্কার আসিল

ঝঙ্কার। **গান**

রাজা, নামাও দণ্ডভার।
বিচারক হয়ে ছলায় ভুলিয়ে কর্‌য়ো নাকো অবিচার।

রুদ্রনারায়ণ। না কবি, এ শত্রুর ছলনা নয়। অপরাধের প্রমাণ আমার হাতে। আমি অবিচার করিনি।

ঝঙ্কার। **পুনঃ গাহিল**

সাজিও না বোকা হইয়া বিদ্বান,
মিথ্যা প্রমাণে হারায়ো না জ্ঞান,
বধি সাধুজনে ডেকো না জীবনে দুঃখের হাহাকার।

রুদ্রনারায়ণ। না—না কবি, এ প্রমাণ মিথ্যা নয়।

ঝঙ্কার। আপনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করুন মহারাজ। হাতের তীর একবার ছেড়ে দিলে আর তাকে ফেরানো যাবে না। [প্রস্থান

ভবশঙ্করী। কবির কথা উপেক্ষা করো না মহারাজ। অনুসন্ধান কর। অপরাধী মুক্তি পায় সেও ভাল, তবু যেন নিরপরাধ শাস্তি না পায়।

রুদ্রনারায়ণ। তাহলে তোমরা কি বলতে চাও ভবঘুরে নির্দ্দোষ, আর চতুর্ভুজ—

মৃতপুত্রবক্ষে পাগলিনী সমা মহিমা আসিল

মহিমা। দোষী। তার প্রমাণ—এই।

চতুর্ভুজ। (স্বগত) একি। মহিমা মুক্তি পেলো কি করে ?

মহিমা। (মৃত-পুত্রকে রুদ্রনারায়ণের নিকট শোয়াইয়া দিল)

রুদ্রনারায়ণ। একি! মুরলী—

মহিমা। ঘুমিয়ে গেছে মহারাজ। ক্ষুধার জ্বালায় পিপাসায়—কেঁদে কেঁদে বাছা আমার চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে। আর মুরলী বাজবে না মহারাজ। আপনাকে গান শোনাতে তার বীণার তারে ঝঙ্কার উঠবে না।

ভবশঙ্করী। ক্ষিধের জ্বালায় মুরলী মরে গেছে ?

মহিমা। হ্যাঁ। এই শয়তান তাকে গৃহবদ্ধ করে রেখেছিল। বাছা আমার কত কেঁদেছে 'মা খেতে দাও' বলে। কিন্তু আমি তার মুখে কিছুই দিতে পারিনি।

ভবশঙ্করী। সেনাপতি !

চতুর্ভুজ। পাগলীর কথা বিশ্বাস করবেন না মহারাণী। মুরলী অসুখে মারা গেছে।

রুদ্রনারায়ণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চন্দন বলেছিল—মুরলী আর তার মায়ের ভীষণ অসুখ করেছে। তাই সে ছাউনাপুর যেতে পারেনি।

মহিমা। ও—আগেই তাহলে আটঘাট সব বেঁধে ফেলেছ ? বাঃ শয়তান! চমৎকার তোমার শয়তানি।

চতুর্ভুজ। মহিমা, এখান হতে চলে যাও। রাজসভায় পাগলামি করো না।

হরিপদ। তোমার স্ত্রী পাগলিনী—একি সত্য চতুর্ভুজ ?

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ গুরুদেব। মুরলী একদিন বলেছিল তার মা পাগল হয়ে গেছে।

মহিমা। বাঃ! বাঃ! সব দিকেই বাঁধ দেওয়া হয়ে গেছে, হলো

না ভবঘুরে, তোমার বাঁচা হলো না আমার কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। সংসারে সত্যের স্থান নেই ; তাই সব মিথ্যা হয়ে গেল।

রুদ্রনারায়ণ। রাজসভা পরিত্যাগ কর।

মহিমা। যাচ্ছি মহারাজ ! আপনি বিচার করুন। পালিয়ে চল মুরলী। যে রাজসভায় সত্যের জয়গান উঠতো, সেখানে হচ্ছে আজ মিথ্যার অভিনয়র। এ অভিনয়ে শেষে কি হবে জানিস মুরলী ? কান্নার হাট বসবে। অশ্রুর বন্যা ছুটবে—দুঃখের হাহাকারে ভরে যাবে সুখের রাজ-প্রাসাদ। [প্রস্থান

হরিপদ। পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না করে তুমি রাজসভায় এসেছ চতুর্ভুজ ?

চতুর্ভুজ। কর্ত্তব্য পালন করতে এসেছি গুরুদেব। সবার চেয়ে আমি কর্ত্তব্যকেই বড় মনে করি। মহারাজ, বিচার করুন, অপরাধীর দণ্ড দেখে আমি মুরলীকে শ্মশানে নিয়ে যাবো।

রুদ্রনারায়ণ। অপরাধীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।

ভবঘুরে। ওঃ, ভগবান।

হরিপদ। ওঃ, এই দৃশ্য আমি দেখতে পারবো না ; আমি আসি মা। [প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। বন্দীকে নিয়ে যাও চতুর্ভুজ। জল্লাদের হস্তে অর্পণ কর। হত্যার পর নিয়ে এস ওর ছিন্নশির।

চতুর্ভুজ। এস বন্দী।

ভবঘুরে। মহারাজ, মরবার আগে আমার একটা প্রার্থনা—

রুদ্রনারায়ণ। শুনবো না।

ভবশঙ্করী। মহারাজ না শোনে আমি শুনবো। বল ভবঘুরে, কি তোমার প্রার্থনা ?

ভবঘুরে। একটু পায়ের ধূলো। ওপারে যাবার কড়ি আমার নেই মহারাণী, তাই একটু পায়ের ধূলো নিয়ে যেতে চাই। কাণ্ডারীকে দিয়ে ভবপার হবো। মহারাজ, মুখ ফিরিয়ে রইলেন ?…আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন মহারাণী। (প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ) আসি মহারাণী, বিদায়।

[প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। যাক্—শয়তানের ছুরি হতে আমি রক্ষা পেলুম। এবার মালা—

মূর্চ্ছিতা মালাকে লইয়া সৈনিকের বেশে
শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। সতীকে রক্ষা করেছি মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। মালাকে এনেছ সৈনিক !

(শিবশঙ্কর মালাকে সভার মধ্যে শোয়াইয়া দিল

ভবশঙ্করী। এ কি, মালা—

শিবশঙ্কর। মূর্চ্ছিতা।

ভবশঙ্করী। মালা—মালা—

শিবশঙ্কর। ভয় নেই। এখুনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

ভবশঙ্করী। মালাকে নিয়ে এলে সৈনিক, চন্দন কোথায় ?

শিবশঙ্কর। সেনাপতি—

ছিন্নশিরহস্তে চতুর্ভুজ আসিল

চতুর্ভুজ। মহারাজ, গ্রহণ করুন বিশ্বাসঘাতকের ছিন্নশির।

ভবশঙ্করী। ওঃ, মহারাজ—তুমি কি নিষ্ঠুর !

শিবশঙ্কর। এ কার ছিন্নশির মহারাজ ?

রুদ্রনারায়ণ। ভবঘুরের।

শিবশঙ্কর। কাকে হত্যা করলেন মহারাজ। ভবঘুরে যে আপনার ভাই।

সকলে। কি বললে সৈনিক !

রুদ্রনারায়ণ। ভবঘুরে আমার ভাই জয়নারায়ণ! দেখি দেখি মুখখানা। (ছিন্নশির লইয়া) হঁ্যা, তাইতো ! এই তো সেই জয়নারায়ণ। ছেলেবেলায় আমি খেলতে গিয়ে ওর কানের নিচে তরবারির আঘাত দিয়েছিলুম ; এই যে সেই অস্ত্রের দাগ রয়েছে। উঃ, ভাই। ভাই !

চতুর্ভুজ। (স্বগত) যা অনুমান করেছি তাই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—ভবঘুরে রাজভ্রাতা বলেই রাজ্য লাভের জন্য গোপনে পাঠানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিল। যাক্— অপরাধী শাস্তি পেয়েছে—মালাও ফিরে এসেছে। আর কোন চিন্তা নেই। মহারাজ, আমি মুরলীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি। [প্রস্থান

রুদ্রনারায়ণ। চন্দন কোথায় সৈনিক ?

শিবশঙ্কর। সেনাপতি নিহত মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ ও ভবশঙ্করী। চন্দন নেই !

মালা। (মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল) চন্দন—চন্দন, কই—কোথায় তুমি ?

ভবশঙ্করী। মালা—মালা (ধরিল)

মালা। দিদি—দিদি ! চন্দনকে ওসমান হত্যা করেছে।

ভবশঙ্করী। একি তোর ভাগ্য মালা ? কাল তোর বিয়ে হবে, আজ —চন্দন হলো নিহত !

মালা। আমিও যাচ্ছি দিদি। (ভবশঙ্করীর কটী হইতে অস্ত্র লইতে গেল)

ভবশঙ্করী। (হাত ধরিয়া) আত্মহত্যা করবি মালা!

মালা। হাত ছেড়ে দাও দিদি। এত দুঃখ আমি সইতে পারবো না।

ভবশঙ্করী। হত্যার প্রতিশোধ নিবি না মালা?

মালা। প্রতিশোধ! হ্যাঁ দিদি, আমি প্রতিশোধ নোব। যতদিন না প্রতিশোধ নিতে পারি, ততদিন আমি বেঁচে থাকবো। চন্দন, ওপারের পথে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কর। প্রতিশোধ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।

[প্রস্থান

শিবশঙ্কর। সেনাপতি নিজের ভুলে জীবন হারালে মহারাজ। আমি তাকে সীমান্তে রেখে ছদ্মবেশে প্রমোদ-কক্ষে গেলুম। ফিরে এসে শুনি, সে পাগলের মত আমার পশ্চাতে ছুটে যাচ্ছিল—পাঠান-রক্ষীরা তাকে বন্দী করে। কি করবো চিন্তা করছি, এমন সময় দুর্গম খাঁ আমাদের সামনে ফেলে দিলে সেনাপতির মৃতদেহ। ওঃ,—মহারাজ, সেকি ভীষণ দৃশ্য! ছুরিকাঘাতে সেনাপতির দেহ ক্ষতবিক্ষত। রক্তে সারা দেহ লাল; হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

রুদ্রনারায়ণ। রাণী! রাণী! আমি কি করলুম। ওঃ, আমার মাথা ঘুরছে—চোখে নেমে আসছে অন্ধকার! আমাকে ধর রাণী, মৃত্যু বুঝি আমাকে গ্রাস করলে।

ভবশঙ্করী। মহারাজ—মহারাজ! (রুদ্রনারায়ণকে ধরিল, রুদ্রনারায়ণ ভবশঙ্করীর কাঁধে মাথা রাখিল) একি হলো সৈনিক?

শিবশঙ্কর। মহারাজকে প্রাসাদে নিয়ে আসুন মহারাণী। আমি কবিরাজকে ডেকে আনি।

ভবশঙ্করী। তুমি যেও না সৈনিক। চন্দন নেই, মালা উন্মাদিনী।

আমি একা। তুমি আমার সঙ্গে প্রাসাদে এস। এই বিপদের দিনে তুমি চলে যেও না সৈনিক।

শিবশঙ্কর। না মহারাণী, আমি কোথাও যাবো না। আমরণ থাকবো আমি আপনারই আশ্রয়ে। প্রাসাদে চলুন, মহারাজ সুস্থ হলে আমি দুর্গে যাবো।

ভবশঙ্করী। দুর্গে নয়—তুমি প্রাসাদে থাকবে। আজ হতে তুমি হবে আমার প্রতাপের দেহরক্ষী।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্মশান

(অদূরে চিতা জ্বলিতেছিল)

নেপথ্যে। মহারাজ—মহারাজ !

কালু আসিল

কালু। নেই, ওরে, মহারাজ নেই। ওই চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। মহারাজের দেহ এবার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে যাবে ভুরসুটের রাজবাড়ী। বিধবা হবে রাণীমা।

আলুথালুবেশে ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। না—না কালু, আমি বৈধব্যের জ্বালা সহ্য করতে পারবো না।

কালু। রাণীমা, তুমি শ্মশানে এসেছ কেন ?

ভবশঙ্করী। স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিতে। দেখ—দেখ কালু, চিতানল হতে স্বামী আমাকে ডাকছে। আমি যাচ্ছি স্বামী, যাচ্ছি।

কালু। (পদতলে বসিয়া) মহারাজ চলে গেল, তুমিও চলে যাচ্ছ রাণীমা ? ছেলেরা বাপকে হারিয়ে মায়ের কোলে ঠাঁই নেয়। আমরা এমন হতভাগা, মাও আমাদের ঠাঁই দেবে না। (ক্রন্দন)

ভবশঙ্করী। কেঁদো না কালু ! চোখের জলে আমার পথ রোধ করো না। আমাকে বিদায় দাও, আমি স্বামীর কাছে যাই। (গমনোদ্যতা)

গীতকণ্ঠে ঝঙ্কার আসিল

ঝঙ্কার। **গান**

ফিরে এস মহারাণী।
রাখিয়া জীবন করহ পূরণ তব শপথের বাণী॥

ভবশঙ্করী। শপথ!

ঝঙ্কার। **পুনঃ গাহিল**

বলেছিলে তুমি পাঠানে নাশিবে,
বাঙ্গালীর মুখে হাসি ফুটাইবে,
তুমি চলে গেলে ডুবিবে অকূলে বাঙ্গালীর তরীখানি—
কাঁদে প্রজা যত, রাখ তব ব্রত, মুছাও নয়ন-পানি।

ভবশঙ্করী। না, না কবি, আমি আর ফিরে যাবো না। স্বামী-বিহনে আমি শক্তিহীনা। প্রতিজ্ঞা পূরণে কে আমাকে শক্তি দেবে?

হরিপদ আসিল

হরিপদ। আমি দোব মা।

ভবশঙ্করী। গুরুদেব! (পদতলে পড়িল)

হরিপদ। ওঠ মা রাজরাণী।

কালু। ঠাকুর! রাণীমা চিতানলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে।

হরিপদ। তাই আমি ছুটে এসেছি কালু। তুমি যাও, প্রজাগণকে বল—রাজা নেই, রাণী ভবশঙ্করী আজ হতে ভুরিশ্রেষ্ঠের শাসনকর্ত্রী।

কালু। আমি যাচ্ছি ঠাকুর, ভুরস্থটের ঘরে ঘরে এ খবর পৌঁছে দিতে।

[প্রস্থান

হরিপদ। আর কবি, তুমি দিল্লী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। দিল্লীশ্বর

আকবরকে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে তাঁর নিকট হতে নিয়ে এস রাণী ভবশঙ্করীর নামে রাজ-সনদ। প্রাসাদে যাও, আমি গিয়ে পত্র লিখে দোব।

[নতমস্তকে আদেশ গ্রহণ করিয়া ঝঙ্কারের প্রস্থান

ভবশঙ্করী। গুরুদেব!

হরিপদ। তোমার প্রতাপকে কোলে নেবে এস মা!

ভবশঙ্করী। সেই শূন্য ঘরে আমি ফিরে যাবো না গুরুদেব। পতিই যে সতীর একমাত্র গতি।

হরিপদ। জানি মা। কিন্তু দেশ, দশ ও আপন সন্তানের জন্য তোমাকে পতিবিরহ ভুলে যেতে হবে।

ভবশঙ্করী। গুরুদেব।

হরিপদ। রুদ্র নেই, তোমার মুখপানে চেয়ে বাঙ্গালীরা বসে আছে; তুমিই তাদের আশা-ভরসা; মা হয়ে তুমি সন্তানদের রক্ষা করবে না মা?

ভবশঙ্করী। রক্ষা করবো গুরুদেব।

হরিপদ। তবে এস মা! স্বামীর চিতায় প্রণাম করে বীরাঙ্গনা-বেশে সিংহাসনে উপবেশন করে দুষ্টের শাসন করবে। আজ হতে নিশিদিন আহারে, শয়নে ও ধ্যানে সব সময় সঙ্গে রাখবে তোমার দেবী-দত্ত তরবারি। ওসমান প্রস্তুত হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্ত্তে সে আক্রমণ করবে ভুরিশ্রেষ্ঠপুর; চন্দন নেই, তার পদে প্রতাপের দেহ-রক্ষীকে নিযুক্ত করতে হবে। বন্দী করতে হবে শয়তান চতুর্ভুজকে। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় বাশুড়ীর ভবানী-মন্দিরে তোমাকে ব্রতী হতে হবে তান্ত্রিক সাধনায়।

ভবশঙ্করী। সাধনায় সিদ্ধি পাবো গুরুদেব?

হরিপদ। পাবে মা। এস—আমি তোমাকে প্রাসাদে রেখে দিল্লীশ্বরকে লিখবো রাজ-সনদের জন্য তোমার আবেদন-পত্র।

[হাত ধরিয়া লইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাঙ্গণ

সশস্ত্র চতুর্ভুজ বলিতেছিল

চতুর্ভুজ। পত্রবাহক নিহত। কে তাকে হত্যা করলে? কে নিলে আমার পত্র?

মহিমা আসিল

মহিমা। আমি।

চতুর্ভুজ। মহিমা! ওঃ, সেদিন আমি তোমাকে ক্ষমা করে ভুল করেছি।

মহিমা। আমিও ভুল করেছি—ডাকাত দিয়ে রাজভ্রাতার তরী ডুবিয়ে দেওয়ার কথা প্রকাশ না করে।

চতুর্ভুজ। ওঃ, স্ত্রী যে এমন শত্রু তা জানতুম না।

মহিমা। স্বামী যে এমন শয়তান তা যদি জানতুম, তাহলে কি মালা দিয়ে সারা জীবন জ্বলে মরতুম?

চতুর্ভুজ। পত্র দেবে কিনা?

মহিমা। তুমিও শয়তানি ছাড়বে কিনা ?

চতুর্ভুজ। না।

মহিমা। আমিও দোব না।

চতুর্ভুজ। তবে মর—(হত্যায় উদ্যত)

শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। সাবধান।

চতুর্ভুজ। কে ?

শিবশঙ্কর। মায়ের রক্ষক—সন্তান।

চতুর্ভুজ। আমার বাড়ীতে প্রবেশ করেছ কেন ?

শিবশঙ্কর। আপনাকে বন্দী করতে।

মহিমা। এই পত্রের সাহায্যে। (পত্র দেখাইল)

শিবশঙ্কর। এই মহিমময়ী মায়ের চেষ্টায় আপনার শয়তানি আজ ধরা পড়ে গেছে সেনাপতি মশাই। আজ দশের সামনে খুলে দোব আপনার সাধুতার মুখোস।

চতুর্ভুজ। (অস্ত্র বাহির করিল) আমি তোমাকে হত্যা করবো ছদ্মবেশী।

শিবশঙ্কর। আসুন—শক্তিটাই পরীক্ষা করি।

(উভয়ের যুদ্ধ)

মহিমা। নির্ভয়ে যুদ্ধ কর বীর, ধর্ম্ম তোমার সহায়।

(চতুর্ভুজ পরাজিত হইল ; শিবশঙ্কর তাহাকে বন্দী করিল)

মহিমা। চেয়ে দেখ মানুষ, অধর্ম্মের পতন—ধর্ম্মের উত্থান ; মানুষের কাছে শয়তানের পরাজয়।

চতুর্ভুজ। স্বামীনিন্দা করতে লজ্জা করে না স্বেচ্ছাচারিণী ?

মহিমা। অত্যাচারে লজ্জার অবগুণ্ঠন যে তুমিই খুলে দিয়েছ স্বামী। তাইতো মহিমার রসনা স্বামী-পূজার মন্ত্র ভুলে গিয়ে উচ্চারণ করছে স্বামীর নিন্দা।

চতুর্ভুজ। (কোমলকণ্ঠে) মহিমা!

মহিমা। মহিমা আর তোমার মিষ্টিস্বরে ভুলবে না। মিষ্টি কথায় মুগ্ধ করে মহিমার বুকে সৃষ্টি করেছ তুমি মরুভূমির জ্বালা। আমি উন্মাদিনী হয়েছি। এবার নিজের বিষে উন্মাদ হয়ে তুমিও আমার মত হাহাকার কর। (প্রস্থানোদ্যতা)

শিবশঙ্কর। মা।

মহিমা। ব্রতচারিণী মহারাণীকে হরণ করতে পাঠান আসছে পুত্র। তুমি বন্দীকে কারারুদ্ধ কর। আমি যাচ্ছি—বাশুড়ীর ভবানী-মন্দিরে মহারাণীর হাতে পত্র পৌঁছে দিতে। [প্রস্থান

শিবশঙ্কর। শয়তান, মহারাণীর বিনিময়ে রাজসিংহাসন নিতে পাঠানকে ডেকে আনছো। বাংলার নরনারী প্রতি প্রভাত-সন্ধ্যায় যার নাম কীর্ত্তন করে, চারণ কবির বীণা নিশিদিন ঘোষণা করে যার জয়গান, যার উপর নির্ভর করে আছে সারা বাংলাদেশ, সেই দেশবরেণ্যা মহারাণীকে তুমি তুলে দিতে যাও বিধর্ম্মী পাঠানের হাতে? বাঙ্গালারা যখন এই কথা শুনবে, তখন তারা ছুটে এসে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেবে শৃগাল কুকুরের মুখে।

চতুর্ভুজ। তার পূর্ব্বে ছাউনাপুর-প্রান্তরে বেজে উঠবে তোমাদের মৃত্যুর বিষাণ।

কালু আসিল

কালু। সেনাপতি! সেনাপতি! এই যে, বাঘ ধরা পড়েছে!

শিবশঙ্কর। কি সংবাদ কালু?

কালু। হাজার হাজার পাঠান-সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে ছাউনাপুরের দিকে যাচ্ছে।

শিবশঙ্কর। এই শয়তান তাদের নিমন্ত্রণ করেছে কালু। শৃঙ্খল ধর।

কালু। (বন্দী চতুর্ভুজের হাতের শৃঙ্খল ধরিয়া) তাহলে এই শয়তানই আমার রতনকে টাকা দিযে রাজাকে খুন করতে পাঠিয়েছিল! শয়তানকে বাশুড়ীতে নিয়ে যাবো সেনাপতি। মায়ের সামনে হাড়কাট পোঁতা আছে; তুমি ধরে হাড়কাটে ফেলবে—মহারাণী হুকুম দেবে—আর আমি করবো বলিদান।

চতুর্ভুজ। যদি কোন কৌশলে একবার শেকলটা ছিঁড়তে পারি, তাহলে—

কালু। শিকারী ব্যাধের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া অত সহজ নয় শয়তান!

চতুর্ভুজ। (সগর্জ্জনে) কালুব্যাধ।

কালু। কালুব্যাধ চাঁড়ালের ঘরে জন্মে পশু মেরে ব্যাধ হয়েছে, তোমার মত বামুনের ঘরে জন্মে মানুষ মেরে শয়তান নাম কেনেনি। এস—

শিবশঙ্কর। কারাগারে নিয়ে চল কালু। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আঁধার কারাগারে বন্দী থাকবে আমাদের ভুরিশ্রেষ্ঠের মহামান্য সেনাপতি চতুর্ভুজ।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

ওসমান ও দুর্গম খাঁ আসিল

ওসমান। সেনাপতি চতুর্ভুর্জ কোথায় দুর্গম খাঁ ?

দুর্গম। কই জনাব, তাকে তো রণস্থলে দেখতে পাচ্ছি না।

ওসমান। তবে কি আমার সঙ্গে বেইমানি করলে। হ্যাঁ, সৈন্য-পরিচালনা করছে কে ?

দুর্গম। একজন সৈনিক।

ওসমান। সৈনিক ?

(নেপথ্যে তূর্য্যনিনাদ)

দুর্গম। রাণী ভবশঙ্করী রণক্ষেত্রে আসছে জনাব।

ওসমান। সঙ্গে ?

দুর্গম। রাণীর নারীসৈন্য।

ওসমান। নারীসৈন্য।

নজরুল আসিল

নজরুল। হ্যাঁ, তোমার অত্যাচারের শাস্তি দিতে আসছে ভাইজান।

ওসমান। আমাকে শাস্তি দেবে দুর্ব্বলা নারী ? হা-হা-হা ! দুর্গম খাঁ, সৈন্যদের নিয়ে তুমি বাঙ্গালী সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়, আমি আক্রমণ করি রাণী ভবশঙ্করীকে।

[প্রস্থান

(দুর্গম খাঁ পশ্চাৎ ধাবনে উদ্যত হইল)

নজরুল। আল্লার নাম স্মরণ করে যাও দুর্গম খাঁ।

দুর্গম। কেন ?

নজরুল। আর সময় পাবে না।

দুর্গম। পাবো—বাঙ্গালী নিধন করে বিজয়-উল্লাসে ফিরে গিয়ে।

[প্রস্থান

নজরুল। মানুষের দুনিয়ায় পশুর জয় হবে না দুর্গম খাঁ। পরকে খুন করতে এসে নিজের খুনেই নিজের দেহ লাল হয়ে যাবে। চূর্ণ হবে পাঠানশক্তি,. বাংলার অম্বরে চির উড্ডীন থাকবে বাঙ্গালীর গৌরব-পতাকা।

[প্রস্থান

সৈনিকের বেশে শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। বাঙ্গালী বীরগণ, বাঙ্গালীর গৌরব-পতাকা চির-উড্ডীন রাখতে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড় পাঠান-সৈন্যের উপর।

নেপথ্যে। জয় রাণী ভবশঙ্করীর জয়।

রণসাজে ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। সেনাপতি, সমস্ত সৈন্য নিয়ে তুমি পাঠান-সৈন্যদের আক্রমণ কর। আমি আক্রমণ করি লম্পট ওসমানকে।

অসিহস্তে মালা আসিল

মালা। আর আমি আক্রমণ করবো আমার পিতৃমাতৃহন্তা দুর্গম খাঁকে।

ভবশঙ্করী। তুমি সেনাপতির সঙ্গে যাও মালা। সৈন্যশক্তিবলে দুর্গম খাঁকে নিধন কর।

নেপথ্যে। জয় পাঠান-সেনাপতি ওসমানের জয়।

মালা। ওই ঝঞ্ঝার মত ছুটে আসছে পাঠান-সৈন্য। আসি দিদি। যদি প্রতিশোধ নিতে পারি, তাহলে ফিরে আসবো—নইলে এই শেষ দেখা।

[প্রস্থান

শিবশঙ্কর। আসি মহারাণী! সৈন্যগণ, নির্ভয়ে এগিয়ে চল। দেবী তোমাদের সহায়।

[প্রস্থান

ভবশঙ্করী। (অসি কোষমুক্ত করিয়া) দেবীদত্ত কৃপাণ, পাঠানের রক্তপানে সেদিন যেমন গর্জ্জন করে উঠেছিলে, আজও তেমনি গর্জ্জে ওঠ লম্পট ওসমানের রক্তপানে।

[প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গম খাঁ ও শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। দুর্গম খাঁ, কবরের ডাক এসে গেছে তোমার।

দুর্গম। তোমারও দিন ফুরিয়েছে শিবশঙ্কর।

[উভয়ের যুদ্ধ ; অগ্রে দুর্গম, পশ্চাতে শিবশঙ্করের প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে করিতে ওসমান ও ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। লম্পট ওসমান!

ওসমান। তুমিই রাণী ভবশঙ্করী?

ভবশঙ্করী। হ্যাঁ! চতুর্ভুজের নিমন্ত্রণে তুমি এসেছ ভবশঙ্করীকে হরণ

করতে, না? এস লম্পট, রক্ত দাও। দূর কর আমার অসির পিপাসা।

[উভয়ের যুদ্ধ ; অগ্রে ওসমান, তৎপশ্চাৎ ভবশঙ্করীর প্রস্থান

আহত ভয়ার্ত্ত দুর্গম খাঁর পশ্চাতে মালা আসিল

দুর্গম। জনাব—জনাব, আমি বিপন্ন, রক্ষা করুন।

মালা। রক্ষা নেই পাঠান। (অস্ত্রাঘাত)

দুর্গম। (অতিকষ্টে আঘাত প্রতিহত করিয়া যুদ্ধ ও পরাজয়। মালার ভীষণ অস্ত্রাঘাত) উঃ, আমাকে ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

মালা। (চুলের মুঠি ধরিয়া) ক্ষমা নেই। আয় পাঠান, রক্ত দিয়েছিস, এবার শির দিবি আয়।

[লইয়া গেল

নিরস্ত্র ওসমান আসিল

ওসমান। নজরুল—নজরুল, আমাকে রক্ষা কর—

নজরুল আসিল

নজরুল। আমি এসেছি ভাইজান।

ওসমান। তুই নিরস্ত্র !

নজরুল। হলেও আমি তোমাকে বাঁচাবো ভাইজান। রণস্থলে নজরুল তোমার দেহরক্ষী।

অসিহস্তে ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। মর্ লম্পট। (ওসমানকে অস্ত্রাঘাত)

(নজরুল ভবশঙ্করীর উদ্যত অস্ত্রমুখে নিজের বুক পাতিয়া দিল—অস্ত্র নজরুলের বক্ষভেদ করিল)

নজরুল। ওঃ—

ভবশঙ্করী। লম্পটের রক্ষায় প্রাণ দিলে—তুমি কে ?

নজরুল। আমি ওসমানের ভাই—নজরুল।

ভবশঙ্করী। ওঃ, তুমিই মালার ধর্ম্মরক্ষা করেছিলে না ?

নজরুল। হ্যাঁ। ভাইজান। আমার জীবন দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করলুম। মহারাণী, আপনার কাছে আমার শেষ জীবনের প্রার্থনা—

ভবশঙ্করী। মালার ধর্ম্মরক্ষক তুমি। তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করবো। বল, কি চাও ?

নজরুল। ভাইজানকে আপনি মার্জ্জনা করুন।

ভবশঙ্করী। মার্জ্জনা—বেশ, মার্জ্জনা করলুম।

নজরুল। ভাইজান, জীবনদাত্রী জননীকে সেলাম দাও—

ওসমান। আমার সেলাম গ্রহণ করুন মহারাণী।

ছিন্নশিরহস্তে আহত মালা আসিল

মালা। দিদি, পিতৃহন্তার ছিন্নশির এনেছি। (ছিন্নশির রাখিয়া ভবশঙ্করীর পদতলে পড়িয়া গেল)

ভবশঙ্করী। চন্দন গেছে—তুইও চলে যাচ্ছিস মালা ? (মালাকে তুলিল)

মালা। হ্যাঁ দিদি। একি ! ভাই ! তুমিও—

নজরুল। মরণের পথে চলেছি বহিন।

মালা। ভালই হলো। ভাই-বোনে এক সঙ্গে ওপারের পথে

যাবো। খোদা-ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো— পর জনমে যেন আমরা দুটি ভাই বোন হয়ে জন্ম নিতে পারি। (ভবশঙ্করীর কাছ হইতে নজরুলের কাছে গেল)

নজরুল। এস বহিন। (মালাকে স্নেহে বক্ষে ধরিয়া) ভাইজান, সব হারিয়ে জীবন পেয়েছ, এবার ফিরে যাও। তোমার কৃতাপরাধের জন্য জীবনভোর খোদার কাছে দোয়া ভিক্ষা করগে, শান্তি পাবে। আমি যাই! সেলাম ভাইজান—সেলাম।

[প্রস্থান

ওসমান। নজরুল! ভাই! নিজের ভুলে আমি আজ সব হারিয়েছি।

শিবশঙ্কর আসিল

শিবশঙ্কর। এবার ফকীর সাজবে এস!

ওসমান। শিবশঙ্কর!

ভবশঙ্করী। তুমি শিবশঙ্কর!

শিবশঙ্কর। হ্যাঁ, অন্যায় করেছিলুম, তাই প্রাণের ভয়ে এতদিন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলুম। ভবশঙ্করী, আমি তোর দাদা শিবশঙ্কর। আমাকে ক্ষমা কর বোন।

ভবশঙ্করী। আমি অনেক দিন তোমাকে ক্ষমা করেছি দাদা।

শিবশঙ্কর। পাঠান-সেনাপতি, সেদিন যে ফকীরের বেশে তোমার প্রমোদকক্ষ হতে মালাকে উদ্ধার করে এনেছিলুম—সেই বেশ আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি। তুমি শয়তানিতে আমীর হতে চেয়েছিলে, তা যখন হতে পারলে না, তখন ফকীর হবে এস।

[হাত ধরিয়া লইয়া গেল

নেপথ্যে। জয় মহারাণী ভবশঙ্করীর জয়।

ভবশঙ্করী। জয়োল্লাসে সৈন্যগণ ফিরে চলেছে। মা জয়দুর্গা, তোর আশীর্ব্বাদেই ভবশঙ্করী হলো আজ পাঠান-বিজয়িনী।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

নেপথ্যে। জয় পাঠান-বিজয়িনী মহারাণীর জয়।

শৃঙ্খলিত উন্মাদচ তুর্ভুজকে লইয়া শিবশঙ্কর আসিল

(চতুর্ভুজের কপাল হইতে রক্ত ঝরিতেছিল)

চতুর্ভুজ। পাঠান-বিজয়িনী মহারাণীর জয়—হা-হা-হা! কি আনন্দ—কি আনন্দ! কই—কই সেনাপতি, মহারাণী কই? তিনি যে আমার বিচার করবেন। আমি দণ্ড নোব, আর সবাই হাসবে—আনন্দে হাততালি দেবে। হা-হা-হা—

হরিপদ আসিল

হরিপদ। একি! চতুর্ভুজ—

শিবশঙ্কর। পাগল হয়ে গেছে গুরুদেব। দেখুন—কারাগারের দেওয়ালে মাথা ঠুকেছে!

চতুর্ভুজ। তবুও শয়তানি বুদ্ধিভরা মাথাটা ভেঙ্গে চুরমার হ'লো না। কই, মহারাণী কোথায়? আমাকে যে দণ্ড দেবে? পাপের দহনজ্বালা আমি যে সহ্য করতে পারছি না। দেখ সেনাপতি, মহারাণী আদেশ দেবে আর তুমি ওই তরবারিতে আমার মাথাটা—হা-হা-হা—ভারী মজা হবে—ভারী মজা হবে!

রাজমুকুট পরিয়া ভবশঙ্করী আসিল

ভবশঙ্করী। গুরুদেব !

হরিপদ। এস মা ! সিংহাসনে বসো।

(ভবশঙ্করীর আসন গ্রহণ)

পুষ্পহস্তে মহিমা আসিল

মহিমা। মহারাণী।

ভবশঙ্করী। মুরলীর মা!

মহিমা। দীনা প্রজার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন মহারাণী। (পদতলে অঞ্জলি দান)

চতুর্ভুজ। আমার হাতে ছুটি ফুল দেবে মহিমা ? আমি অঞ্জলি দোব! জয়গান গাইতে গাইতে দণ্ড নিয়ে চলে যাবো মুরলীর কাছে।

মহিমা। হায় স্বামী!

চতুর্ভুজ। মহারাণী, আমার মহিমাকে আপনি একটু আশ্রয় দেবেন। সংসারে ওর কেউ নেই ; নইলে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে।

শিবশঙ্কর। অপরাধীর বিচার করে দণ্ড দাও মহারাণী।

চতুর্ভুজ। মহিমা, চোখ ঢাক। নইলে পালাও। আমার দণ্ড হবে। তুমি সতী, স্বামীর দণ্ড সইতে পারবে না। পালাও—পালাও। না-না, পালিও না। আমার অপরাধের দণ্ড দেখ। কি দণ্ড জানো ? মৃত্যু—হা-হা-হা—মহারাণী, আমাকে দণ্ড দিন।

ভবশঙ্করী। বিশ্ববিচারক তোমাকে দণ্ড দিয়েছেন। তার উপর আমি কোন দণ্ড দোব না অপরাধী। দাদা, শৃঙ্খল খুলে দাও।

(শিবশঙ্কর চতুর্ভুজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিল)

চতুর্ভুজ। আমার মুক্তি হলো! পাপের সাজা হলো না? তাই তো, সর্ব্বাঙ্গে আমার যে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা। কোথা গেলে এ জ্বালা শীতল হবে? হ্যাঁ, হয়েছে—দামোদরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়িগে।

(গমনোদ্যত)

মহিমা। স্বামী!

চতুর্ভুজ। মহিমা!

মহিমা। মানুষের সর্ব্বনাশ করে যে জ্বালায় নিশিদিন জ্বলে মরছো, সে জ্বালা শীতল করবে এস মানুষের সেবা করে।

চতুর্ভুজ। মানুষের সেবা করবো? কিন্তু আমি যে পাগল হয়ে গেছি মহিমা!

মহিমা। আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলবো। এস, মহারাণীর চরণে প্রণাম করে—নতুন জীবন সুরু করবে। (চতুর্ভুজের হাত ধরিল)

চতুর্ভুজ। মহারাণী পাপীর প্রণাম নেবেন মহিমা? হা-হা-হা! আমি ভুল বলছি! উনি যে দেবী—করুণাময়ী। প্রণাম—প্রণাম—শত কোটী প্রণাম দেবীর চরণে। [উভয়ের প্রস্থান

হরিপদ। চতুর্ভুজ উন্মাদ। চন্দন নেই। মা! তোমার দাদা বীর শিবশঙ্করের সাহায্যে তুমি দুঃখের মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়েছ, অত্যাচারী পাঠান-দস্যুদের পরাজিত করে রক্ষা করেছ বাঙ্গালীর সম্মান। সৈন্যেরা আজ নায়কহীন। আমার ইচ্ছা—যার জন্য সিংহাসন রক্ষা হয়েছে, আজ তুমি তারই হাতে তুলে দাও সিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব।

ভবশঙ্করী। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য গুরুদেব। দাদা, গ্রহণ কর ভুরিশ্রেষ্ঠের সৈনাপত্যের সম্মান। (তরবারির দান)

শিবশঙ্কর। আমি সানন্দে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলুম মহারাণী। (তরবারি গ্রহণ)

নেপথ্যে। জয় সেনাপতি শিবশঙ্করের জয়।

শিবশঙ্কর। আমার জয় নয় বন্ধুগণ, জয় দাও—বঙ্গবীরাঙ্গনা রাণী ভবশঙ্করীর।

হরিপদ। ওই শোন শিবশঙ্কর, বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে সাতকোটী বাঙ্গালীর কণ্ঠে নিনাদিত হ'চ্ছে পাঠান-বিজয়িনী বঙ্গবীরাঙ্গনা **রাণী ভবশঙ্করীর** জয়গান।

